চমৎকার হীরাজাদ

সাধুভাষায় বিবিধ ছন্দে ঘটিত

পরিণয় প্রসঙ্গ

শ্রীনবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

গ্রন্থকারের ইচ্ছানুযায়ী রচিত ও সংশোধিত হইয়া বহুবাজা-
রস্থ ১৮৫ সংখ্যক ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র
বসু কোং দ্বারা অবিকল মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শকাব্দা ১৭৭৯।

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি যোড়া-
সাঁকো চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীটের ১৫ নম্বর ভবনে তত্ত্ব
করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।

শ্রীশ্রীঈশ্বর

জয়তি।

চমৎকার হীরা[illegible]।

অথ বন্দনা।

ভবের মাঝেতে মন ভাব কি রে আর।
ভাবনা তেজিয়া ভাব এই ভব যার॥
কার সঙ্গে কর ভাব সকলি অভাব।
ওরে ভাব ভাব তারে পাবে কত ভাব॥
স্বভাব তেজিয়া ভাব ভালভাব ধর।
পরে ভাব পাবে ভাব বলি যাহা কর॥
হে আনন কি কারণ কুবচন ধর।
সদা নিত্য নিরঞ্জন উচ্চারণ কর॥
নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
হে শ্রবণ কুবচন শুননা শ্রবণে।
অভিরাম তাঁর নাম শুনহ শ্রবণে॥

নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
গৌরবে সৌরভ নিতে সদা কর আসা।
তাঁহার নির্ম্মাল্য ঘ্রাণ সদা লহ নাসা॥
নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
হে নয়ন কি কারণ দেখ অন্য ধন।
তাঁর প্রতিমূর্ত্তি সদা কর দরশন॥
নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
ওরে কর বাক্য ধর ধরি তোর করে।
ঈশ্বরে কররে পূজা দুঃখ যাবে দূরে॥
নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
হে জঠর নিরন্তর বলি খাহা কর।
ঈশ্বরের নামামৃত জঠরেতে ধর॥
নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
ওরে পদ নিরাপদ যদি হতে চাও।
ঈশ্বরের স্থান যথা তথা তুমি যাও॥

নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥
ওরে মন বলি শুন আমার বচন।
নিরন্তর ভাব সেই নিত্য নিরঞ্জন॥
নহিলে অন্তিমকালে কৃতান্ত আসিয়া।
লয়ে যাবে নিজালয়ে চিকুরে ধরিয়া॥

গ্রন্থারম্ভ।

পয়ার।

আজমীর নামেতে দেশ ব্যক্ত চরাচরে।
তথাকার ভূপতি জিতেন্দ্র নাম ধরে॥
অতি পুণ্যবান রাজা কি কব বিশেষ।
গণনা করিলে গুণ হয় না বিশেষ॥
ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির সম ধনে যক্ষপতি।
প্রতাপে রাবণ সম মানে কুরুপতি॥
দানে কল্পতরু সম যুদ্ধেতে ফাল্গুনী।
ইহার সহিত বল আর কারে গণি॥
রূপের কি কব কথা যেন রতিপতি।
এক ভার্য্যা ভূপতির নামে অরুন্ধতি॥
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ যেন শশধর।
অনুমান হয় তার হেরিলে অধর॥

হেরিয়ে তাহার কেশ যত জলধর।
লজ্জা পেয়ে থাকে সদা অম্বর উপর॥
হেরিয়ে তাহার নাসা শুক পক্ষবর।
সতত করয়ে বাস অরণ্য ভিতর॥
হেরিয়ে তাহার নেত্র কুরঙ্গিণী গণে।
লোক লাজে থাকে সদা গহন কাননে॥
বর্ণিয়ে ওষ্ঠের কথা আর কিছু বলি।
পারিজাত বর্ণে বর্ণ কিছার বান্ধুলি॥
কিবা হনু যুগ্ম ভানু যেন শোভা করে।
হেরে গণ্ড লণ্ডভণ্ড হয় কত নরে॥
অমল কমল বক্ষ বুঝি মক্ষস্থল।
ঈষৎ দ্বিপার্শে হেলা যুগ্ম কুচাচল॥
দেখে সেই কুচগিরি লাজে বিন্ধ্যাগিরি।
অদ্যাবধি আছে দেখ নত শির করি॥
কিবা তার নাভিকুণ্ড অতি নিরমল।
প্রেমানন্দে ভাসে তায় বিমল কমল॥
রচনা করিয়ে কহি নিতম্বের কথা।
অম্বুজ কৃত নিতম্ব নাহিক অন্যথা॥
কিবা তার যুগ্ম উরু যাই বলিহারি।
কি দিব তুলনা তার বর্ণিবারে নারি॥
ধন্য ধন্য প্রাণদান জিতেন্দ্র নৃপতি।
নহিলে ভুঞ্জয়ে কেবা এমন যুবতী॥

ত্রিপদী ছন্দ।

এরূপেতে নৃপবর, প্রজা পালে নিরন্তর,
সিংহ সম বসে সিংহাসনে।
দুষ্টের করে দমন, শিষ্টের সদা পালন,
এক ছত্রে রাজা এ ভুবনে ॥
ভূপতির বয়ঃক্রম, বত্রিশেতে নিরুপণ,
ইহার অধিক বোধ নয়।
রাজা অতি পুণ্যবান, কিন্তু নাহিক সন্তান,
সে খেদে বিষাদে সদা রয় ॥
এক দিন নৃপবর, বসিয়ে সভা ভিতর,
প্রজাদের করিছে বিচার।
হেনকালে এক ঋষি, বর্ণ তার যেন মসি,
আসিলেন ভিতরে সভার ॥
দেখে তায় নৃপবর, করে অতি সমাদর,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
হয়ে রাজা সম্বব্যস্ত, যুগ্ম করি যুগ্ম হস্ত,
প্রণমিল দণ্ডের সমান ॥
অতঃপরে মহারাজা, চরণ করিয়ে পূজা,
কহিছেন সভয় অন্তরে।
আজ্ঞা কর মহামুনি, কি কার্য্য করিব আমি.
তব দাস আছি যুগ্মকরে ॥
দেখে রাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম, হয়ে ঋষি হৃষ্ট মর্ম্ম,
কহিছেন শুনহ ভূধর।

আমি হই তপোধন, নাহি ধনে প্রয়োজন,
নিবেদন তোমার গোচর ॥
প্রশ্ন এক আছে মোর, দেহ তার প্রত্যুত্তর,
আশীর্ব্বাদ করি হে তোমায়।
তোমা বিনা অন্য লোকে, নাহি হেরি মর্ত্তলোকে,
সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেয় ॥
সভয়েতে নৃপমণি, কহে যোড় করি পাণি,
মহামুনি কি প্রশ্ন তোমার।
ক্ষমতায় যদি হয়, পুরাইব মহাশয়,
তা নহিলে কি সাধ্য আমার ॥
হাসিয়া কহেন মুনি, শুন ওহে নরমণি,
প্রশ্ন বাণী কহি সুবিস্তারে।
অভিশাপ নির্দ্দোষীরে, যদি কোন জন করে,
সে শাপ কি ফলিবে তাহারে ॥
কহিছেন নরমণি, শুধা যিনি মিষ্টবাণী,
ওহে মুনি নিবেদি তোমারে।
নির্দ্দোষীরে কোন কালে, নাহি তার ফল ফলে,
হেন লয় আমার অন্তরে ॥
হাসিয়া কহেন মুনি, শুন ওহে নরমণি,
তবে কেন গৌতম বচনে।
অহল্যা ধাতার কন্যা, পাষাণী হয়ে অরণ্যে,
রহিলেন কিসের কারণে ॥
যদি নাই তাঁর দোষ, কি জন্য ঋষির রোষ,
হয়ে ছিল তাঁহার উপরে।

শুনিতে বাসনা আছে জিজ্ঞাসি তোমার কাছে,
কহ রায় সুবিস্তার করে॥

পয়ার।

কহিছেন করপুটে জিতেন্দ্র রাজন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি করহ শ্রবণ।
ইন্দ্রে অভিশাপ করি সেই তপোধন।
মনে মনে মহামুনি করেন চিন্তন॥
নাহিক ইহার দোষ ছলে দেবরাজ।
আমার স্বরূপ রূপে সাধিয়াছে কায॥
অশুচি ইহার অঙ্গ হয়েছে ভ্রমেতে।
শুদ্ধাঙ্গী করিয়ে পুনঃ লইব গৃহেতে॥
এত ভাবি ঋষিবর কহিল তাহারে।
পাষাণী হইয়া থাক কানন ভিতরে॥
রাম পদ রেণু যবে পরশিবে তোমাতে।
শাঁপে মুক্ত হয়ে তবে আসিবে গৃহেতে॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সেই তপোধন।
সানন্দিত হয়ে ভূপে কহিছে তখন॥
লহবর নৃপবর আমার সদনে।
প্রশ্নের শুনে বড় প্রীত হলো মনে॥
বড়ই প্রাখর্য্য বুদ্ধি তোমার নৃপতি।
নহিলে হইবে কেন অবনীর পতি॥
যাহা তব বাঞ্ছা হয় লহ মম ঠাঁই।
যে ধন চাহিবে তুমি দিব তোঁহে তাই॥

কর যুড়ি কহিতেছে জিতেন্দ্র রাজন।
কি ধন দিব হে মোরে কহ তপোধন॥
নাহি প্রয়োজন, মম অন্য কোন ধনে।
পুত্রধন বাঞ্ছা করি তোমার সদনে॥
ঈষৎ হাসিয়ে মুনি করে প্রত্যুত্তর।
দিব্য পুত্র হবে তব শুন নৃপবর॥
এত কহি মহাতপা আনন্দ অন্তরে।
হাসিয়া পুরিল হাত ঝুলির ভিতরে॥
দিব্য এক শ্রীফলেরে বাহির করিয়া।
রাজকরে দিয়া কহে ইঙ্গিত করিয়া॥
এই ফল গৃহিনীরে করাও ভক্ষণ।
অবশ্য হইবে পুত্র তোমার রাজন॥
ফল দিয়ে মহামুনি হলো অন্তর্ধান।
দেখিয়া অবাক্ হলো সভাসদ গণ॥

ত্রিপদী।

আনন্দে মাতি অন্তরে, শ্রীফল করিয়া করে,
গেল ভূপ রাণীর মহলে।
রাজ্ঞী দেখি ভূপতিরে, নিকটে আসিয়া পরে,
কহিতেছে নাথে কুতুহলে॥
কহে ওহে নৃপবর, কি কারণে দ্রুততর,
অন্তঃপুরে তব আগমন।
কি কারণ সম্প্রতি, এখনি সভায় অস্ত,
কেন নাথ কিসের কারণ॥

কহিতেছে নৃপবর, করি অতি সমাদর,
লহ এই শ্রীফল যতনে।
আগত প্রভাষা কালে, ভক্ষ রাজ্ঞী এই ফলে,
দানাদি করিয়ে দ্বিজগণে ॥
হইবে দিব্য সন্তান, নাহি তার অনুষ্ঠান,
অনুমান হয় মম মনে।
শুন রাজ্ঞী বিবরণ, যে রূপে মিলিল ধন;
কহি তাহা তোমার সদনে ॥
প্রত্যক্ষেতে নরমণি- কহিল সর্ব্ব কাহিনী,
শুনে রাণী বিস্ময় হইল।
অতঃপরে নৃপরায়, কহিতেছে পুনরায়,
রাজ্ঞী প্রতি হাসি খলখল।
দয়া করে তপোধন, দিল মোরে এই ধন,
রাখ ধন যতনে উদরে ॥
হইবে দিব্য সন্তান, নাহি তার অনুষ্ঠান,
ঋষি বাক্য কে লঙ্ঘন করে ॥

পয়ার।

শ্রীফল অর্পিয়ে রাজা আসিয়ে দেওয়ানে।
আনন্দ অন্তরে ভূপ কহে দ্বিজগণে ॥
অদ্যাবধি চণ্ডিপাঠ মম নিকেতনে।
সঙ্কল্প করিয়ে পঠ সভে শুদ্ধমনে ॥
কোষাধক্ষ্যে ডাকি তবে কহিছে রাজন।
দারিদ্রগণের কর ধন বিতরণ ॥
যেবা যাহা চাহে তাহা দিও সেইক্ষণ।
মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর হয়ো না কৃপণ ॥

প্রজাদের প্রতি রাজা কহিছেন পরে।
নৃত্য গীত কর সভে নিজ নিজ ঘরে॥
ইহাতে যতেক ব্যয় হইবে সবার।
আমি সবাকারে দিব চিন্তা নাহি তার॥
বেশকারি প্রতি পরে কহিছে রাজন।
শীঘ্রগতি মম পুরি কর সুশোভন॥
বনেতে পূর্ণিতি করি স্বর্ণ কুম্ভ যত।
রাখহ দ্বারেতে রম্ভা তরুর সহিত॥
সুগন্ধ চন্দন ছড়া দেহ রাজপথে।
দারিদ্রে ভুঞ্জাও অন্ন কাঞ্চন পাত্রেতে॥
ঘরে ফিরে ডঙ্কা দেহ আজ্মীর সহরে।
নিমন্ত্রণ পত্র দেও যত ভূপতিরে॥
অনুমতি দিয়ে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
আজ্ঞা মতে সকলেতে আজ্ঞা রক্ষা করে॥

ত্রিপদী।

আজ্মীর সহরে অদ্য, বাজিছে বিবিধ বাদ্য,
কেবা তাহা বর্ণিবারে পারে।
দরিদ্রেরে বিতরণ, করে ধন অগণন,
নৃত্য গীত হয় ঘরে ঘরে॥
আনন্দের নাহি সীমা, আসিতেছে কত রামা,
নৃত্য গীত করিতে সভায়।
করিস্কন্ধে তুলে ডঙ্কা, দিতেছে নগরে ডঙ্কা,
মালসাট মারে বীর চয়॥

চমৎকার হীরাজাদ।

ধানকী ধনুক ধরে, হুহুঙ্কার রবে ফেরে,
ভয় নাহি করে কোন জনে।
মার, ধর, নে, খা, কেহ বলে বাপ মা,
প্রাণ গেল ভিড়ের চাপনে ॥
কোন স্থানেতে গোধন, দান করে অগণন,
কোন স্থানে অশ্ব আদি করি।
কিবা সে নগর আভা, অমরাবতী সম প্রভা,
তাহার বর্ণন কিছু করি ॥
রাজ পথে সারি সারি, রচেছে রঙ্গককারী,
কদলির তরু অগণন।
দিয়েছে চন্দন ছড়া, উঠেছে সৌগন্ধ চড়া,
অনুমান একই যোজন ॥
কিবা সেই রাজপুরী, আহামরি বলিহারি,
যাই তার দেখে সুশোভন।
প্রাসাদ পরে নিশান, অগণন উড্ডীয়মান,
তাহা হেরে মুগ্ধ হয় মন ॥
সে কালে না ছিল ঝাড়, চন্দ্রকান্ত চমৎকার,
সূর্য্যকান্ত আদি কত মণি।
দিয়েছে দেওয়াল পরে, তাহে কিবা শোভা করে,
মণি হেরে মুগ্ধ হয় মুনি ॥
চাঁদোয়া হেরিয়ে চাঁদ, অভিমানে নিশিনাথ,
সদা থাকে গগণ উপরে।
গালিচা দুলিচা কত, হীরকে সব খোচিত,
পাতিয়াছে তাহা থরে থরে ॥

তদুপরে সিংহাসন, বসে যত রাজাগণ,
দেখিছে শুনিছে নৃত্য গীত।
কিবা সে হয়েছে শোভা, জগজন মনলোভা,
বর্ণিবারে বাক্যের অতীত॥
এই রূপে সে রজনী, বঞ্চিলেন নৃপমণি,
অতঃপরে শুন বিবরণ।
রচিল শ্রীনবকৃষ্ণ, অন্তরে হইয়া হৃষ্ট,
নিশি শেষে জানিয়া তখন॥
শশি অস্তাচলে গেল, কুমুদি মলিনা হলো,
দিবাকরে হেরিয়া আকাশে।
কমলিনী হাস্য মুখে, প্রাণনাথে চায়ে দেখে,
মকরন্দ আশে অলি আসে॥

পয়ার।

নিশি শেষে নিশিনাথ অস্তাচলে গেল।
সুস্বরে বিহঙ্গগণ গাইতে লাগিল॥
তোষামোদে কহিলেক জিতেন্দ্র রাজন।
ক্ষান্ত হতে বল হলো তপনাগমন॥
অনুমতি পেয়ে বলে সম্প্রদার প্রতি।
সম্বরণ কর নৃত্য দিবস আগতি॥
অনুমতি পেয়ে তবে নট নটীগণে।
তাল ভাঙ্গি গেল সবে নিজ নিজ স্থানে॥
অতঃপরে রাজাগণ গেল নিকেতন।
অন্তঃপুরে মহারাজ করিল গমন॥

চমৎকার হীরাজাদ।

আনন্দে ভার্য্যার করে ধরে নৃপবর।
মিষ্ট আলাপনে কহিতেছে অতঃপর ॥
যুগ্ম ফল ধরিয়াছ হৃদয় মাঝারে।
আর এক ফল প্রিয়ে ধরহ জঠরে ॥
বিলম্ব না কর ধনী স্নান দান করে।
ফলাহার কর শীঘ্র আনন্দ অন্তরে ॥
অনুমতি দিয়ে রাজা আইল বাহিরে।
অতঃপরে কি হইল শুন অতঃপরে ॥
রামাগণে হৃষ্টমনে দেয় হুলু ধ্বনি।
কোন ধনি আনন্দেতে করে শঙ্খ ধ্বনি ॥
নিমন্ত্রিয়া দ্বিজ কন্যা আনিয়া ভবনে।
সন্তুষ্ট করিল স্বর্ণ অলঙ্কার দানে ॥
যাহার যা বাঞ্ছা ছিল পূর্ণ হলো তার।
রাজার ভাণ্ডার বুঝ অবারিত দ্বার ॥
অতঃপরে রাজরাণী স্নান দান করে।
ভক্তি ভাবে শ্রীফলেরে ধরিল উদরে ॥
এই রূপে সেই দিবা অবসান হলো।
পূর্ব্ব রাত্র জাগরণে সবে নিদ্রা গেল ॥
কিছু দিন পরে হৈল গর্ভের সঞ্চার।
দেখিয়া পুলক মন জিতেন্দ্র রাজার ॥
মনানন্দে প্রজা পালে পুত্রবৎ করি।
দুষ্টের দমন করে শিষ্টে যত্ন করি ॥
রাণীর অরুচি হৈল কিছু দিন পরে।
আমাইট পাতখোলা সদাহার করে ॥

দুগ্ধ ফেণ নিভা শয্যা পরিত্যাগ করি।
অঞ্চল পাতিয়া শোন মৃত্তিকা উপরি ।।
শীর্ণ হলো কমলাঙ্গ উদর উদয়ে।
পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত দিল সব মেয়ে।।
নয় মাসে পাকা সাধ মন সাধে দিল।
অতঃপরে দশ মাস মায়েতে মিলিল ।।
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে আনন্দ অন্তরে।
রাজার পুরালো সাধ সেই দিগাম্বরে ।।

ত্রিপদী।

শুন শুন অতঃপরে, বাহিরে বাহার কোরে,
বসিয়াছে জিতেন্দ্র রাজন।
চতুর্বর্ণ সেই সভা, জগজ্জন মনলোভা,
সভা হেরে মুগ্ধ হয় মন ।।
রায় সিংহাসনোপরে, বসে মনানন্দ ভরে,
অতঃপরে করহ শ্রবণ।
অন্তঃপুর হতে দাসী, সভার ভিতরে আসি,
কর যোড়ে করে নিবেদন ।।
সমাচার নৃপবর জন্মেছে নবকুমার,
শশি সম সুতিকা আগারে।
শুনিয়ে জিতেন্দ্র রায়, হীরকের হার দেয়,
নিজ করে লয়ে দাসী করে ।।
অতঃপরে সঙ্গে কোরে, নিজ বন্ধু বান্ধবেরে,
গেল রায় সুতিকার দ্বারে।

রাজ আগমন কালে, ধাত্রী শিশু লয়ে কোলে,
বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিল তারে॥
রায় বলে দেখি মুখ, ধাত্রী কহে মম দুঃখ,
ঘুচাইলে দেখাইব তবে।
কোষাধক্ষ্যে ডাকি রায়, কহিছে পুলক কায়,
লক্ষ মুদ্রা এরে শীঘ্র দিবে॥
আজ্ঞা পেয়ে সেই জন, মুদ্রা আনি সেই ক্ষণ,
ঢালি দিল ধাত্রীর সম্মুখে।
তাহে ধাত্রী খুসি নয়, মনে জানি নৃপরায়,
পুনঃ লক্ষ মুদ্রা দেন সুখে॥
আনন্দ হয়ে অন্তরে, শিশুরে বাহির করে,
মহারাজ পুত্র মুখ দেখে।
পুলকে পূর্ণিত কায়, প্রেমার্ণবে ভাসে রায়,
ঘন ঘন সুতে হেরে চক্ষে॥
কিবা রূপ মনোহর, যেন পূর্ণ শশধর,
খসিয়া পড়েছে ভূমিতলে।
পুত্র হেরিয়ে রাজন, পুলকে পূর্ণিত মন,
মুক্তকণ্ঠে কোষাধক্ষ্যে বলে॥
দরিদ্রাদি দ্বিজগণে, তুষ্ট কর ধন দানে,
সাবধান হয়োনা কৃপণ।
আজ্ঞা পেয়ে কোষাধক্ষ্য, ধন আনে বহু সঙ্খ্য,
দরিদ্রেরে করে বিতরণ॥
নৃত্য গীত হয় কত, যার যাহা মনমত,
কত তাহা করিব বর্ণন।

আনন্দের নাহি সীমা, বাজে কাড়া কাঁসি দামা,
ভেউ ভেউ ভেরীর নিস্বণ ॥
বাজে ঢাক জগঝম্প, শুনে হয় হৃদকম্প,
বীণা তুরি ধুধুরি প্রভৃতি ;
বাজে যন্ত্র অনুপম, কতেক লইব নাম,
শব্দ শুনে কাঁপে বসুমতি ॥

পয়ার।

সুতিকাগারের কর্ম্ম যত কিছু ছিল।
ক্রমে ক্রমে সব কর্ম্ম সমাধা হইল ॥
ছয় মাসে সুতে দিলা অন্নপ্রাসন।
শিশুর হইল পরে নাম প্রকরণ ॥
হেরিয়ে পুত্রের রূপ অতি অনুপম।
রাখিল সানন্দে রায় তোরন্তায নাম ॥
পঞ্চ বৎসরের তায় হইল যখন।
শিক্ষকের স্থানে রায় দিলেন তখন ॥
চতুর্ব্বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আদি যত কোরে।
সকল শিখিল তায নবম বৎসরে ॥
দেখিয়ে তাযের বিদ্যা বুদ্ধি আদি কোরে।
লয়ে গেল তাযে গুরু রাজার গোচরে ॥
পুত্রমুখ হেরে বলে জিতেন্দ্র রাজন।
এসো এসো কোলে এসো এসো বাপধন ॥
ক্রমে গুরু সনে তায সভায় যাইয়ে।
দ্বিজগণে প্রণমিল ভূমিষ্ট হইয়ে ॥

অতঃপরে তোরস্তায পিতার চরণে।
প্রণিপাত হইলেন আনন্দিত মনে॥
হস্ত পসারিয়ে তবে জিতেন্দ্র রাজন।
এসো বাপ বলে কোলে লইল নন্দন॥
যথা যোগ্য স্থানে গুরু বসিলেন গিয়া।
তাযেরে কহিছে রায় আনন্দিত হৈয়া॥
তবে তবে তবে বাপ বাপের ঠাকুর।
কি অবধি হলো পাঠ আমার শশুর॥
শুনিয়া রহস্য বাণী মাথা নোয়াইয়া।
পরিচয় দিল তায প্রতক্ষ্য করিয়া॥
শুনিয়া আনন্দে রায় কহে দ্বিজগণে।
পরীক্ষা করুণ সবে আমার নন্দনে॥
অনুমতি পায়ে তবে যত দ্বিজগণ।
জনে জনে তোরস্তাযে করে জিজ্ঞাসন॥
যে যাহা জিজ্ঞাসা করে তোরস্তায প্রতি।
সেইক্ষণ প্রত্যুত্তর দেয় মহামতি॥
এই রূপে সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপরীক্ষা দিল।
কর্ণেতে শুনিয়ে রায় অন্তরে মহিল॥
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা রায় আনায়ে ত্বরিতে।
শিক্ষকে দক্ষিণা দিল আনন্দিত চিতে॥
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে আনন্দিত মনে।
আশিস্ করিয়ে গুরু গেল নিকেতনে॥

ত্রিপদী।

সঙ্গেতে লয়ে কুমারে, প্রবেশিল অন্তঃপুরে,
আনন্দেতে জিতেন্দ্র রাজন।
তাযে দেখি রামাগণ, করে মঙ্গলাচরণ,
সখীগণে করিয়া গমন ॥
বলে ওগো ওগো রাণী, এলো তব কণ্ঠমণি,
তোরস্তায দেখ গো নয়নে।
পুত্র আগমন বাণী, শুনে ধায় পাটরাণী,
কই কই বলিয়ে বদনে ॥
সম্মুখে দেখে কুমারে, লয়ে রাণী কক্ষোপরে,
আদরে করেন আলিঙ্গন।
মায়ের বদন দেখি, তোরন্তায হয়ে সুখি,
প্রণমিল ধরিয়া চরণ ॥
আনন্দের নাহি সীমা, আসিছে যতেক রামা,
তোরন্তাযে দেখিতে নয়নে।
রূপ ধরে তোরন্তায, যেন পূর্ণ দ্বিজরাজ,
হইয়াছে উদয় ভবনে ॥
রূপ হেরে রামাগণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,
কহিতেছে আনন্দে রাণীরে।
ধন্য তব গর্ভ রাণী, কারে না ধরেছ জানি,
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণেরে ॥
এই রূপ সব মেয়ে, কহে চিরজীবি হয়ে,
থাক বাপ এ মহিমণ্ডলে।

তোমার বালাই লয়ে, আমরা কৃতান্তালয়ে,
যাই বাপ অতি কুতূহলে ॥
এই রূপে রামাগণে, আশীর্ব্বাদ জনে জনে,
কোরে সবে করিল গমন।
ভোজন করিয়ে পরে, পিতা পুত্রে এক ঘরে,
বসে করে বাক্য আলাপণ ॥
কহিতেছে মহারাজ, শুন বাপ তোরন্তাষ,
সর্ব্ব শাস্ত্রে হয়েছ নৈপুন।
শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে, যাহ সেনাপতি ঘরে,
ক্ষত্রিদের এই মহাগুণ ॥
অনুমতি পেয়ে তায়, করিয়ে আপন সাজ,
প্রণমিয়া পিতার চরণে।
মাতার নিকটে গিয়া, ভক্তি ভাবে প্রণমিয়া,
কহিতেছে বিনয় বচনে ॥
দেহ মাতা অনুমতি, যাব আমি শীঘ্রগতি,
অনুমতি দিলেন রাজন।
শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে, যেতে সেনাপতি ঘরে,
তব পদে এই নিবেদন ॥
শুনিয়ে কহিছে রাণী, অনুমতি দিনু আমি,
যাহ শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে।
মধ্যে মধ্যে এক বার, এসো বাপ নিজাগার,
রহিলাম আশাবৃক্ষোপরে ॥
মঙ্গলে রেখ মঙ্গলে, এ নহে আমার ছেলে,
মায়াজালে বলি মাত্র মিছে।

সকলিতো আপনার, কিবা ছাড়া আপনার,
কহ মাতা কোন বস্তু আছে ॥
দন্তাঘাত অঙ্গুলিতে, করে রাণী বিধিমতে,
পাছে কেহ দৃষ্টিপাত করে।
দেখিয়ে মায়ের কায, হাসি কহে তোরন্তায,
অনুমতি দেহ মা আমারে ॥
আনন্দেতে মহারাণী, কহিছে সরস বাণী,
যাহ বাছা শস্ত্র শিখিবারে।
যদি কিছু ভয় হয়, স্মরণ করো আমায়,
সব ভয় যাবে তব দূরে ॥

পয়ার।

অশ্বারূঢ় হয়ে তবে তোরন্তায রায়।
উত্তরাভিমুখে অশ্ব চালাইয়া দেয় ॥
আনন্দে যাইছে সঙ্গে মাত্র এক জন।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য কথন ॥
আচম্বিতে দৈত্য এক আসিয়া সম্মুখে।
কহিতেছে তোরন্তাযে হাস্যযুক্ত মুখে ॥
কোথা যাও রাজপুত্র কহতো আমারে।
তায বলে যাব আমি শস্ত্র শিখিবারে ॥
দৈত্য কহে আইস সঙ্গে শস্ত্র শিখাইব।
তায কহে পিতার অজ্ঞাতে না যাইব ॥
ভয় নাহি বলে দৈত্য এসো মোর সনে।
না যাইব বলে তায পিতৃ আজ্ঞা বিনে ॥

বারম্বার দেখে দৈত্য কথা কাটাকাটি।
অতঃপরে ধরিলেক মস্তকের ঝুঁটি॥
শূণ্য মার্গে লয়ে যায় দৃষ্টির বাহিরে।
ক্রমে উত্তরিল গিয়া আপন আগারে॥
তাযের সহিত গিয়াছিল যেই জন।
আজ্ঞীর হইতে ভয়ে করে পলায়ন॥
দৈতের বসতি হয় সুমেরু শিখরে।
তথায় তাযেরে লয়ে গেল নিজ ঘরে॥
অতি উচ্চ গিরি সেই অতি ভয়ঙ্কর।
দেবতা দানব স্থান নাহি তথা নর॥
মুচ্ছা হয়ে তোরন্তায পড়িল তথায়।
দেখে দৈত্য ডাকি বলে আপন ভ্রাতায়॥
সুবাসিত জল আনো অতি দ্রুত তর।
মুচ্ছাপন্ন হইয়াছে রাজার কুমার॥
অনুমতি পেয়ে তবে তুসী দৈত্যবর।
ত্বরিতে আনিল জল জ্যেষ্ঠের গোচর॥
তাযের বদনে সেই জল সিঞ্চাইল।
চৈতন্য পাইয়া তায চাহিতে লাগিল॥
সম্মুখে দেখয়ে যত দৈত্য নারীগণ।
নিজ নিজ পুত্র কোলে করিছে নর্ত্তন॥
চতুষ্পার্শে দৈত্যগণ করিয়াছে মেলা।
মধ্যস্থলে তোরন্তায যেন শশি কলা॥
কহিচে ধারক দৈত্য তায মুখ চায়ে।
ভয় নাহি কর বাপ শুন মন দিয়ে॥

এনেছি তোমারে এথা যাহার কারণ।
আমার বদনে তাহা করহ শ্রবণ॥
মোরা দুই দৈত্য হই দৈত্যের ঈশ্বর।
তিমী তুমী নাম হয় ব্যক্ত চরাচর॥
তার মধ্য জেষ্ঠ আমি তিমী নাম ধরি।
তুমী নামে দেখ ওই কনিষ্ঠ আমারি॥
আছয়ে দুহিতা মোর পরম সুন্দরী।
তোমারে করিব দান এই বাঞ্ছা করি॥
হেরিয়ে তোমার রূপ আমার নয়ন।
তব রূপার্ণবে পড়ি হইল মগন॥
যেমন কন্যাটী মম তেমনি হে তুমি।
সে জন্যে তোমারে বাপু আনিয়াছি আমি॥
শুনিয়া দৈত্যের কথা তোরন্তায রায়।
অধোমুখ হয়ে থাকে লোমাঞ্চিত কায়॥
কিছুকাল পরে তিমী কহে পুনর্ব্বার।
কহ বাপু কিবা ধার্য্য হইল তোমার॥
কহিতেছে তোরন্তায বিনয় বচনে।
পিতার অজ্ঞাতে বিভা করিব কেমনে॥
অসম্মত জানি দৈত্য তাদের অন্তর।
সঙ্কেতে কহিল কন্যা আনহ সত্বর॥
দেখুক কন্যার রূপ আপন নয়নে।
তবেত মজিবে মন বিবাহ কারণে॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে বলিহারি যাই।
বিধির কি যোগাযোগ মনে ভাবি তাই॥

তোটক ছন্দ ।

ত্বরিতে আনিতে যায় অন্তঃপুরে ।
বসিয়ে আছয়ে ধনী সাজ ভরে ॥
হাসিয়ে ভাসিছে যত সঙ্গি গণে ।
অদ্য বিভা হবে মোর ওর সনে ॥
হেনকালে দাসী কহিছে তাহারে ।
চল ধনী বর দেখিবে তোমারে ॥
এতেক বচন শুনি দৈত্য সুতা ।
হেলিয়ে দুলিয়ে চলে হর্ষযুতা ॥
সঙ্গেতে চলিল তার সঙ্গিগণে ।
উত্তরিল গিয়া ধনী সভা স্থানে ॥
কিবা রূপ তার অতি অনুপম ।
রতি তেজে রতি ইচ্ছা করে কাম ॥
চিকুর চাঁচর কিবা শোভা করে ।
শুমেরু ঘেরিয়ে যেন জলধরে ॥
কিবা মুখ শশি যেন পূর্ণশশি ।
দ্বিজরাজ ভয়ে জলধর বাসী ॥
কিবা ভালে ভালে ভাল শোভা করে ।
হেম ময় সিঁতি মুক্তা ঝল বরে ॥
শুক চঞ্চু যিনি ধনী ধরে নাসা ।
মধু মিশ্রিত জিহ্বাতে ধরে ভাষা ॥
কিবা যুগ্ম ভুরু ভালে শোভা করে ।
যেন ফুলধনু ধনী ভালে ধরে ॥

কুরঙ্গ নয়নী শশাঙ্ক বদনী।
ওষ্ঠাধর পক্ক বিম্ব ফল যিনি॥
কিবা গঠিয়াছে বিধি কুচাচলে।
কার সাধ্য হেরে এক পদ চলে॥
কিবা কোটিদেশ আহা মরি মরি।
কোটি কোটি হরি হেরে বনচারী॥
কি নিতম্ব নিধি বিধি দেছে তারে।
কার সাধ্য তাহা দেখে ধৈর্য্য ধরে॥
চলিতে চলিতে থগমগ করে।
চন্দ্রহার তদুপরে শোভা করে॥
কিবা অনুপম তার যুগ্ম উরু।
করি শুণ্ড লাজে মানিয়াছে গুরু॥
অমল কমল কিবা পদ তার।
মকরন্দ আসে আশে মধুকর॥
দেখে তার রূপ যত দৈত্যগণে।
অনিমিক হয়ে রহে তার পানে॥
হাসিয়ে আসিয়ে ধনী সভা স্থানে।
নমস্কার করে পিতার চরণে॥
নিজ সুতা হেরে তবে দৈত্য বরে।
আদরে বসায় সিংহাসনোপরে॥
তার গাত্র সৌগন্ধে পুরিল সভা।
তিমির পলায় হেরে গাত্র আভা॥
বয়ঃক্রম তার হবে তের চৌদ্দ।
পুরুষে হেরিলে অমি কামে মুগ্ধ॥

ধনী ঘন ঘন হেরিছে তাযেরে।
তোরন অপাঙ্গে দেখিছে তাহারে ॥
হাসিয়ে কহিছে তিমী দৈত্যবর।
দেখ দেখ তায এই কন্যা মোর ॥
শুন শুন বাপু আমার বচন।
বিভা কর বাপু তেজি অন্য মন ॥
তায মনে মনে করে বিভা করি।
পুনঃ ভাবে মনে দানব কুমারী ॥
সাত পাঁচ ভাবি তায রাজি হলো।
দৈত্য রাজ শুনে আনন্দে ভাসিল ॥

পয়ার।

তাযের সম্মত জানি তিমি দৈত্যবর।
বিবাহের দিন স্থির করেন সত্বর ॥
দশম ফাল্গুনে শুভ দিন স্থির করে।
হরিদ্রা উভয় গাত্রে দিল সমাদরে ॥
সভা সাজাইতে আজ্ঞা দিল দৈত্যবর।
আনন্দের নাহি সীমা সুমেরু উপর ॥
প্রতিবাসি কুটুম্বাদি যতেক আছিল।
নিমন্ত্রিয়া সকলেরে ভবনে আনিল ॥
বাদ্য করে বাদ্য করে ঘুরিয়া ফিরিয়া।
আনন্দেতে তাযের ঔদাস্য হলো হিয়া ॥
আসিতেছে যত দৈত্য তিমী দৈত্যাগারে।
হেরিলে সে দিব্য রূপ জ্ঞান শুন্য করে ॥

ভীষণ দশন কার হস্ত দশ খান।
কার করী মুণ্ড কার অশ্বের বয়ান॥
কার শূর্প সম নখ কার নাই নাসা।
কার দুই কর্ণ নাই কার খোনা ভাষা॥
কার আছে যুগ্ম মুণ্ড কার মূলে নাই।
দেখিলে হৃদয় কম্পে যদি তুলে হাই॥
দীর্ঘাকার কার দেহ হবে দুই তোলা।
উদরের ভাব যেন পাটনেয়ে জালা॥
তাম্র বর্ণ কেশ গুলা অধিক কদর্য্য।
তার গন্ধ কার সাধ্য করিবারে সহ্য॥
চিৎকারের শব্দে কর্ণে লেগে যায় তালা।
অনেক দৈত্যের সেথা হয়ে গেল মেলা॥
এই সব মূর্ত্তি দেখি তোরন্তাব রায়।
অচৈতন্য হয়ে রায় পড়িল ধরায়॥
অচৈতন্য দেখে তাবে দৈত্যের ঈশ্বর।
শীঘ্রগতি তুলে নিল ক্রোড়ের উপর॥
সুবাসিত জল আনি মুখে সিঞ্চাইল।
চৈতন্য পাইয়া তাব উঠিয়া বসিল॥
সযতনে তোরন্তাবে তিমী দৈত্য বলে।
কেন বাপ আচম্বিতে মূর্চ্ছাগত হলে॥
ক্ষণকাল পরে তাব কহিছে কাতরে।
অবধান দৈত্যেশ্বর নিবেদি তোমারে॥
দেখে তব কুটুম্বাদি যত প্রীয়জন।
ত্রাশেতে কম্পিত মম হতেছে জীবন॥

এতেক শুনিয়া তিমী কহে দৈত্যগণে।
নিজরূপ সম্বরণ কর সর্ব্ব জনে॥
জামাতা ত্রাশিত বড় হইয়াছে প্রাণে।
মায়াতে মোহন রূপ ধর জনে জনে॥
রাজ আজ্ঞা শুনে তবে যত দৈত্য গণ।
মায়াতে মোহন রূপ করিল ধারণ॥
কানাকাণি করিতেছে যত দৈত্যগণ।
ভয় পায় কেন বর কিসের কারণ॥
মানব হইবে এটা এই মনে লয়।
স্বজাতীয় হলে তবে কেন পাবে ভয়॥
ইহার বৃত্তান্ত চল জিজ্ঞাসি রাজারে।
মানবেতে দিবে কন্যা কেমন প্রকারে॥
এতেক মন্ত্রণা করে যত দৈত্যগণ।
তিমীর নিকটে গিয়া করে নিবেদন॥
অবধান মহারাজ বচন সবার।
কোন জাতি হয় এই জামাতা তোমার॥
হাসিয়া কহিছে তিমী যত দৈত্যগণে।
নর জাতি হয় বর ব্যক্ত এ ভুবনে॥
আজ্মীর দেশের রাজা জিতেন্দ্র রাজন।
জানত তাহারে সভে তাহার নন্দন॥
এতেক শুনিয়া কহে যত দৈত্যগণে।
কেমনে হইবে বিভা মানবের সনে॥
শুনে দৈত্যগণ কথা কহে দৈত্যপতি।
আমার বচন সভে শুন শ্রুতি পাতি॥

যেরূপে পায়েছি কন্যা শুন সর্ব্ব জন।
শুনিলে আশ্চর্য্য হবে যাবে মনোভ্রম॥
সভাতে বসিল তবে তিমী দৈত্যবর।
দানব কর্তৃক সভা অতি শোভাকর॥
হেরিলে তিমীর সভা যুগল নয়নে।
মুগ্ধ হয় ইন্দ্র আদি যত দেবগণে॥
চল্লিস যোজন সভা আছে নিরূপণ।
স্বর্ণময়ী সেই সভা অতি মনোরম॥
চতুর্দ্দিগে আছে স্বর্ণময় সিংহাসন।
যোগ্যাসনে বসিলেক যত দৈত্যগণ॥
নিজাসনে বসিলেন তিমী দৈত্যবর।
পার্শ্বেতে লইয়া নিজ জামাতা সুন্দর॥
সে সময়ে কিবা শোভা শুন সর্ব্ব লোক।
সিংহের ক্রোড়েতে যেন হরিণ সাবক॥

ত্রিপদী।

শুন শুন দৈত্যগণে, স্থির করি নিজ মনে,
যেরূপেতে পায়েছি কন্যারে।
এক দিন উদ্যানেতে, ভ্রমি আনন্দিত চিতে,
হেনকালে দেখি কিছু দুরে॥
পোড়ে আছে ঐ কন্যা, রূপেতে ভুবন ধন্যা,
কেহ নাহি কাছে আছে তার।
ভাবিলাম মনে মনে, কেমনে এলো এখানে,
এ সকল ইচ্ছা বিধাতার॥

দেখে তার চন্দ্রাননে, দয়া উপজিল মনে,
সযতনে আনিয়ে ভবনে।
কন্যা ভাবে সে কন্যারে, পালিলাম যত্ন করে,
অতঃপরে শুনহ শ্রবণে ॥
রাখিলাম নাম তার, যতনেতে চমৎকার,
চমৎকার হেরিয়ে নয়নে।
এখন শৈশব গত, যৌবন হলো আগত,
আর তারে রাখিব কেমনে ॥
জাত্যাংশে দানবী নয়, জাতিতে মানবী হয়,
সংশয় না কর কিছু মনে।
এত শুনি দৈত্যগণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,
সবে চায় নয়নে নয়নে ॥
কন্যার বৃত্তান্ত শুনি, তোরন্তায মহাজ্ঞানী,
প্রফুল্লিত হইল অন্তরে।
পরে তিমী দৈত্যেশ্বর, দ্রব্য আনি বহুতর,
পত্র সাজাইছে থরে থরে ॥
অতঃপরে দৈত্যগণে, খাওয়ায় আনন্দ মনে,
যেবা যাহা ইচ্ছা করে মনে।
আহারাবসান পরে, আচমন সভে করে,
বসিলেক নিজ নিজাসনে ॥
আনন্দের নাহি সীমা, কেহ বলে ওগো মামা,
বুঝি মামা পেট ফেটে যায়।
কেহ হেউ হেউ করে, কেহ পড়ে ধরাপরে,
পেটে হাত কান্দে উভরায় ॥

এই রূপ গণ্ডগোল, করে যত দৈত্য দল,
কেহ কেহ বাহু যুদ্ধ করে।
কেহ বলে ঘরে যাব, কেহ বলে ফের খাব,
কেহ বলে গা কেমন করে।
কেহ বলে দূর বেটা, সম্মুখে পানের বাটা,
পান খায়ে বদন পুরিয়ে।
যাবে তোর গা কেমন, পুনঃ ক্ষুধা আকর্ষণ,
করিবেক পান জল পীয়ে॥
এই রূপ মাতামাতি, করে যত দৈত্য তথী,
কত আর করিব বর্ণন।
নিকটস্থ যত জনে, সভে নিজ নিকেতনে,
ক্রমে ক্রমে করিল গমন॥
ভানু গেল নিজ স্থানে, উদিত শশি গগণে,
নৃত্য গীত আরম্ভিল তবে।
আনন্দে বঞ্চে রজনী, তিমী দৈত্যেশ্বর মণি,
শুন শুন শুন বন্ধু সবে॥
এই রূপে দিন দিন, বঞ্চে সকলেতে দিন,
বিবাহের দিন এলো পরে।
আনন্দে মাতিয়া তবে, আইবড় ভাত সবে,
সমাদরে দেয় কন্যা বরে॥
নারীগণে হৃষ্ট মনে, শঙ্খধ্বনি ঘনে ঘনে,
করিতেছে আনন্দিত মনে।
নিমন্ত্রিত যত নারী, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি,
আসিতেছে তিমীর ভবনে॥

আনন্দের নাহি সীমা, সানন্দেতে যত রামা,
জল সহে যত দ্বারে দ্বারে।
বাদ্যেতে পুরিল গিরি, তাহার বর্ণন করি,
শুন সভে আনন্দ অন্তরে।
বাজে ঢোল ঢাক কাঁসি, করতাল কাঁসা বাঁসি,
ঝাঁঝরি মৃদঙ্গ তাসা তাসী।
মন্দিরা ব্রচঙ্গ বীণ, সপ্তসরা আর্গীন,
পাখোয়াজ সেতারাদি বাঁশী॥
বাজে শিঙ্গা শাণা ভেরী, জগঝম্প কাড়া তুরী,
একর্ডীন আদি যত কোরে।
বাজিতেছে নানা বাদ্য, করে ভেল্কী হদ্দ মুদ্দ,
কেহ কেহ উহার ভিতরে॥
যত দৈত্য দ্বিজগণে, হরধ্বনি ঘনে ঘনে।
করিতেছে সভায় বসিয়া।
কেহ গায় কেহ নাচে, কেহ জাতী কুল বাছে,
কেহ কেহ বেড়ায় ঘুরিয়া।
অন্তরে হইয়া হৃষ্ট, কহে দ্বিজ নবকৃষ্ণ,
শুন শুন যত বন্ধুগণে।
লয়ে বরে সমাদরে, অধিবাস করে পরে,
রামাগণে আনন্দিত মনে।

পয়ার।

হইল প্রভাত কাল নিশাকাল গেল।
পূর্ব্বদিগে তরুণ অরুণ প্রকাশিল॥

তাহাতে বসন্তকাল কি কব বচন।
মন্দ মন্দ ভাবে বহিতেছে সমীরণ ॥
ললিত রাগেতে ডাকিতেছে পিকবর।
পাপীয়া মধুর রবে মহিছে ভূধর ॥
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন যত দৈত্য নারী।
তারা তারা শব্দ সবে বদনেতে করি ॥
বিবাহের দিন সেই দশম ফাল্গুণ।
আনন্দে যতেক নারী প্রকাশিছে গুণ ॥
পঞ্চ গুঁড়ি লয়ে কেহ করিছে আসন।
কেহ আলিপনা দেয় করিয়ে যতন ॥
কেহ করে খাদ্য দ্রব্য ঠকাইতে বরে।
কেহ নিমন্ত্রিত জনে সমাদর করে ॥
কেহ বা কন্যারে লয়ে হরিদ্রা মাখায়।
কেহ বা হরিদ্রা লয়ে অন্যেরে সাজায় ॥
এই রূপে অন্তঃপুরে হতেছে কৌতুক।
বাহিরে বরেরে লয়ে করে নানা সুখ ॥
দৈত্য মধ্যে কোন দৈত্য কৌতুক করিতে।
মায়াতে বিকট মুর্ত্তি ধরিল ত্বরিতে ॥
কিবা অপরূপ রূপ শুন সর্ব্ব জন।
মসি যিনি মসি বর্ণ অরুণ নয়ন ॥
দীর্ঘে পরিমান হাত পঁচিশ তিরীশ।
প্রস্থেতে হইতে পারে ষোল কিম্বা বীশ ॥
দশ দশ হস্ত পরিমাণ দুই হস্ত।
সে রূপ দেখিয়ে ভাষ হইলেন ব্যস্ত ॥

শ্রীমুখ ব্যাদাণ করে সেই দৈত্যবর।
তাযের সম্মুখে যায় অতি দ্রুত তর ॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন সর্ব্বজন।
যাহার যে ভাব তাহা না যায় কথন ॥

লঘু ত্রিপদী।

গেল বিভাবরি, আইল সর্ব্বরী,
শুন শুন সর্ব্বজনে।
যত দৈত্য সতী, আনন্দেতে মাতি,
হুলু দেয় ঘনে ঘনে ॥
করে শঙ্খধ্বনি, কোন কোন ধনি,
কেহবা গাইছে গীত।
কেহবা হাসিছে, কেহবা নাচিছে,
কেহবা হইয়ে নত ॥
বাহিরেতে তিমী, যিনি দৈত্য স্বামী,
বসেছেন সভা করে।
চারি দিগে কত, দৈত্য শত শত,
বসেছে আনন্দ ভরে ॥
তার মধ্যে তায, যেন দ্বিজ রাজ,
শোভিতেছে আহা মরি।
কিবা রূপ তার, অতি চমৎকার,
কিঞ্চিৎ বর্ণন করি ॥
কিবা কেশচয়, যেন ঘনোদয়,
হইয়াছে শিরোপরি।
কিবা সে অধর, যেন বিভাকর,
আহা মরি মরি মরি ॥

কিবা সেই ভাল, যেন প্রেম জাল,
পেতেছে যতন করে।
তাহে যুগ্ম ভূরু, বড়ই সুচারু,
বর্ণিব কিঞ্চিৎ তারে॥
স্মর শরাসন, সম সে গঠন,
আহা মরি চমৎকার।
তাহে চক্ষুবাণ, করিয়ে সন্ধান,
বিন্ধিতেছে বারেবার॥
কিবা সেই নাসা, বুঝি প্রেম বাসা,
অনুমান করি মনে।
তাহাতে তিলক, মারিছে ঝলক,
আহা মরি ঘনে ঘনে॥
কিবা যুগ্ম হনু, যেন দুই ভানু,
দিয়েছে বিধি সে জনে।
দেখে ওষ্ঠদ্বয়, বান্ধুলি সংশয়,
ভাবিয়া রহে কাননে॥
কিবা মিষ্ট বাণী, সুধাস্বাদ জিনি,
ধরে তায় চন্দ্রাধরে।
কিবা গণ্ডাকৃতি, দেখে নব সতী,
অস্থির হয় অন্তরে॥
কিঁবা বক্ষস্থল, অতি সুঁকোমল,
শোভিছে মুকুতা দাম।
কিবা দুই হস্ত, অজানু লম্বিত,
পঙ্কজ মৃনাল সম॥

কিবা কটিদেশ, সদা ক্রুরে দ্বেষ,
　　করী অরী কটিপরে।
কিবা সেই উরু, বড়ই সুচারু,
　　বনচারী করী হেরে॥
দ্বিজ কবি কয়, কিবা পদদ্বয়,
　　প্রফুল্ল পঙ্কজ জিনি।
সে রূপ সৃজিতে, বিধি বিধিমতে,
　　গঠিয়াছে অনুমানি॥

পয়ার।

বিবাহের লগ্ন ভবে ক্রমেতে হইল।
বর লয়ে দ্বিজগণ অন্তঃপুরে গেল॥
স্ত্রীআচার করিবারে যত রামাগণ।
শিলাপরে লয়ে বরে করিল স্থাপন॥
কেহ লয় বরণডালা কেহ লয় জল।
কেহবা লইয়া শ্রী হাসে খল খল॥
কেহবা ধস্তুরা দীপ মস্তকে লইয়া।
বরের নিকটে যায় কৌতুক করিয়া॥
দেখিয়া তাযের রূপ যত নারীগণ।
চিত্র পুতলির প্রায় হইল তখন॥
কেহ বলে ওলো দিদী মানব না হবে।
ত্রিদশের মধ্যে কোন দেবতা হইবে॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম অথবা শঙ্কর।
বিধাতা হইবে কিম্বা অশ্বিনী কুমার॥

কিম্বা ভানু চন্দ্র হবে অথবা পবন।
ইহাদের মধ্যে বুঝি হবে কোন জন॥
মানব হইলে এত রূপ কোথা পাবে।
দেবতা হইলে বটে বারেক সম্ভবে॥
হর্ষিতা হইয়া রাণী কুলো লয়ে করে।
বরণ করিছে বরে প্রফুল্ল অন্তরে॥
কোন ধনী শঙ্খধ্বনি করিছে সঘনে।
কোন ধনী হুলু দেয় আনন্দিত মনে॥
কেহ গুড় চালু লয়ে মারে তার গায়।
কেহবা মলিয়া কাণ পলাইয়া যায়॥
এই রূপে স্ত্রী আচার সমাপ্ত হইল।
বরে লয়ে দ্বিজগণ সভায় আসিল॥
সানন্দিত মনে তবে তিমী দৈত্যবর।
কন্যা সম্প্রদানে বসে আসন উপর॥
দ্বিজগণে বেদধ্বনি করিছে সঘনে।
ঘটকে কুলজী পড়ে আনন্দিত মনে॥
কন্যা সম্প্রদান তবে করিলেক তিমী।
আনন্দের নাহি সীমা কি কহিব আমি॥

মালতি ছন্দ।

পূর্ব্ব দেবগণে, আনন্দিত মনে,
কহিছে তিমীবরে।
ধর বাক্য ধর, ওহে দৈত্যেশ্বর,
নিবেদন তোমারে॥
কন্যা সম্প্রদান, হইল এখন,
খাওয়াও দ্বিজগণে।

শুনে তিমীবর, আনন্দ অন্তর,
কিহছে দাস গণে ॥
কররে সঘন, পরিস্কৃর্ত স্থান,
খাইবে দ্বিজগণে ।
যতেক কিঙ্কর, হইয়া সত্তর,
পরিস্কারিল স্থানে ॥
দৈত্য দ্বিজগণে, বসিল ভোজনে,
শুনহ অতঃপরে।
আনি দ্রব্য যত, দেয় অবিরত,
যে যত খেতে পারে ॥
লুচি চিনী খাজা, বোর্ফী গুঁজি গজা,
সন্দেস আদি করি।
জিলিপী রস্করা, মুণ্ডি মনোহরা,
বাদামতক্তী ঝুরী ॥
তিলেখাজা পেঁড়া, ছক্কা ছেনাবড়া,
মোহনভোঁগ কচুরী।
অমৃতী শর্করা, আদি গুড়ে বড়া,
নিম্‌কী ডালপুরী ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর, দেয় বহুতর,
কত কব বদনে।
অনুমানি মনে, একমোনোজনে,
খাইল প্রতিজনে ॥
অতঃপরে শুন, যত দ্বিজগণ,
উঠিয়ে ভোজনান্তে।

মুখ ধৌত করি, বসে ধিরি ধিরি,
তাম্বূল অধরেতে ॥
লইয়ে কাঞ্চণ, আইল রাজন,
দক্ষিণা দিইবারে।
দ্বারে চৌকি পাতি, বসে দৈত্যপতি,
দ্বিজে বিদায় করে ॥
এক এক সের, স্বর্ণ প্রত্যেকের,
করেতে দেয় তিমী।
যতেক ব্রাহ্মণ, কহিছে তখন,
ধন্য হে রাজা তুমি ॥

পয়ার।

আত্ম কুটুম্বাদি তথা ছিল যত জন।
পরেতে বসিল সবে করিতে ভোজন ॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আদি যত কোরে।
খাওয়াইছে তিমী দৈত্য আনন্দ অন্তরে ॥
খাও লহ দেহ ভাই এই মাত্র শুনি।
উদরের ভরে কারো নাহি সরে বাণি ॥
আহারান্তে আচমন সকলে করিয়ে।
বসিলেন সকলেতে আনন্দিত হয়ে ॥
তাম্বূল খাইয়ে কেহ শয়ন করিল।
কেহ নৃত্য দেখিবারে সভায় যাইল ॥
ওখানেতে বরে লয়ে যত রামাগণ।
বাসরে আসর করে বসেছে তখন ॥

কিবা সে বাসরাগার অতি মনোহর।
মণিতে মণ্ডিত সুধাকর জিনি কর ॥
চারি দিগে যোষাগণ বেষ্টিত হইয়ে।
বসিলেক তোরন্তাযে মধ্য স্থলে লয়ে ॥
সে সময়ে কিবা শোভা যাই বলিহারি।
সুধাকরে তারাগণ যেন আছে ঘেরি ॥
কিবা সে ভামিনীগণ আহা মরি মরি।
কিঞ্চিৎ তাদের রূপ লিখনে বিস্তারি ॥
সুবর্ণ যিনিয়ে বর্ণ অঙ্গে সবাকার।
অনন্যজ ইচ্ছা করে করিতে বিহার ॥
চিকুর চাঁচরে সবে বিনায়েছে বেণী।
বেণী হেরে তাই বনে থাকে ভুজঙ্গিনী ॥
একেতো সুচারু ভাল অধিক সুন্দর।
তাহাতে সিন্দুর বিন্দু যেন দিবাকর ॥
দেখিয়ে সে সব ভূরু কাম শরাসন।
লাজেতে রমণী মাঝে করিয়াছে পণ ॥
অদ্যাবধি কান্ত হীনা কামিনী বধিব।
পতি পরায়ণা নারী যতনে রাখিব ॥
নাসার উপমা নাহি হয় তিল ফুল।
নাসা হেরে বাঁকা তাই হলো বকফুল ॥
খঞ্জন নয়ন ভঙ্গি হেরিয়া নয়নে।
দেখহ খঞ্জন পক্ষি সদা থাকে বনে ॥
রক্তফলা ফল নহে ওষ্ঠের সমান।
অরণ্যেতে থাকে তাই কোরে অভিমান ॥

মুখের তুলনা দিতে নাহিক তুলনা।
তুলনা দিবেকি মন তুলনা তুলনা ॥
বক্ষ নহে মক্ষ স্থল দেখহ প্রমাণ।
তাহে যুগ্ম কুচ শম্ভু আছে দীপ্তমান ॥
ভক্তিকোরে নিজকরে পুজিলে সে শিবে।
আশু চতুর্ব্বর্গ ফল সেই জন পাবে ॥
উহার সদৃশ ফল নাহি ভূমণ্ডলে।
আছয়ে প্রমাণ তার শুনহ সকালে ॥
কুচাকৃতি সম তার হয় বিল্লফল।
শ্রীফল বলিয়ে তাই ব্যক্ত ভূমণ্ডল ॥
দেখ বহু ফল আছে এ মহিমণ্ডলে।
শ্রীফল মনুষ্য বর্গে কোন ফলে বলে ॥
কুচের সদৃশ বলে শ্রী পেলে তাই।
উহার সদৃশ্য ফল ভুমণ্ডলে নাই ॥
পদ্মের মৃনাল যিনি ধরে সবে কর।
চাঁপাকলি সমাঙ্গুলি অতি মনোহর ॥
অম্বুজ ছানি নিতম্ব আহা কিবা উরু।
লাজেতে কদলি তরু মানিয়াছে গুরু ॥
আহা মরি কিবা সবে ধরিয়াছে পদ।
মকরন্দ আশে আসে কত ষট্পদ ॥

নাগিনী চ্ছন্দ।

মিষ্ট বাক্যে সর্ব্বজন। তাযে করে সম্বোধন ॥
শুন ওহে রসময়। জল খাও এ সময় ॥

এত বলি কোন নারী। আসি তায় হস্ত ধরি॥
বসায় আসনোপরে। অতিশয় যত্ন কোরে॥
দিয়ে তায় পঞ্চ গুঁড়ি। রচে ছিল কোন নারী॥
যেমন বসেছে রায়। হাসে সবে উভরায়॥
লজ্জায় না তোলে শির। তাহে তায় অতি ধীর॥
কেহ বলে জল খাও। কেন হেঁট হয়ে রও॥
এতেক শুনিয়ে রায়। চিনির পানা মুখে দেয়॥
সে কেবল মাত্র জল। হাসে সবে খল খল॥

গদ্য।

তোরস্তায প্রতিপদর্শিনীদের নিকটে পরাস্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ সমস্ত আহারীয় দ্রব্য অলিক বোধ হইতেছে। অতএব আর গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আচমন করিলেন। তদনন্তরে ভামিনীগণ পুনর্ব্বার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আহারার্থে তোরস্তাযকে সম্বোধন করিলেন। তোরস্তায পুনর্ব্বার আহার করিয়া যোষাগণ সমভিব্যাহারে বাসরে আসর করিয়া বসিলেন।

পয়ার।

তাযে লয়ে বসিলেক যত রামাগণ।
তারার সমাজে যেন শশী উদ্দীপণ॥
নানা রূপ আমোদ করিছে রামাগণ।
তদন্তরে সমাচার শুন সর্ব্বজন॥

কিঞ্চিৎ যামিনী আছে দেখে রামাগণ।
নিদ্রায় কাতরা হয়ে করিল শয়ন ॥
একেতে জাগ্রতা নিসী যেমন শুয়েছে।
শবাকার হয়ে সবে নিদ্রিতা হয়েছে ॥
তার মধ্যে কোন রামা পরম রূপসী।
কহিতেছে তোরন্তাযে মৃদু মন্দ হাসি ॥
রসরাজ শুন আজ বচন আমার।
অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ কর প্রতিকার ॥
শুনিয়ে রামার কথা তোরন্তায রায়।
আশ্চর্য্য হইয়া তার মুখপানে চায় ॥
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহে তাজ বাণী।
আমার অসাধ্য ইহা শুনহ কামিনী ॥
পর স্ত্রীতে গমন না করি কদাচন।
পর নারী প্রতি নাহি ফিরাই নয়ন ॥
পর রমণী আসক্ত হয় যেই জন।
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার পতন ॥
অন্তিম কালেতে আসি রবিসুত সেনা।
কেশে ধরে লয়ে যায় দিইয়ে যন্ত্রণা ॥
স্বকরে মুদ্গার ধরে কৃতান্ত আপনি।
প্রহার করয়ে তথা শুনহ ভামিনী ॥
পুরুষের এই শাস্তি পরস্ত্রীতে গেলে।
রমণীর যাহা তাহা শুন কুতূহলে ॥
যে কামিনী কুলতেজে অকুলেতে যায়।
ইহকাল পরকাল দুঃখ সেই পায় ॥

ইহ কালে দুঃখ যাহা করহ শ্রবণ।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা অলঙ্ঘ্য বচন ॥
যে কামিনী পতি বিনে অন্য জনে ভজে।
তারে আর লোক মাঝে কেহ নাহি পূজে ॥
পতির নিকটে নাহি পায় সমাদর।
পিতা মাতা ভ্রাতা সখী সভে হয় পর ॥
গঞ্জনা সহিতে হয় যাবৎ জীবন।
অপযশ ধরাতলে করয়ে রমণ ॥
ইহকালে এই দুঃখ শুনহ কামিনী।
পরকালে ধর্ম্ম পথে হইবেক হানি ॥
চরমে শমন আসি ধরিয়ে চিকুরে।
উর্দ্ধপদ করে দেয় নরক মাঝারে ॥
পর জন্মে বেশ্যা হয়ে আসি এই ভবে।
শতেক জাতীর অন্ন খাইতে হইবে ॥
তাই বলি হয়ে তুমি কুলের কামিনী।
অকূলে যাইবে কেন কিবা দুঃখ জানি ॥
কুলে থাকি কুল রক্ষা করহ যতনে।
পতির বাড়াও মান চায়ে ধর্ম্ম পানে ॥
কুলে থাকি কুল রক্ষা করে যেই নারী।
অকুল সাগরে পায় সেই পদতরি ॥
এতেক শুনিয়া রামা দুই পদ ধরে।
পুনঃপুনঃ কহে তাযে কাতর অন্তরে ॥
যদ্যপি না কর দয়া শুন গুণমণি।
তোমার নিকটে আমি ত্যজিব হে প্রাণি ॥

রমণী বধের পাপ লইতে হইবে।
নতুবা পুরাও সাধ কুশলেতে রবে॥
শুনিয়ে করুণা বাণী তোরন্তাজ রায়।
মনে মনে ভাবে বিধি ঘটালে কি দায়॥
যদ্যপি না তুষী আমি রমণীর প্রাণ।
তাহাতে পাতক আছে শাস্ত্রের বিধান॥
কাযেং এই কাযে মজিতে হইল।
এতেক ভাবিয়া তায তাহারে কহিল॥
শুনলো যুবতী তুমি বচন আমার।
ইহাতে পাতক যাহা সকল তোমার॥
এতেক শুনিয়ে ধনী তোরন্তায বাণী।
মৃত দেহে যেন ধনী পাইলেক প্রাণী॥
সাদরে কহিছে তাযে শুন গুণমণি।
ইহাতে যতেক পাপ সব লব আমি॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে বলিহারি যাই।
রসিকের শিরোমণি তিমীর জামাই॥

গদ্য।

কামিনী সঙ্কেতবাক্যে তোরন্তাযে কহিতেছে, শুন ভাই সাবধানে কার্য্য সমাধান কর; কেহ যেন টের পায় না। আমার কপাল হতে আবারছাই এক ঘর মেয়ে। তোরন্তায ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, ভয় নাই, এসো তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ করি।

তোটক ছন্দ।

পরে তাযবর মদনে মাতিয়া।
তুরীতে ধনীরে ধরিল ছাঁদিয়া ॥
কটিদেশ হতে অম্বর খসিল।
পরঃ হংস মূর্ত্তি তাযের হইল ॥
অভরণ বাজে রুণু ঝুনু স্বরে।
মধুপান করে ভৃঙ্গ বৃন্দ ভোরে ॥
নখাঘাতে ছিন্ন হলো কুচাচল।
নায়ক নায়িকা হাসে খলখল ॥
এ রূপে উভয়ে করি ঘোর রণ।
ভস্ম করি ফেলে স্মররাজ বাণ ॥
পরাস্ত মানিয়া পলায় মদন ॥
উভয়ে তেজিল তবে স্মর রণ ॥
লাজ ভরে ধনী নাহি তুলে মুখ।
গুর্‌গুর্‌ করে ঘন কাঁপে বুক ॥
পরেতে হইল রজনী প্রভাতা।
উঠিল তুরিতে যত দৈত্য সুতা ॥
কোকিল ডাকিছে কিবা পঞ্চস্বরে।
পীউ পীউ স্বরে পাপীয়া ঝঙ্কারে ॥
বৌউ কথা কহ বৌউ কথা কহ।
রবে মুগ্ধা করে বৌউকথাকহ ॥
মলয়া মারুত তাহে বহে ঘন।
বিরহীর তাহে দহিছে প্রাণ ॥

ময়ূর ময়ূরী স্বপক্ষ বিস্তারি।
নৃত্য করে তারা সভে গিরিপরি ॥
দুর্গা রব করি যত দৈত্য নারী।
উঠিলেক সভে নিদ্রা পরিহরি ॥
দ্বিজ কবি কহে তোটক ছন্দনে।
সমাপ্ত হইল বিবাহ এক্ষণে ॥

পয়ার।

প্রাতঃক্রিয়া সারি তবে যত রামাগণ।
দেখে তোরস্তায আছে করিয়া শয়ন ॥
তার মধ্যে কোন রামা মুক্তকণ্ঠা হয়ে।
ডাকিতেছে তোরস্তাযে অঙ্গে হস্ত দিয়ে ॥
রমণীর হস্ত স্পর্শ হইবা মাত্রেতে।
নিদ্রা তেজি বসিলেন শয্যা উপরেতে ॥
দুই আঁখি রক্তবর্ণ নব ভানু প্রায়।
সঘনে বহিছে শ্বাস কাঁচা ঘুম তায় ॥
ভাল সে অধৈর্য্য হয়ে তোরস্তায ভায়।
পুনরায় নিদ্রা হেতু শুইলেন রায় ॥
নিদ্রা দেখি রামাগণ ঈষৎ হাসিয়া।
গালে চূণ কালি আনি দেয় মাখাইয়া ॥
কেহবা কৌতুক করে বস্ত্র লয় খুলে।
কেহবা কৌতুক হেতু বাঁধি রাখে চুলে ॥
এই রূপ অস্থির করিছে রামাগণ।
কুপিত হইয়া রায় সম্বরে শয়ন ॥

কোন নারী তায় গাত্রে হরিদ্রা মাখায়।
কোন নারী তৈল আনি গাত্রে ঢালি দেয়॥
এই রূপে কৌতুক করয়ে রামাগণ।
অস্থির হইয়া তাজ করে পলায়ন॥
তদন্তরে বিবাহের যত কর্ম্ম ছিল।
সে বাসরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধা হইল।
যৌতুক করিয়ে তাযে যত দৈত্য গণ।
নিজ নিজালয়ে সবে করিল গমন॥
অতঃপরে দৈত্বেশ্বর কিছু দিন পরে।
শস্ত্রবিদ্যা শিখাইল নিজ জামাতারে॥
অস্ত্রেতে নিপুণ বড় হলো তোরন্তায।
অধিক কহিব কত সম দেবরাজ॥
এক দিন তোরন্তায কর যোড় করে।
তিমীর নিকটে কহে দুঃখিত অন্তরে॥
অবধান দৈত্যপতি আমার বচন।
বহু দিন গৃহ তেজিয়াছি হে রাজন॥
না জানি কেমন আছে জনক জননী।
সে জন্যে অস্থির মম হইতেছে প্রাণি॥
অতএব নিজ দেশে করিতে গমন।
হয়েছে মানস মম এই নিবেদন॥
শুনিয়া তাযের বাণী দৈতের রাজন।
কহিলেন যাহ বাছা নিজ নিকেতন॥
বহু দিন আসিয়াছ আমার ভবনে।
উচিত না হয় আর থাকিতে এখানে॥

এতেক কহিয়ে তিমী শুভ দিন দেখে।
যৌতুক করিল তাযে মনের কৌতুকে ॥
সহস্রেক অশ্ব দিল সহস্র পদাতি।
এক শত দিল রথ সহস্রেক হাতি॥
রাশি রাশি সুবর্ণ প্রবাল আদি করে।
যৌতুক করিল তিমী আনন্দ অন্তরে॥
অতঃপরে দুহিতারে ক্রোড়েতে লইয়া।
কহিতেছে তিমীবর কান্দিয়া কান্দিয়া॥
দেখ মা ভুলনা মোরে রেখ গো অন্তরে।
কিছু দিন পরে মা গো আনিব তোমারে॥
মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে কাঁন্দে তিমীবর।
হেনকালে তিমী ভার্য্যা আইল সত্বর॥
আঁখি জলে অভিষেক করিলে কন্যারে।
কহিছে কন্যারে রাজ্ঞী কান্দি উচ্চৈঃস্বরে॥
দেখ মা ভুলনা মোরে ওগো চমৎকার।
আমি গো জননী তোর তুমি গো আমার॥
অতঃপরে কন্যা আর জামাতা লইয়া।
বিদায় করিছে তিমী যতন করিয়া॥
বাজিছে বিবিধ বাদ্য কি কব বচন।
বাদ্য শব্দে গিরিবর কাঁপে ঘন ঘন॥
উভয়ে প্রণাম করি উভয় চরণে।
আরোহন করে রথে আনন্দিত মনে॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন সর্ব্ব জন।
সে খানে কি রূপে আছে জিতেন্দ্র রাজন॥

ত্রিপদী।

এখানেতে নৃপবর, না পাইয়া সমাচার,
কহিতেছে সভাসদগণে।
শিখিবারে ধনুর্ব্বাণ, যাইল মম সন্তান,
তত্ত্ব নাহি পাই কি কারণে॥
হেনকালে সেনাপতি, হয়ে বিষাদিত মতি,
উপনীত রাজার ভবনে।
সেনাধক্ষ্যে দেখে রায়, পুলকে পূর্ণিত কায়,
কহিতেছে আনন্দিত মনে॥
এসো এসো সেনাপতি, কোথা পুত্র মহামতি,
কিবা অস্ত্র শিক্ষাইলে তারে।
শুনে সেনাপতি কয়, সে কেমন মহাশয়,
এ কেমন কহেন আমারে॥
এতেক শুনিয়া রায়, কহে তায় পুনরায়,
কি কি কি কি কি কহ বচন।
তব কাছেতে সন্তান, শিখিবারে ধনুর্ব্বাণ,
আমি তারে করেছি প্রেরণ॥
সেনাপতি যোড় করে, কহে রায়ে সকাতরে,
অবধান করুণ রাজন।
ধনুর্ব্বাণ শিখিবারে, গিয়েছে মম আগারে,
অসম্ভব হয় এ বচন॥
এতেক শুনিয়া রায়, অধৈর্য্য হইয়া কায়,
পড়িলেন ধরণী উপরে।

সভাসদ্ ছিল যত, সভে আসি ত্বরান্বিত,
তোলে রায়ে হাহাকার করে ॥
অন্তঃপুরে থেকে রাণী, শুনিয়ে ক্রন্দন ধ্বনি,
কহিছেন নিজ সখিগণে।
সভাতে ক্রন্দন ধ্বনি, আচম্বিতে কেন শুনি,
যা গো তোরা শীঘ্র আয় জেনে ॥
হেনকালে এক দাসী, বার্ত্তা দেয় শীঘ্র আসি,
রাণী প্রতি অতি সকাতরে।
শুনেছ কি ওগো রাণী, তব নয়নের মণি,
তোরন্তায গেছে কোথাকারে ॥
এতেক শুনিয়া রাণী, অধৈর্য্য হয়ে অমনি,
পড়িলেন ধরার উপরে।
কাঁন্দে রাণী উচ্চৈঃস্বরে, হা হা তোরন্তায করে,
করাঘাত করে বক্ষোপরে ॥
সবে মাত্র ঐ ধন, সে ধন কোরে হরণ,
কোথা বিধি লুকায়ে রাখিলি।
নাহি তোর দয়া ওরে, কে বলে দয়ালু তোরে,
নিষ্ঠুর তোমারে আমি বলি ॥
এই রূপ কাঁন্দে রাণী, বাহিরেতে নরমণি,
উচ্চৈঃস্বরে করিয়ে রোদন।
বলে কোথা তোরন্তায, পিতারে হানিয়ে বাজ,
কোথা বাপ্ করিলে গমন ॥
নাহিক দয়ার লেশ, পিতারে এতেক ক্লেশ,
দিলি বাপ কিসের কারণ।

এই রূপ নৃপবর, বিনাইয়া বহুতর,
মন দুঃখে করয়ে রোদন ॥
চতুর্দ্দিগে দূতগণ, তোরন্তাযে অন্বেষণ,
করিবারে করিল গমন।
নানা দেশ নানা বন, না পাইয়া অন্বেষণ,
পুনঃ তারা এলো নিকেতন ॥
প্রজা নাহি পালে রায়, শোকে শীর্ণ হলো কায়,
নিরাহার নিদ্রা নাহি রেতে।
রাজ্য ছারেখারে গেলো, শিষ্ট দুষ্ট এক হলো,
তবু রায় না দেখে চক্ষেতে ॥
হা হা তোরন্তায মণি, এই বাণী নৃপমণি,
উচ্চারণ করে সর্ব্বক্ষণ।
তাযের গমন পরে, চতুর্থ দিবস পরে,
এই রূপ হইল ঘটন ॥
অষ্ট বর্ষ গৃহ ছেড়ে, ছিল তায দৈত্যাগারে,
পুনঃ গৃহে করিছে গমন।
এই অষ্ট বর্ষ রায়, রাজ্য পানে নাহি চায়,
পুত্র লাগি করেন রোদন ॥
এখানে আনন্দ হিয়ে, চতুরঙ্গ দল লয়ে,
তোরন্তায করে আগমন।
ছাড়াইয়া নানা দেশ, এলো তায অবশেষ,
নিজ দেশে আনন্দিত মন ॥
বাজে বাদ্য নানা মত, শব্দে অবনী কম্পিত,
হুহুঙ্কার করে দৈত্যগণ।

শুনি হুহুঙ্কার ধ্বনি, যত গর্ব্ভবতী ধনী,
প্রসবিছে অকালে নন্দন ॥
প্রজাগণ ভীত হয়ে, দ্বার রুদ্ধ করে গিয়ে,
নাহি চায় ফিরায়ে বদন।
ডাকিতেছে উভরায়, কোথায় জিতেন্দ্র রায়,
আসি দুষ্টে করহ শাসন ॥

পয়ার।

এখানেতে পাত্রগণ অতি সকাতরে।
রাজার নিকটে বার্ত্তা দেয় ত্বরা করে॥
অন্তঃপুরে ছিল রাজা বিষাদিত মনে।
উপনীত হলো তথা যত পাত্রগণে ॥
প্রণাম করিয়ে সবে যোড় হস্ত করে।
কহিতেছে নৃপবরে অতি সকাতরে ॥
অবধান মহারাজ,শুনহ বচন।
নাহি চিনি কেবা এলো করিবারে রণ ॥
এত শুনি নৃপমণি সক্রোধ অন্তরে।
পাত্রগণ প্রতি কহে সৈন্য সাজাবারে ॥
সত্তর হইয়া তবে যত পাত্রগণ।
সৈন্যাধক্ষ্যে কহে সৈন্য করহ সাজন॥
অনুমতি পেয়ে তবে সৈন্য অধিপতি।
সাজিবারে সেনাগণে করে অনুমতি॥
সাজিছে যতেক সেনা কে করে গণনা।
কোটি কোটি সাজে রথি কোটি কোটি সেনা ॥

নব কোটি আশোয়ার তিন কোটি করী।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য আদি রণ ভেরী॥
সাজিল জিতেন্দ্র রায় অতি ক্রোধ ভরে।
অধরা হৈল ধরা সৈন্য পদ ভরে॥
রণ সজ্জা দেখে তবে তোরস্তাব রায়।
হইবে অতুল রণ হেন মনে লায়॥
না জেনে না শুনে রায় করিবেন রণ।
দেখাব পরীক্ষা আজ বাণ অগণন॥
এত ভাবি তোরস্তাব কহে সেনাগণে।
কাহারে না মার প্রানে শুন দৈত্যগণে॥
নিজ বলে সাবধানে কর সভে রণ।
সৈন্য না মারিয়া সবে করহ তাড়ন॥
এই রূপে নিজ দল লয়ে আছে তায়।
রণ লাগি রণ স্থলে এলো মহারাজ॥
প্রথমত পিতা পুত্রে বাক যুদ্ধ হলো।
অতঃপরে বাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥
প্রথমেতে তাযরায় বরুণ অস্ত্রেতে।
ধুইলেন পিতৃপদ আনন্দিত চিতে॥
পুনঃ অস্ত্রে প্রণাম করিল পিতৃপায়।
উপহাস করে তবে কহিতেছে রায়॥
আহা মরি শিশু তুমি পাইয়াছ ভয়।
যাও যাও গৃহে যাও দিলাম অভয়॥
হাসিয়া কহিছে তায পিতার সদন।
ভয় নাহি পাইয়াছি শুনহ রাজন্॥

অভেদ রূপেতে তুমি মম পিতা প্রায়।
সেই জন্য নমস্কার করিয়াছি পায় ॥
শুনিয়া তাযের কথা জিতেন্দ্ররাজন।
কহিতেছে তায প্রতি মধুর বচন ॥
যাও যাও বাপধন আপন আগারে।
কেমনে লক্ষিব বাণ কোমল শরীরে ॥
হাসিয়া কহিছে তায পুনঃ পিতা প্রতি।
এই তো আগার মম শুন নরপতি ॥
এই রূপে উপহাস হলো কিয়ৎক্ষণ।
অতঃপরে দুই দলে বাজিলেক রণ ॥
সক্রোধে ত্যেজিল অস্ত্র জিতেন্দ্র রাজন।
নিমিষেতে সেই বাণ কাটিল তোরণ ॥
দেখিয়া তাযের তেজ জিতেন্দ্র রাজন।
ক্রোধেতে বরুণ অস্ত্র করে বরিষণ ॥
বরুণাস্ত্র হেরে তায অনিলাস্ত্র লয়ে।
নিমিষে বরুণ বাণ দিল উড়াইয়ে ॥
সন্ধান করিয়ে তায পূর্ণচন্দ্র বাণে।
কাটিলেক পিতার হস্তের শরাসনে ॥
পুনঃ অস্ত্রে মূর্চ্ছাগত হইল রাজন।
সারথি লইয়া রথ করে পলায়ন ॥
সেনাগণে উভরড়ে করে পলায়ন।
পশ্চাতে ধাইয়া যায় যত দৈত্যগণ ॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে ওহে বন্ধুগণ।
অতঃপরে কি হইল করহ শ্রবণ ॥

চমৎকার হীরাজাদ।

কাঞ্চিযমক পয়ার।

হয়ে, রণজয় তাযরায় আনন্দ অন্তরে।
পরে, পিতার পশ্চাতে যায় মার মার করে॥
ধরে, রাজ সৈন্য দৈত্যগণ আছাড়ে ফেলায়।
হায়, এই রূপে দুই দল আগু পিছু যায়॥
পায়, অতি ভয় রাজ সৈন্য দেখে তাযবীরে।
ওরে, এলো ঐ রণজয়ী রাজা এথাকারে॥
কারে, দেখি নাই ওরে ভাই রণে হেন বীর।
বীর, জিতেন্দ্র রাজারে রণে করয়ে অস্থির॥
শির, গেল ভাই বলি তাই কি করি উপায়।
হায়, হায় চল ধরি গিয়ে ও রাজার পায়॥
পায়, পায় কেন কর ওরে চল শীঘ্রগতি।
গতি, নহিলে হইবে ভাই যমের বসতি॥
অতি, বড় সত্বী মম ভার্য্যো শুন সর্ব্বজনে।
প্রাণে, মরিলে অসতী পাছে হয় ভাবি মনে॥
ধনে, প্রাণে হয় যানে মরিবে রাজন।
স্বণ, স্বন কোরে আসে ওরে প্রতিবাদীগণ॥
রণ, থাক পিছে ভয়ে প্রাণ আধাআধি গেল।
হলো, সর্ব্বনাশ ভীটেয় চাষ এবার হইল॥
গেল, প্রাণধন হে রাজন দেখহে নয়নে।
কেনে, নিদ্রা যাও রথোপরে এসে প্রভু রণে॥
বাণে, খণ্ড খণ্ড হলো দেহ মরিরে জ্বালায়।
হায়, কর কায় প্রাণ যায় রণের সজ্জায়॥

কায়, কব দুঃখ এ অসুখ কহনা রাজনে।
এনে, রণ মাঝে নিদ্রাগত এ কোন বিধানে ॥
জনে, জনে এই রূপ কথা কহে ঘন ঘন।
শুন, অতঃপর মহারাজ পাইল চেতন ॥

ত্রিপদী।

ভূমে নামি তোরস্তায, যায় যথা মহারাজ,
গললগ্নি কৃতাঞ্জলি হয়ে।
পরে তথা উত্তরিয়া, পিতার চরণে গিয়া,
পড়িলেন ধরণী লুটায়ে ॥
পুলকে পূর্ণিত কায়, অন্তরেতে ভাবে রায়,
এ কেমন হইল এখন।
রণেতে জিনিয়া মোরে, পুন আসি পায়ে ধরে,
কি আশ্চর্য্য কিসের কারণ ॥
কোথা বাপু তব ধাম, কিবা তুমি ধর নাম,
কেন তুমি ধরিতেছে পায়ে।
কেন বা করিলে রণ, কেন বা ধর চরণ,
কি মানসে কহ বিবরিয়ে ॥
তোহে কিন্তু দেখি নর, সঙ্গে দৈত্য বহুতর,
হেরিয়ে আশ্চর্য্য মম মন।
কহিতেছে তায বীর, সান্ত দান্ত অতি ধীর,
অবধান করুণ রাজন ॥
আজ্মীর দেশেতে ধাম, জিতেন্দ্র পিতার নাম,
পুণ্যবান গুণের আধার।

ধর্ম্মে সম যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে যেন কর্ণ বীর,
তাঁর পুত্র আমি দুরাচার॥
অবধান মহারাজ, মম নাম তোরস্তায,
পিতা নাহি ভত্ত্ব লন মোর।
শস্ত্র বিদ্যা শিখিবারে, পিতা পাঠালেন মোরে,
অনুমান অষ্টম বৎসর॥
ধরিলাম তব পায়ে, কি কারণে মন দিয়ে,
অবধান করুণ রাজন।
নাহি মম পিতা মাতা, তোমারে বলিনু পিতা,
পুত্র ভাবে করুণ পালন॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ সৈন্য, ইহাদের দিয়া অন্ন,
রাখিবেন আপন আগারে।
দৈত্য কুলম্ভব হয়, রণে যম পায় ভয়,
কার সাধ্য পরাজয় করে॥

পয়ার।

পরিচয় পেয়ে তবে জিতেন্দ্র রাজন।
আনন্দ অর্ণবে রায় হইল মগন॥
প্রেমবারি দুনয়নে বহে শত ধারা।
অচেতনে মহারাজা লইলেন ধরা॥
তৎক্ষণাৎ তোরস্তায চরণে ধরিয়ে।
পিতা পিতা বলে ডাকে মুক্তকণ্ঠ হয়ে॥
শুনিয়ে সুমিষ্ঠ বাক্য তাযের বদনে।
চৈতন্য পাইয়া রায় বসে ধরাসনে॥

গদ্‌২ স্বরে রায় কহে তায় প্রতি।
তোমা বিনা দেখ বাপ যতেক দুর্গতি ॥
নাহি মম বুদ্ধি বল নাহি সে আকার।
নাহিক রাজ্যের শোভা যেন-ছারখার ॥
চল বাপ গৃহে চল ওরে বাপ ধন।
হেথায় বসিয়া আর নাহি প্রয়োজন ॥
এত কহি মহারাজ পুত্র সঙ্গে করে।
চলিলেন নিজালয় আনন্দ অন্তরে ॥
পশ্চাৎ ভাগেতে যায় উভয়ের সেনা।
অগ্র ভাগে বাজিতেছে বিবিধ বাজনা ॥
এই রূপে আনন্দেতে নিকেতনে গেল।
সেনাগণে নিজ স্থানে সকলে যাইল ॥
তাযে লয়ে মহারাজ আন্দ অন্তরে।
প্রবেশ করিল ভূপ বাটীর ভিতরে ॥
অন্তঃপুরে দাসীগণ সম্বাদ জানায়।
ওগো রাণী গৃহে এলো তোমার তনয় ॥
যার সঙ্গে মহারাজ যুদ্ধ করে ছিল।
শত্রু নয় পুত্র হয় শেষেতে জানিল ॥
পুত্র আগমন শুনি কহিছে দাসীরে।
কৈ কৈ কোথা তায় দেখা গো সত্তরে ॥
এতেক কহিয়ে রাণী অতি দ্রুততর।
অন্দর হইতে এলো দেয়ান ভিতর ॥
মায়েরে দেখিয়ে তায় প্রণাম করিয়ে।
যুগ্ম করে কহিতেছে অতি সবিনয়ে ॥

এসেছি মা তব দাস বহু দিন পরে।
তব দাসী কর যোড়ে আছে গো মা দ্বারে ॥
এতেক শুনিয়া রাণী হইয়া সত্বর।
নিজ সখী সহ উঠে রথের উপর ॥
চমৎকারে হেরে রাণী হয়ে চমৎকার।
পুত্র বধু ক্রোড়ে নিয়ে আনন্দ অপার ॥
রামাগণে শঙ্খধ্বনি করে ঘন ঘন।
উলু২ রবে তবে পুরিল ভবন ॥
অন্তঃপুরে রামাগণ চমৎকারে হেরে।
কহিতেছে রাণী প্রতি সহাস্য অধরে ॥
ধন্য২ ওগো রাণী ধন্য তোরে বলি।
যেমন সন্তান তার মত বধু পেলি ॥
যৌতুক করিছে আসি বৃদ্ধা রামাগণ।
ধান্যদূর্ব্বাশীরে দিয়ে দেখিছে বদন ॥
কেহ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে হেরে চন্দ্রানন।
কেহ প্রবালাদ্দি দিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
অবশেষে মহারাজ যৌতুক করিল।
বর কন্যা সুমঙ্গলে গৃহেতে রহিল ॥

ত্রিপদী।

পর দিন প্রত্যুষেতে, রাজা আনন্দিত চিত্তে,
বার দিয়া বসে সিংহাসনে।
চতুষ্পার্শে মন্ত্রিগণ, চাতুর্ব্বর্ণে সুশোভন,
সেই সভা শুন সর্ব্ব জনে ॥

কহিতেছে মহারাজ, শুন বাপু তোরস্তায,
বীরত্বতে হইয়াছ ভাল।
কে শিখালে ধনু বিদ্যা, কহ বাপ শুনি আদ্যা,
কি প্রকারে বিবাহ হইল ॥
কর যোড়ে ভায রায়, কহিছে নিজ পিতায়,
অবধান করুণ রাজন।
যবে পাঠালেন মোরে, সেনাপতির আগারে,
শিক্ষা করিবারে ধনুর্ব্বাণ ॥
যাইতে ছিলাম পথে, হেনকালে আচম্বিতে,
আসিলেক এক দৈত্যবর।
প্রচণ্ড আকার তার, তিমী দৈত্য নাম তার,
আসিয়া ধরিল মম কর ॥
লয়ে গেল ত্বরা করে, সুমেরু শিখরোপরে,
অতঃপরে কর অবধান।
চমৎকার নামে কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা,
আমারে করিল সম্প্রদান ॥
অবধান ওগো পিতা, ঐ তাহার দুহিতা,
তিমী শিখায়েছে ধনুর্ব্বাণ।
এতেক শুনিয়া কথা, রায় করে হেট মাথা,
কহিছেন শুনরে সন্তান ॥
মানব তুমি হইলে, কেমনে বিভা করিলে,
এ কেমন করিলে বিধান।
নাহি আর পুত্র পৌত্র, নাহি আর কন্যা দৌহিত্র,
সবে মাত্র তুমি রে সন্তান ॥

এতেক শুনিয়ে বাণী, যোড় করি যুগ্ম পাণি,
কহে তায় বিনয় বচনে।
মনে যা ভাবিছ পিতা, ও নহে দৈত্য দুহিতা,
মানব হইবে অনুমানে॥
দৈত্যেশ্বর দৈত্য গণে, বলেছিল উপবনে,
যে রূপেতে পেয়েছে কন্যারে।
সেই রূপ তাযরায়, কহিল নিজ পিতায়,
শুনে রায় কহে অতঃপরে॥
কি রূপেতে উপবনে, শয়নে আছিল কন্যা,
শুনিয়ে সন্দেহ হল মনে।
কে আনিল তারে তথা, ভ্রষ্টার হবে দুহিতা,
গর্ব্ভস্রাব করেছে সে খানে॥
এই অনুমান হয়, শুনে গণৎকার কয়,
গণিয়ে কহিব হে রাজন।
এতো কহি গণৎকার, খড়িপাতি অনিবার,
কহে পরে শুন সর্ব্ব জন।
আরাকান নামে নগর, তথাকার সদাগর,
ধর্ম্মশীল মহেন্দ্র নামেতে।
তার কন্যা তারা নামে, যেতে ছিল শ্বশ্রু ধামে,
আরোহণ করে শিবিকাতে॥
শ্রম নিবারণ জন্যে, পথি মধ্যে সেই কন্যা,
বসিলেক কিঙ্কর সহিতে।
জরাবৎ নামে দৈত্য, মধুপানে হয়ে মত্ত,
যাইতেছিলেন সেই পথে॥

হেনকালে ঐ নারী, তেয়াগিছে লঘ্বী বারি,
দেখিয়ে দৈত্যের হলো রাগ।
ত্বরিতে দৈত্য আসিয়ে, ধরিয়ে নারীর পায়ে,
চিরিয়া করিল দুই ভাগ॥
তব পুত্র বধু জিনি, তাহার দুহিতা তিনি,
আছিলেন মাতার সহিতে।
লয়ে তারে সেই দৈত্য, কোপেতে হইয়া মত্ত,
ফেলে গেল কন্যা কাননেতে॥
তিমী দৈত্য পেয়ে তারে, পালন করিল পরে,
অতঃপরে শুন মহারাজ।
সে কন্যা বর্দ্ধিষ্ণু হলো, পরে তারে বিভা দিল,
লয়ে গিয়ে পুত্র তোরস্তায॥
এতেক শুনিয়ে পরে, রাজা আনন্দ অন্তরে,
কহিছেন সভাসদ্গণে।
এতোক্ষণের পর, হইল আনন্দান্তর,
বিশ্বাস হইল মম মনে॥
দেওয়ান তেজিয়ে পরে, রাজা গেল অন্তঃপুরে,
সভ্যগণে গেল নিজ স্থানে।
এসব বৃত্তান্ত শুনি, আনন্দিতা হলো রাণী,
শঙ্খধ্বনি করে রামাগণে॥

লঘু ত্রিপদী।

পর দিন প্রাতে, রাজা সানন্দেতে,
বসিল সিংহাসনে।

কিবা সেই সভা, জগ মনলোভা,
বেষ্ঠিত সভ্য গণে ॥
হেনকালে শুন, আশ্চর্য্য বচন,
যতেক বন্ধুগণে।
এলো এক নারী, রূপে বিদ্যাধরী,
মহিল সর্ব্ব জনে ॥
নীলপদ্ম প্রায়; ধরে ধনী কায়,
পদ্ম গন্ধ গায় রে।
কিবা কেশ তার, অতি চমৎকার,
জলধর প্রায় রে ॥
কিবা মুখপদ্ম, কিবা আঁখি পদ্ম,
কিবা নাসা ভাষা রে।
কিবা ওষ্ঠাধর, যেন বিম্ববর,
কিবা গণ্ড দেশ রে ॥
কিবা বক্ষস্থল, অতি নিরমল,
শোভে কুচাচল রে।
কিবা করপদ্ম, গঠিয়াছে হদ্দ,
বিধাতা বিরলে রে ॥
কহে সেই ধনী, শুন নৃপমণি,
নিবেদি হে তোমারে।
আমি অভাগিনী, জনম দুঃখিনী,
চির বিরহিনী হে ॥
পতি নাহি বাসে, গিয়াছে প্রবাসে,
অবধান নৃপ হে।

পাড়া প্রতিবাসি, সবে করে দোষী,
ভ্রষ্টা নারী বলে হে।
আমার দেবর, বড়ই বর্ব্বর,
শুনিয়ে শ্রবণে হে॥
করে লয়ে অসি, বলে পাপীয়সী,
নাশিব আজ তোহে।
আসিছে পশ্চাতে, তব চরণেতে,
শরণ লইনু হে॥
হয়ে ক্রোধান্তর, তাহার দেবর,
আসিয়ে স্বসত্তরে।
করে লয়ে অসি, বলে সর্ব্বনাশী,
এসেছ রাজ আগারে॥
এত কহি কথা, কাটে তার মাথা,
হাহাকার সবে করে।
শুন সর্ব্ব জন, আশ্চর্য্য বচন,
কাটিবা মাত্র তারে॥
কাটাস্কন্ধ হতে, সুত আচম্বিতে,
প্রসবে সেই ধনী।
কিবা রূপ তার, অতি চমৎকার,
যেন নরশীর মণি॥
কিবা অপরূপ, হইল এরূপ,
অনুমান করি মনে।
বিধি সে সভায়, দৃষ্টান্ত দেখায়,
মহীযাশুর সনে॥

পরে হুহুঙ্কারে, করে অসী ধরে,
ঘোরে সভা ভিতরে।
যত সভ্য জন, করে পলায়ন,
নৃপতি কাঁপে ডরে ॥
হাহাকার রব, পুরবাসি সব,
করিছে উচ্চৈঃস্বরে।
পরে হুহুঙ্কারে, স্ব অসী প্রহারে,
স্ত্রী হত্যা কারী পরে ॥
তবু ক্রোধ ভরে, মৃত দেহোপরে,
হানে অসী শিশুবর।
য় পরে, পড়ে মহীপরে,
াপিষ্ঠ মূঢ় নর ॥

পয়ার।

দুষ্টেরে বধিয়ে পরে সেই শিশুবর।
কহিতেছে ক্রোধ ভরে রাজার গোচর ॥
তোমার সভায় রাজা বড় অবিচার।
বিনা দোষে নারী হত্যা কি কহিব আর ॥
কহিছে জিতেন্দ্র রাজ শুন মহাশয়।
ইহার কিঞ্চিৎ আমি না পাই আশয় ॥
আচম্বিতে আসি দুষ্ট নাশিল ইহারে।
ব্যাধের ভেল্কীর মত লাগিল আমারে ॥
কোন্ জন আপনি হয়েন মহাশয়।
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পরিচয় ॥

কহিতেছে সেই শিশু রাজার গোচরে।
শ্রবণ করহ রায় নিবেদি তোমারে॥
মৃত্যু রূপ হই আমি রুদ্র অবতার।
গুপ্ত ভাবে থাকি সদা দেহে সবাকার॥
যবে যার মৃত্যুকাল হয় উপস্থিত।
তখন তাহারে নাশি এই মম রীত॥
পরিচয় পেয়ে রায় স্বশঙ্কিত হয়ে।
প্রণাম করিল পায়ে ভকতি করিয়ে॥
অতঃপরে কর যোড়ে স্তব করে তারে।
তুমি নিত্য নিরঞ্জন কে চিনে তোমারে॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি মহাকাল।
অনিল অনল তুমি জ্ঞান বুদ্ধি বল॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে মৃত কহে নৃপবরে।
বরং ক্রুণ বর লও যেবা ইচ্ছা করে॥
কহিতেছে মহীপাল শুন মহাকাল।
যেন মম অকালেতে নাহি হয় কাল॥
তথাস্তু বলিয়ে কাল অন্তর্হিত হলো।
সভা ভাঙ্গি সর্ব্বজন নিজ স্থানে গেল॥
শুন শুন বন্ধুগণ আশ্চর্য্য বচন।
দৈবের নিবন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন॥
এক দিন মহারাজ বসিয়ে দেওয়ানে।
চতুস্পার্শে পাত্রগণ বেষ্টিত রাজনে॥
অপরূপ সেই সভা অতি সুশোভন।
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র আদি অগণন॥

ব্রাহ্মণে পড়িছে বেদ মুক্তকণ্ঠ হয়ে।
ক্ষত্রিবর্গ করযোড়ে আছে দাণ্ডাইয়ে॥
হেনকালে নিশাচর অতি ভয়ঙ্কর।
উপনীত হলো আসি সভার ভিতর॥
অতি দীর্ঘাকার বপু মূর্ত্তি চমৎকার।
ভানু সম দুই আঁখি নাসা মেলা তার॥
কুলার সমান কর্ণ বর্ণ পাণ্ডু হয়।
তাল তরু সম হস্ত খোণা কথা কয়॥
কহিতেছে নিশাচর শুন মহারাজ।
তোমার নিকটে মম আছে কিছু কায॥
কহিতেছে মহারাজ সভয় অন্তরে।
তবাজ্ঞা পালন পারি ক্ষমতানু সারে॥
এত শুনি নিশাচর কহিছে তখন।
পার কিম্বা নাহি পার শুন মম পণ॥
চন্দ্রমা ধরিয়ে মম করোপরে দিবে।
না দিলে স্ববংশে রাজা যমালয় যাবে॥
এত শুনি মহারাজ কহিছে তাহারে।
রাত্রিকালে এসো তুমি আমার আগারে॥
অবশ্য দিইব চাঁদ এ কোন আশ্চর্য্য।
কথায় কৌশলে যুদ্ধে অবশেষ চৌর্য্য॥
এত শুনি নিশাচর হয়ে আনন্দিত।
রাজারে প্রশংসা করি যাইল ত্বরিত॥
ভাবার্ণবে মগ্ন হয়ে জিতেন্দ্র রাজন।
কহিছেন পাত্রগণে বিষাদিত মন॥

তোমরা উপায় কর যত পাত্রগণে।
নহিলে প্রমাদ হবে নিশি আগমনে ॥
কহিতেছে মন্ত্রিগণ কর যোড় করে।
ইহার উপায় রায় করি কি প্রকারে ॥
তোরন্তাযে কহিতেছে জিতেন্দ্র রাজন।
উপায় করহ বাপ কি করি এখন ॥
এই রূপে চিন্তার্ণবে মগ্ন সর্ব্ব জন।
ক্রমে ক্রমে প্রভাকর করিল গমন ॥
গগণেতে বিভাকর উদয় হইল।
পদ্মিনী মুদিতা হল কুমদী ফুটিল ॥
নিশি আগমন দেখি যত সভ্যগণে।
হা হুতাস করিতেছে চিন্তাযুক্ত মনে ॥
কহিছে জিতেন্দ্র রায় চাহিয়া গগণে।
ওরে চাঁদ মৃত ফাঁদ তোমার কারণে ॥
মরিব স্ববংশে আজ নিশাচর করে।
দয়া করে সুধাকর এসো করোপরে ॥
এত কহি মহারাজ হস্ত পসারিল।
সুধাকর না আসিয়া নিশাচর এলো ॥
নিশাচরে হেরে সবে কম্পিত সঘনে।
কহিতেছে নিশাচর চাহিয়ে রাজনে ॥
চন্দ্র দেহ মহারাজ বিলম্ব না সয়।
নতুবা স্ববংশে আমি বধিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি তোরন্তায কহিছে তাহারে।
ক্ষান্ত হও তোহে আমি দিব সুধাকরে ॥

শশী তো লইবে তুমি নাহিক খণ্ডন।
কিন্তু মহাশয় এক আছে নিবেদন॥
এত শুনি নিশাচর কহে তায প্রতি।
কিবা নিবেদন তব কহ শীঘ্রগতি॥
কহিছে জিতেন্দ্র পুত্র নিশাচরে চাযে।
তব জন্য গিয়াছিনু নিশাকরালয়ে॥
কোন মতে নাহি চায় মর্ত্তে আসিবারে।
বিস্তর কহিনু তাঁর চরণেতে ধরে॥
অনেক যতনে তবে স্বীকার করিল।
কিন্তু এই কথা চাঁদ আমারে কহিল॥
পুত্রবান যেই জন সেই মোরে পায়।
পুত্র হীন যেই জন সে কেমনে চায়॥
এতেক শুনিয়ে কহে আনন্দ হৃদয়ে।
আমার আছে সে পুত্র আপন আলয়ে॥
এতেক শুনিয়া তায কহিছে তাহারে।
শীঘ্র তব পুত্র তবে আন মমাগারে॥
এত শুনি নিশাচর আনন্দিত হয়ে।
উপনীত হলো গিয়া আপন আলয়ে॥
পুত্রের ধরিয়া কর তুলে স্কন্ধোপরে।
উপনীত হল আসি রাজার আগারে॥
উভয়ে দেখিয়ে তায অতি সমাদরে।
বসিতে আসন দিল সভার ভিতরে॥
তুষ্ট নিশাচর তবে পুত্র কর ধরে।
মনানন্দে বসিলেক আসন উপরে॥

কহিতেছে তোরন্তায নিশাচর প্রতি।
শুন শুন মহারাজ আমার ভারতি॥
এখনিত দিব চন্দ্র তোমার করেতে।
যদি নাহি মান চাঁদ পেয়ে নিজ হাতে॥
এত শুনি কহিতেছে সেই নিশাচর।
পাইলে ফিরিয়া যাব আপনার ঘর॥
এত শুনি ভায়রায় সকলে কহিল।
ধর্ম্ম সাক্ষী সভে সাক্ষী এ যাহা কহিল॥
এত কহি তোরন্তায পুনঃ কহে তারে।
তোমার সন্তানে দেহ যাই চন্দ্রাগারে॥
পরিচয় দিবে তাঁরে তোমার তনয়।
তাহা হলে পাবে চাঁদ নাহিক সংশয়॥
আনন্দেতে নিশাচর পুত্র কর ধরে।
তায করে নিজ পুত্র সমর্পণ করে॥
তাহারে পাইয়া তায তার করে ধরে।
চাঁদ আনি বলে গেল বাটীর বাহিরে॥
কিয়ৎকাল বাহিরেতে করিয়ে ভ্রমণ।
উভয়েতে আসি পরে দিল দরশন॥
তাযে হেরে নিশাচর করে সিংহনাদ।
কহিতেছে তায প্রতি কৈ কোথা চাঁদ॥
কহে তায চাঁদ আছে অম্বর ভিতরে।
হস্ত প্রসারণ কর চাঁদ দিব করে॥
এত শুনি নিশাচর হস্তপ্রসারিল।
চাঁদ দিই বলে তায সকলে কহিল॥

দক্ষিণ হস্তেতে তার পুত্র মুখ ধরে।
এই চাঁদ লও বলে দিলেক তাহারে ॥
ধন্য ধন্য তোরস্তায সকলেতে বলে।
আহ্লাদিত হয়ে রক্ষ্য তায প্রতি বলে ॥
ধন্য ধন্য তোরস্তায বড় বুদ্ধি ধর।
অনুমতি দেহ মোরে যাই নিজ ঘর ॥
কিঞ্চিৎ সামান্য বস্তু দিয়ে যাই তোরে।
অবহেলা করো না হে রেখো যত্ন করে ॥
যখন যা ইচ্ছা হবে চেয়ো তার ঠাঁই।
তৎক্ষণাত তার কাছে পাবে তুমি তাই ॥
এত কহি স্বর্ণ হার বাহির করিল।
এই লও বলি তাযে অর্পণ করিল ॥
স্বর্ণ হার সমর্পণ করে নিশাচর।
পুত্র কর ধরে গেল আপনার ঘর ॥
আনন্দের নাহি সীমা রাজার ভবনে।
ধন্য ধন্য তোরস্তায কহে সর্ব্বজনে ॥
বহু ধন বিতরণ করিল রাজন।
সেই ক্ষণে নৃত্য গীত হলো আরম্ভণ ॥
আনন্দের নাহি সীমা কি কব বচন।
বাদ্য করে নানা মত বাজায় বাজন ॥
নৃত্যকীতে নৃত্য করে গাহকেতে গায়।
ঘাড় নাড়ে বাবু গণে গোঁড়া দেয় সায় ॥
ধানুকী ধনুক লয়ে দিতেছে টঙ্কার।
পাকগণে দিয়ে পাক ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥

রায়বেঁসে বাঁস লয়ে ঘুরায় সঘনে।
গোলেন্দাজ গোলা ছাড়ে বিকট নিস্বনে॥
অসীচর্ম্ম লয়ে কেহ খেলে অন্য সনে।
বাঁণেটী খেলায় কেহ আপসে দুজনে॥
এই রূপে সেই নিশি ক্রমে গত হলো।
পূর্ব্বদিকে প্রভাকর উদয় হইল॥
তপণাগমন দেখি যত সভ্যগণ।
সভা ভাঙ্গি সকলেতে গেল নিকেতন॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন বন্ধু জন।
অতঃপরে কি হইল করহ শ্রবণ॥

ত্রিপদী।

সভা ভাঙ্গি সর্ব্ব জন, গেল্ল তবে নিকেতন,
সেই দিন নিদ্রা সভে গেল।
পরদিন প্রত্যুষেতে, উঠে সভে নিদ্রা হতে,
সভা মাঝে সকলেতে এল॥
রাজা রাজসনোপরে, বসিলেন সুখ ভরে,
সঙ্গে লয়ে যত পাত্রগণ।
সঘনে ভেরী বাজায়, নকীবেতে ফুকরায়,
নক্বদ বাজায় সঘন॥
কহিতেছে মহারাজ, শুন বাপ তোরন্তায,
বড সুখি করেছে আমারে।
ইচ্ছা হয়েছে আমার, দিব তোঁহে পুরস্কার,
লহ বাঁপ যা লয় অন্তরে॥

এত শুনি তোরস্তায, বলিতেছে মহারাজ,
অবধান আমার বচন।
যদি কিছু দেন মোরে, এই ইচ্ছা মমান্তরে,
করিবারে দেশ পর্য্যটন ॥
এতেক শুনিয়া রায়, কহে রায় পুনঃরায়,
শুনহ ওরে বাপধন।
তুমিরে নয়ন তারা, তোমারে হইয়া হারা,
সারা হয়ে যাইবে জীবন ॥
দশরথ ত্রেতাযুগে, কৈকেইর বাক্য যোগে,
শ্রীরামেরে বনে পাঠাইল।
পুত্রে পাঠাইয়া বন, অবশেষ সে রাজন,
পুত্রশোকে পরাণে মরিল ॥
অতএব বাপধন, অন্য ধন যাচিঙ্গন,
কর তুমি নিকটে আমার।
দেশ বিদেশেতে যেতে, পারিব না পাঠাইতে,
কোরে তোরে নয়নের বার ॥
এতেক শুনি তোরণ, কহে শুন হে রাজন,
অন্য ধন নাহি প্রয়োজন।
বুঝিয়ে তাদের মন, কহে জিতেন্দ্র রাজন,
শুন শুন আমার বচন ॥
হয়েছে তোমার মন, করিবারে পর্য্যটন,
যাহ বাপ অতি সাবধানে।
কিবা পথে কিবা ঘাটে, কিবা গ্রামে কিবা মাঠে,
বিবাদ না কর কার সনে ॥

অনুমতি পেয়ে বীর, অন্তরে হয়ে অস্থির,
কহিতেছে গৃহাচার্য্য পানে।
শুন শুন দ্বিজবর, শীঘ্র দিন স্থির কর,
বিলম্ব না সহে মম মনে॥
দিন দেখি দ্বিজরাজ, বলে শুন যুবরাজ,
কল্য দিবা উত্তম হইল।
কালিকে প্রত্যুষ কালে, যাত্রা করো দুর্গা বলে,
যথা যাবে তথাই মঙ্গল॥

পয়ার।

সভা ভাঙ্গি সভ্যগণে নিজ স্থানে গেল।
রাজা রাজপুত্রে দোঁহে অন্দরে পসিল॥
তাযেরে দেখিয়া রাণী কহে মায়াভরে।
কাল নাকি যাবি বাপ দেশদেশান্তরে॥
তোমার জননী আমি অতি অভাগিনী।
পিতা মাতা ভেজে কোথা যাবে গুণমণি॥
নিমিকে না হেরে তোরে ওরে বাপধন।
কতকাল হেরি নাই হেন লয় মন॥
এতেক শুনিয়া তায কাতর হইল।
কাতর হেরিয়া পুত্রে অনুমতি দিল॥
অতঃপরে সেই দিবা নিশিগত হলো।
তপণ গগণোপরে উদয় হইল॥
গাত্রোত্থান করে তায আনন্দিত চিতে।
সাজিল অনেক সৈন্য তাযের সহিতে॥

প্রনাম করিল তায় পিতার চরণে।
আশীস করিল রায় সহাস্য বদনে ॥
অতঃপরে মাতৃ পদে প্রণাম করিয়া।
বিজ্ঞ জনে প্রণমিল আনন্দিত হৈয়া ॥
সকলে প্রণাম করি তায় কুতুহলে।
উপনীত হলো গিয়া আপন মহলে ॥
তাযে দেখি চমৎকার অতি মনদুঃখে।
না করিয়া বাক্যালাপ থাকে অধমুখে ॥
ধরিয়ে পত্নীর বাস গলে হস্ত দিয়া।
কহিতেছে তোমস্তাগ হাসিয়া হাসিয়া ॥
কেন প্রিয়ে বাক্যালাপ না করিছ বল।
তুরিতে আসিব প্রিয়ে হয়োনা চঞ্চল ॥
কহিতেছে চমৎকার স্বামি পদ ধরে।
পদ্ম নয়নেতে জল ঝরঝর ঝরে ॥
অবলা সরলা আমি ওহে প্রাণনাথ।
কিরূপে থাকিব বল চেয়ে আশাপথ ॥
অতএব প্রাণনাথ বাসনা অন্তরে।
তোমার সহিত যাই দেশ দেশান্তরে॥
যদি নাহি লয়ে যাও আমারে সঙ্গেতে।
পুনরায় দেখা নাহি হবে দুজনাতে ॥
জীবনে জীবন ঢালি তেজীব জীবন।
নহিলে খাইব বিষ এই মম পণ ॥
এই রূপ কথা সব কহে চমৎকার।
চমৎকারের বাক্য শুনে তায় চমৎকার ॥

কহিতেছে তোরন্তায বিনয় করিয়া।
ধৈর্য্য ধর প্রাণ ধন ওহে প্রাণপ্রিয়া ॥
কিঞ্চিৎ দিবস জন্য যাইব প্রবাসে।
কিঞ্চিৎ দিনের পর আসিব হে বাসে ॥
অতএব ধৈর্য্য ধর ওলো বিধুমুখি।
যাইতেছি বটে কিন্তু হেথা প্রাণ রাখি॥
এই রূপ করুণা করিল তায রায়।
কোন মতে চমৎকার প্রবোধ না যায় ॥
অনেক বুঝায়ে তায কহিছে তখন।
পথে নারী বিপরীতা শাস্ত্রের বচন॥
অতএব ক্ষান্ত হও শুন মম বাণী।
অনুমতি দেহ মোরে শুন চন্দ্রাণনী॥
তোমার নিকটে প্রিয়ে রাখি মম মন।
করিতেছি আমি ধনী প্রবাসে গমন ॥
এই রূপে অনেক প্রকারে তায রায়।
বুঝাইল বিধি মতে আপন ভার্য্যায় ॥
অতঃপরে সকলেরে করিয়ে প্রণাম।
যাত্রা করিলেন তায স্মরে দুর্গা নাম ॥

মধুকর ছন্দ ॥

অশ্বারুঢ হয়ে তবে তোরন্তায বীর।
উত্তরাভিমুখে, চলিল কৌতুকে,
হাতে লয়ে ধনু তীর ॥
সঙ্গেতে চলিল তার যত সঙ্গি গণ।

আমোদের সীমা, কি দিব উপমা,
ভেরীর ঘন নিস্বণ ॥
ছাড়াইল নানা দেশ স্থাবর আদি করে
তৃতীয় প্রহরে, সবে সঙ্গে করে,
প্রবেশে বন ভিতরে ॥
রথ অশ্ব হস্তী উষ্ট্র আদি যত করে।
বাহিরে রাখিয়া, আনন্দে মাতিয়া,
চলিল বন ভিতরে ॥
কিবা সেই হয় বন অতি মনোহর।
মনে অনুমানি, মদন আপনি,
বিরাজেন নিরন্তর ॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল সৌরব সুন্দর।
মকরন্দ আশে, অলিবৃন্দ আসে,
করে গুণ্‌গুণ্ স্বর ॥
ডাকিতেছে দ্বিজগণে বনে উচ্চৈঃস্বরে
শুনিলে সে স্বর, নিজে পঞ্চস্বর,
অস্থির হয় অন্তরে ॥
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে কোন স্থানে।
হেরিলে সে নৃত্য, বোধ হয় সত্য,
নিত্যধন এই স্থানে ॥
কোন স্থানে মৃগগণে তৃণাহার করে।
নিমিকেং, চমকেং,
পাছু হেরে বারে বারে ॥
কোনং স্থানে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।

ফলিয়াছে ফল, ডাকে দ্বিজদল,
বসিয়ে শাখা উপর ॥
কোন স্থানে মনোহর দিব্য সরোবর।
প্রস্তরে নির্ম্মান, তাহার সোপান,
পার্শ্বেতে শিবের ঘর ॥
আহা২ মরে যাই কিবা তার জল।
কাকের নয়ন, সমান জীবন,
ভাসিছে নলিনী দল ॥
মৎস্যগণে সে জীবনে দিতেছে সাঁতার।
তাহে কিবা শোভা, অতি মনোলোভা,
ডোবে ভাসে অনিবার ॥
কোন স্থানে মাতোয়ারা হইয়া বারণ।
বারণে বারণ, করে মহারণ,
নাহি হয় নিবারণ ॥
কোন স্থানে ব্যাঘ্রগণে আছয়ে নিদ্রিত।
গিয়া সেই স্থানে, যত শিবা গণে,
করিতেছে পদাঘাত ॥
কোনস্থানে অজাগণে করিছে চারণ।
আসিয়ে কেশরী, গণ্ডদেশ ধরি,
নাশিছে বলে জীবন ॥
মন্দ২ বহিতেছে জগৎ জীবন।
তাহে মন প্রাণ, করে আন চান,
কে বলে জগজ্জীবন ॥
বন দেখি আশ্চর্য্য হইয়া সর্ব্বজন।

যায় সর্ব্বজনে, আনন্দিত মনে,
ক্রমেতে নিবিড় বন॥
নহে সে সামান্য বন দীর্ঘে শত ক্রোশ।
প্রস্থের কারণে, অনুমানি মনে,
প্রস্থেতে পঞ্চাশ ক্রোশ॥

পয়ার।

বন মাঝে সর্ব্ব জনে করিছে ভ্রমণ।
হেন কালে শুন এক আশ্চর্য্য বচন॥
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ একটা কুরঙ্গ।
তাযের সম্মুখে এলো করি রঙ্গ ভঙ্গ॥
দেখিয়ে কুরঙ্গ রঙ্গ তোরস্তায রায়।
প্রেমানন্দে পুলকিত হইলেন কায়॥
কহিতেছে সবাকারে বদ্ধকণ্ঠ হয়ে।
ধর এই মৃগবরে যতন করিয়ে॥
অনুমতি পেয়ে তবে যত সঙ্গিগণ।
সকলে আসিয়া ঘেরে মৃগেরে তখন॥
কাঁপরে পড়িয়ে মৃগ চাহে ঘন ঘন।
কেহবা ধরিতে যায় করিয়া যতন॥
বিপদ জানিয়া মৃগ ঘরিয়া ঘরিয়া।
এক লম্ফে পড়িলেক বাহিরেতে গিয়া॥
অন্তরে পড়িয়া মৃগ পলাইয়া যায়।
তাহা দেখি তোরস্তায পাছু পাছু ধায়॥
ধৃত না করিতে পারি তোরস্তায রায়।
তৎক্ষণাৎ বাণে বিন্ধিলেক তার কায়॥

বাণাঘাতে পড়িলেক সেই মৃগবর।
কিছু কাল পরে প্রাণ করিল অন্তর।।
মৃত মৃগ লয়ে তায চাপি অশ্বোপরে।
পুনর্ব্বার এলো রায় সঙ্গি বরাবরে।।
হেনকালে দিবাকর কর নিবারিল।
নস্কর সহিতে রায় বনেতে বঞ্চিল।।
এই রূপে সেই নিশি সকলে বঞ্চিল।
পূর্ব্বদিগে তরুণ অরুণ প্রকাশিল।।
গাত্রোত্থান করে তবে তায লোক জন।
প্রাতঃক্রিয়া করিবারে করিল গমন।।
নিদ্রা তেজি তোরন্তাব উঠিয়া প্রফুল্লে।
স্নান আদি করি তায বসে কুতুহলে।।
ভৃত্যগণে দিব্য ফল করিয়া চয়ন।
তাযের নিকটে সভে করে আনয়ন।।
নিজ হস্তে তোরন্তাব করিয়া বণ্টন।
সকলে দিলেক ফল করিতে ভক্ষণ।।
সকলে লইয়া ফল ফলাহার করি।
জলপাণ করি সবে বসে সভা করি।।
কহিতেছে তোরন্তাব সবাকার প্রতি।
শুনহ সকলেতে আমার ভারতী।।
তোমরা সকলে যাও বনের বাহিরে।
যথায় আছয়ে রথ অশ্ব আদি কোরে।।
সেথায় তোমরা সভে করহ গমন।
পশ্চাৎ যাইব আমি মৃগয়া কারণ।।

অনুমতি পেয়ে তবে যত সঙ্গিগণ।
বনের বাহিরে সভে করিল গমন॥
সবারে পাঠায়ে তবে তোরস্তায রায়।
অশ্বারুঢ় হয়ে রায় যায় মৃগয়ায়॥
একাকী যাইল বনে নাহি অন্য জন।
নিবিড় অরণ্যে মৃগ করে অন্বেষণ॥
রাক্ষসের স্বর্ণহার আছয়ে গলেতে॥
ক্রমে প্রবেশয়ে তায গহন বনেতে॥
তথাপি না পায় মৃগ জিতেন্দ্র নন্দন।
হলো দ্বিপ্রহর বেলা প্রখর তপণ॥
শ্রান্ত হয়ে বৃক্ষ মূলে বসিয়ে রাজন।
মনেতে প্রতিজ্ঞা তবে করিছে তখন॥
যদি আমি আজ মৃগ নাহি পাই হেথা।
কুত্রাপি না ফিরে যাব সঙ্গিগ। যথা॥
এই রূপ তোরস্তায করিছে চিন্তন।
হেনকালে মৃগ এক দিল দরশন॥
মৃগ দেখি তোরস্তায অশ্বারুঢ় হয়ে।
লক্ষ করিলেক মৃগে ধনুর্ব্বাণ লয়ে॥
ব্যাকুল হইয়া মৃগ করে পলায়ন।
পশ্চাতেং তায করিছে গমন॥

ত্রিপদী।

মৃগের পশ্চাতে রায়, ক্রমাগত ধায়ে যায়,
তবু মৃগ না পারে মারিতে।

কুরঙ্গ চতুর বড়, কভু হয়ে জড়শড়,
লুকাইত হয় অরণ্যেতে॥
কভু প্রকাশিত হয়ে, ঘন পাছু পানে চায়ে,
প্রাণ ভয়ে করে পলায়ন॥
হাতে লয়ে ধনু তীর, তোরস্তায মহাবীর,
পাছুং করয়ে ভ্রমণ।
সমস্ত দিবস তায, ভ্রমে অরণ্যের মাঝ,
তবু মৃগ না হয় পতন॥
দিবাকর অস্ত গেল, নিশি জানি শশী এলো,
তোরস্তায ভাবয়ে তখন।
আইল ঘোর সর্ব্বরী, এবে যাই ত্বরা করি,
যথা আছে মম সঙ্গিগণে॥
এতেক মনে ভাবিয়া, অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
যায় রায় পবন গমনে॥

পয়ার।

দুই মাস ক্রমাগত করিয়া ভ্রমণ।
পরে বন প্রান্তভাগ করে দরশন॥
বনের বাহিরে তায করিয়া গমন।
দেখে তথা নাহি গ্রাম নাহি লোক জন॥
সম্মুখে দেখেন জলাশয় দীর্ঘাকার।
দৃষ্টের বাহির হয় তার পারাপার॥
হেরিষে বিষাদ হয়ে জিতেন্দ্র নন্দন।
বৃক্ষ মূলে ঘোটকেরে করিল বন্ধন॥

পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে তোরণ নরেশ।
বসিলেন বৃক্ষ মূলে বৃক্ষে দিয়া ঠেষ ॥
তাহে মন্দমন্দ বহে জগত জীবণ।
তায় নেত্রে নিদ্রা আসি করে আকর্ষণ ॥
নিদ্রাতে আশক্ত হয়ে জিতেন্দ্র নন্দন।
অনায়াসে বৃক্ষ মূলে করিল শয়ন ॥

মধুকর ছন্দ।

এই রূপ তোরন্তায তথা নিদ্রা যায়।
শুনহ সকলে, কথা কুতূহলে,
কি হইল পরে হায় ॥
রূপ জিনি চারি পরী অতি রূপবতী
পাখা বিস্তারিয়া, অম্বর বাহিয়া
যাইতেছে দ্রুতগতি ॥
আচম্বিতে চারি জনে হেরিল তাযেরে।
দেখিয়া তাযেরে, তাহারা সত্বরে,
নামিলেক মহীপরে ॥
হেরিয়া তাযের রূপ কহে পরস্পরে।
আহা মরি মরি, কিবা রূপ হেরি,
পড়িয়া মৃত্তিকা পরে ॥
অনুমান করি এর নাহি মাতা পিতা।
তা হলে এজন, করিয়ে শয়ন,
কিসের কারণ হেথা ॥
কেহ কহিতেছে হবে রাজার নন্দন।

মৃগয়া কারণে, এসেছিল বনে,
হারায়েছে সঙ্গিগণ ॥
কেহ কহিতেছে এহ মনুষ্য নহিবে।
দেবতা কিন্নর, কিম্বা বিদ্যাধর,
ইহার ভিতরে হবে ॥
কেহ কহিতেছে এই মানুষ হইবে।
নহিলে এখানে, শুয়ে কি কারণে,
দেব যক্ষ যদি হবে ॥
কেহ কহিতেছে কিবা রূপ আহা মরি।
ইচ্ছা হয় মনে, লইয়ে ভবনে,
রাখি গো যতন করি ॥
আহা মরি কিবা মুখ দেখে যায় দুঃখ।
গগণ শশাঙ্ক, ধরেণ কলঙ্ক,
অকলঙ্ক হেরি মুখ ॥
তুণ্ডকেরী তুচ্ছ করি কিবা ওষ্ঠাধর।
ইচ্ছা হয় ওষ্ঠে, রাখি ঐ ওষ্ঠে,
নাশিয়া স্মরের শর ॥
আহামরি কিবা কর্ণ নাসা পরিপাটি।
দেখিহ নয়ন, ওরে নিদ্রা শুন,
ছেড়ে দেহ আঁখি দুটি ॥
ঈষৎ গোফের রেখা কিবা যুগ্ম ভুরু।
যেন শরাসন, অনুমানে মন,
কপোল কিবা সুচারু ॥
আহামরি কিবা গ্রীবা কিবা বক্ষঃস্থল।

তাহে লোমাবলী, ঈষৎ গা তুলি,
করেছে নারী বিকল ॥
নয়নেতে আহামরি কিবা হেরি কর।
তাহাতে অঙ্গুলি, স্বর্ণের পুতুলি,
নখ যেন প্রভাকর ॥
এ অবধি তায গাত্র করিল বর্ণন।
ইহার পরেতে, অমূল্য বাসেতে,
আছিলেক আচ্ছাদন ॥
হেরিয়া তাযের রূপ ঐ চারি পরী।
আশ্চর্য্য হইয়া, গালে হাত দিয়া,
রহিয়াছে সারি সারি ॥
তার মধ্যে এক পরী কহিছে অন্যেরে।
আমি ইচ্ছাকরি, এরে সঙ্গে করি,
লইয়া যাই আগারে ॥

পয়ার।

হেরিয়া তাযের রূপ হয়ে অতি হর্ষ।
এই রূপ চারি পরী করে পরামর্শ ॥
তাযেরে করিয়া স্কন্ধে ঐ চারি জন।
এক পরী গণ্ডদেশ করিল ধারণ ॥
কোন পরী তাযপৃষ্ঠে দিয়া নিজ স্কন্ধ।
বক্ষ স্থলে হস্ত দিয়া করিলেক বন্ধ ॥
কোন,পরী নিতম্বেতে নিজ স্কন্ধ দিয়া।
ধরিলেক আঁকাড়িয়া হস্ত পসারিয়া ॥

আর ধনী দুই পদ করিয়া ধারণ।
নিজ স্কন্ধে সযতনে করিল অর্পণ ॥
এই রূপে চারি পরী তাযে স্কন্ধে লয়ে।
উঠিলেক বিমানেতে পাখা বিস্তারিয়ে॥
স্থাবর জঙ্গম দেশ আদি উপবন।
তেয়াগিয়া উপনীত হলো নিকেতন॥
কিবা তাহাদের বাটী আহা মরি মরি।
স্বর্ণে নির্ম্মিত তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারি॥
স্বর্ণময়ী পুরী সেই অতি মনোহর।
চতুঃস্পার্শে পুষ্পোদ্যান আর সরোবর॥
স্ফটিকে নির্ম্মাণ ঘাট অতি শোভাকর।
বনেতে করিছে কেলি যত জলচর॥
সে ভবন মাঝে হয় চতুর্থ মহল।
ঐ চারি পরী থাকে নাহি কোলাহল॥
এ খানেতে এই রূপ হইল ঘটন।
সেখানের সমাচার করহ শ্রবণ॥
তাযেরে না হেরি তারা পুনরাগমন।
বন মাঝে সৈন্য গণে করে অন্বেষণ॥
তাযের সন্ধান না পাইয়া সেনাগণ।
সেনাপতি নিকটেতে দিল দরশন॥
কহিতেছে সেনাগণে করযোড় করে।
অবধান মহাশয় নিবেদি তোমারে॥
বহু অন্বেষণ মোরা করেছি কাননে।
তথাপি সাক্ষাৎ নাহি হোলো তাঁর সনে॥

কিন্তু বন মাঝে এক দেখিনু আশ্চর্য্য।
আছেন কামিনী এক বড়ই সৌন্দর্য্য ॥
প্রস্তরের বাটী তাঁর অতি সুগঠন।
সঙ্গেতে আছয়ে তাঁর দাসী দুই জন ॥
জিজ্ঞাসা করিনু মোরা তাহার গোচরে।
বলিলেন জানি বটে গেছে এই ধারে ॥
পরে জিজ্ঞাসিনু মোরা কে হন আপনি।
কহিলেক আমি হই যক্ষের নন্দিনী ॥
পরে তথা হতে মোরা করিয়া গমন।
বহু স্থানে করিলাম তাঁরে অন্বেষণ ॥
তথাপি নাহিক দেখা হলো তাঁর সনে।
উপায় করুন যাহা লয় তব মনে ॥
এতেক শুনিয়া বানী সবার বদনে।
কহিতেছে সেনাপতি বিষাদিত মনে ॥
শুন২ মম বাক্য যত সেনা গণে।
কেমনে ফিরিয়া সবে যাব নিকেতনে।
সবে মাত্র এক পুত্র জিতেন্দ্র রাজার।
তাহাতে পাইলে রায় এই সমাচার ॥
নিশ্চয় জিতেন্দ্র রায় তেজিবে জীবণে।
অনলে জীবনে কিম্বা অসির ঘাতনে ॥
কি করি কোথায় যাব ওরে সেনাগণ।
কোথা গেলে বল তার পাই দরশন ॥
অন্তরে চিন্তিয়া তবে সেনাপতি বলে।
চল সবে নিবে দিব রাজার সদনে ॥

ইহাতে থাকুক প্রাণ কিম্বা যায় যাবে।
পলালেও তবু নাহি পরাণ বাঁচিবে ॥
যুক্তি করে সেনাপতি সৈন্যের সহিত।
আজ্মীর নগরে হলো সভে উপনীত ॥
সৈন্য কোলাহল শুনি যত প্রজা গণ।
রাজ পুত্র এলো বলি করয়ে নিঃস্বণ ॥
অতঃপরে কর যোড়ে রাজবাটী দ্বারে।
উপনীত হলো সভে সভয় অন্তরে ॥
পুত্র আগমন জানি রায় আনন্দেতে।
উপনীত হলো দ্বারে অন্তঃপুর হতে ॥
রাজারে নয়নে হেরে যত সেনাগণ।
ত্রাসেতে কম্পিত হয়ে ফিরায় বদন ॥
সেনাপতির প্রতি তবে কহে মহারাজ।
কহ২ সেনাপতি কোথা তুরন্তায ॥
শুনিয়া রাজার বাণী অতি মনোদুঃখে।
সজল নয়নে তেঁহ রহে অধোমুখে ॥
পুনঃ কহিতেছে রায় কহ সেনাগণ।
কেন তোরা অধোমুখে না কহ বচন ॥
কহিতেছে সেনাপতি কর যোড় করে।
সবধান মহারাজ নিবেদি তোমারে ॥
কহিলেক পূর্ব্বের যতেক সমাচার।
শুনিয়া নৃপতি দ্বারে করে হাহাকার ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে মহীর উপরে।
সেনাপতি ত্বরিতে রাজারে তুলি ধরে ॥

সুশীতল জল আনি মুখে সিঞ্চাইল।
চৈতন্য পাইয়া রায় কান্দিতে লাগিল॥
কান্দিতেছে মহারাজ বিলাপ করিয়া।
হায়রে বিধাতা তোর নাহি মায়া দয়া॥
নাহি মম পুত্র পৌত্র দৌহীত্রাদি কন্যা।
সবে মাত্র ওই পুত্র রূপে গুণে ধন্য।
তাহাও হরিয়ে নিলি নিদারুণ বিধি॥
ওরে বিধি তোরে গঠে ছিল কোন বিধি।
অন্তঃপুরে রাজ রানী শুনিয়া শ্রবণে॥
মুর্চ্ছিতা হইয়া রাণী পড়ে ধরাসনে॥

ত্রিপদী।

অন্তঃপুরে কাঁদে রাণী, করে হাহাকার ধ্বনি,
　　কপালেতে করাঘাত করি।
বলে কোথা তোরতাত, মায়েরে হানিছ বাজ,
　　একেমন তোমার চাতুরি॥
দশ মাস দশ দিন, হয়ে আমি কার্য্য হীন,
　　ধরে ছিনু তোমারে উদরে।
নাহি তব মায়া দয়া, পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
　　অনায়াশে ত্যেজিলে আমারে।
হায়রে পামর বিধি, হরে নিলি দিয়ে নিধি,
　　এই তোর ছিল কিরে মনে।
রবিসুত কহি তোরে, শীঘ্র ডাকি লহ মোরে,
　　দয়া করে তোমার ভবনে॥

কি করিব কোথা যাব, আমি নারী কি করিব,
কোথা গেলে তাযেরে পাইব।
কে আর ডাকিবে মোরে, মা মাঁ বলে উচ্চৈঃস্বরে,
কারে আমি পুত্র বলি কব ॥
শুন ওগো সখি গণ, শীঘ্র করি আয়োজন,
চিতা সজ্জা কর গো যতনে।
ত্যেজিব ছার জীবন, মিছা গৃহ নিকেতন,
বল আর কাহার কারনে ॥
যদি না শুনিস্ তোরা, নিশ্চয় হইব সারা,
জীবনেতে জীবন ত্যেজিয়ে।
এতো কহি ধায় রাণী, নয়নে বহিছে পানি,
হাহাকার বদনে করিয়ে ॥
সখি গণে সকাতরা, ধায় তারা হয়ে ত্বরা,
মণি হারা ফণীর মতন।
ধরিয়া রাণীর পায়, বলে সখি গৃহে আয়,
কোথায় করিছ গো পয়াণ ॥
চমৎকার দুঃখ মনে, জিজ্ঞাসিছে সখি গণে,
কহ সখি শুনি বিবরণ।
কি কারনে কান্দে সবে, সত্য করি মোরে কবে,
নতুবা গো ত্যেজিব জীবন ॥
এতেক শুনিয়া বাণী, কাঁদিয়া যত সঙ্গিনী,
কহিতেছে শুন রাজবালা।
কহিতে প্রাণ বিদরে, কি ক্নোরে কহিব তোরে,
একে তুই নব প্রেমবেলা ॥

তব যৌবনের তরি, বৃথা হলো সহচরি,
কি কহিব কহিতে যে নারি।
এ তরি কাণ্ডারী বিনে, কিরূপে চলিবে বনে,
কহ২ ওগো সহচরি॥
এতেক শুনিয়া ধনী, করে হাহাকার ধ্বনি,
পড়িলেন অবনী উপরে।
চৈতন্য হইল হারা, দুনয়নে বহে ধারা,
সখিগণে সযতনে ধরে॥
আনি সুশিতল জল, ত্বরিতে সখির দল,
সিঞ্চাইল কমল বদনে।
কিঞ্চিত পরেতে ধনী, চৈতন্য পেয়ে অমনি,
কর হানে কপালে সঘনে॥
এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
মুক্তামণি দাম ছিন্ন হলো।
তাহে অনুমানি মনে, বুঝি তায় অন্বেষণে,
মুক্তামণি ছিঁড়িয়া পড়িল॥
ধুলায় লুণ্ঠিত কায়, মণিহারা ফণী প্রায়,
গড়াগড়ি যায় ভূতলেতে।
স্বর্ণবর্ণ পাণ্ডুহলো, শশীমুখ শুখাইল,।
পতিব্রতা পতি বিহনেতে॥

পয়ার।

চৈতন্য হইয়ে প্রাপ্ত পরে চমৎকার।
পতি শোকে হানে বুকে হস্ত বারম্বার॥

কোথা ওহে প্রাণনাথ প্রাণের জীবন।
কিরূপে বাঁচিব প্রাণে ওহে প্রাণধন।।
সতীর পতির সম নাহি আর প্রাণ।
পতি বিনে রমণীর নাহি পরিত্রাণ।।
ওগো সখি প্রাণ সখি কখন যাইবে।
ওরে প্রাণ বিনে প্রাণ কি সুখ হইবে।।
ওরে প্রাণ মম প্রাণ আছে যেই স্থানে।
পাবে সুখ যাবে দুঃখ যাহ সেই স্থানে।।
হে ভূষণ কি কারণ আছ দেহে আর।
সৌরভ গৌরব তব হলো ছারখার।।
পেসোয়াজ কিবা কায আছে হে তোমাতে।
ত্যেজে অঙ্গ অগ্নিসঙ্গ কররে ত্বরিতে।।
এই রূপে বিনাইয়া কান্দে চমৎকার।
আকাশে আকাশবাণী হলো চমৎকার।।
শ্রবণে শ্রবণ কর ওগো চমৎকার।
পাইবে তোমার পতি চিন্তা কিবা তার।।
আকাশে আকাশবাণী শুনি চমৎকার।
ক্রন্দন ত্যেজিল পরে রাণী চমৎকার।।
সখি গণে হৃষ্টা মনে রাজারে জানায়।
নাহি ভয় মহাশয় পাইবে তনয়।।
আকাশে আকাশবাণী হইল যে রূপ।
প্রত্যক্ষেতে সখি গণ কহিল সেরূপ।।
শুনে রায় হৃষ্টকায় কহিছে ভার্য্যারে।
নাহি ভয় পুনঃরায় পাইকে কুমারে।।

কহিল আকাশবাণী জিতেন্দ্র রাজন।
আনন্দসাগরে সভে হইল মগন ॥
এইরূপ সকলেতে শোক পাশরিয়া।
নিজ২ কার্য্যে সবে বসিলেক গিয়া ॥
সেখানেতে তোরন্তায নিদ্রা পরিহরি।
দেখিতেছে বন নয় হেমময় পুরি ॥
মনে২ ভাবে তায এ কি চমৎকার।
কিরূপে এরূপ হলো এবাটী বা কার ॥
এই রূপ তোরন্তায করে দরশন।
আশ্চর্য্য মানিয়া মনে করিছে ভ্রমণ ॥
হেনকালে সেই চারি পরী উপনীত।
তাযেরে হেরিয়া তারা হলো আনন্দিত ॥
জিজ্ঞাসিছে তায প্রতি পরী চারি জন।
কহ তব কিবা নাম কোথা নিকেতন ॥
কিরূপে আইলে হেথা কাহার সহিতে।
কোন জাতি হও তুমি কহিবে সত্যতে ॥
হেরিয়া তাদের রূপ তোরন্তায রায়।
অনিমিকে চেয়ে দেখে নাহি নড়ে কায় ॥
কহিতেছে তোরন্তায তাহাদের প্রতি।
শুন মম পরিচয় যতেক যুবতি ॥
আজ্মীর দেশের রাজা জিতেন্দ্র রাজন।
তোরন্তায নাম মম তাহার নন্দন ॥
ক্ষত্রিকুলে জন্ম মম সূর্য্যকুলোদ্ভব।
এসেছিনু পর্য্যটনে শুন কহি সব ॥

হারাইয়া সঙ্গিগণে গহনকাননে।
পথশ্রমে শ্রান্ত হয়ে আছিনু শয়নে॥
কেমনে এলেম এথা কহিবারে নারি।
অপরূপ এইরূপ বুঝিতে না পারি॥
তোমরা কেবা হও বটে দেহ পরিচয়।
কোন যাতি কিবা নাম দেশ কার হয়॥
এদেশের কিবা নাম কহ বিবরিয়া।
শুনিয়া সুস্থির হকু মম কম্প হীয়া॥
তার মধ্যে কোন পরী দেয় পরিচয়।
শুনহ পরিচয় ওহে মহাশয়॥
এদেশের নাম হয় কীলান শহর।
পরী রাজধানী ইহা অতি মনোহর॥
পুরুষ নাহিক এথা স্ত্রীলোকেতে রাজা।
পুরুষ আইলে এথা পায় দিব্য সাজা॥
মোরা চারি সহোদরা না থাকি একেলা।
শকুন্তলা সমুজ্জলা চঞ্চলা চপলা॥
এই চারি নাম ধরি চারিটি ভগিনী।
আমরা এনেছি তোঁহে ওহে নৃপমণি॥
দেখিয়া তোমার রূপ কন্দর্প সমান।
পঞ্চবাণ হানিলেক পঞ্চ ফল বাণ॥
দগ্ধা হয়ে কামানলে মোরা চারি জন।
আনিয়াছি তোঁহে রায় করিয়া যতন॥
নির্ভয়ে থাকহ হেথা নাহি কোন ভয়।
বাটীর বাহিরে নাহি যাও রসময়॥

এতেক শুনিয়া তায় কহিছে তাহারে।
কহ মোরে বিবরণ ইচ্ছা শুনিবারে॥
যদি হেথা নাহি থাকে পুরুষ রতন।
কিরূপে জন্মায় তবে তনয়া নন্দন॥
হাসিয়া কহিছে পরে সেই চারি পরী।
অবধান রসময় নিবেদন করি॥
আমাদের আছে এক দিন নিরুপণ।
ছমাস অন্তরে হয় উভয়ে মিলন।
নিয়ম লঙ্ঘিয়া যদি আসে কোন জন।
তৎক্ষণাৎ তার শির করয়ে ছেদন॥
অতএব মহাশয় করি নিবেদন।
বাটীর বাহিরে কভু করোনা গমন॥
একেত মানব তুমি দেখিলে নয়নে।
নিশ্চয় নাহিক রায় বাঁচিবে পরাণে॥
এই রূপে পরীগণে পরিচয় দিয়া।
কহিতেছে তোরস্তাযে বিনয় করিয়া॥
অবধান রসময় করি নিবেদন।
এইক্ষণে কামবাণ কর নিবারণ॥
অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ ওহে রসময়।
অধিক কি দিব তোঁহে আমি পরিচয়॥
রসিকের শিরোমণি তুমি নরমণি।
প্রকাশেতে কায্য নাই বুঝহ আপনি॥

তোটক ছন্দ।

এতেক শুনিয়া কহে তায বীর।
ক্ষান্ত হও সবে মোর বাক্য ধর ॥
আমি একা নর তোমরা চারিজন।
কহনা কেমনে হইবে মিলন ॥
এতেক শুনিয়া শকুন্তলা ধনী।
হাসিয়া কহিছে শুন গুণমণি।
নাহি কর ভয় নাহি কর ভয়।
আগে তোঁহে মোহে হবে পরিচয় ॥
কালিকে হইবে সমূজ্জলা সনে।
এরূপে হইবে ক্রমে চারিজনে ॥
হাসিয়া কহিছে তবে তাযরায়।
রণ সজ্জা কর বিলম্ব না সয় ॥
শকুন্তলা হাসি রথ সজ্জা করে।
তাযরায় সনে মাতিল সমরে ॥
রণে বাদ্য বাজে কিবা আহামরি।
কিঙ্কিণী কঙ্কন বাজে বলিহারি।
এরূপে উভয়ে বাদিল বিবাদ।
মদন অন্তরে গানিল প্রমাদ ॥
নির্ভয়ে উভয়ে করয়ে সমর।
দাপটে চাপটে কাটে স্মর শর ॥
চাপট মারিব তায মনে করে।
ধনী কুচঢালি দিয়া রক্ষা করে ॥

পয়ার।

অতঃপরে পরিকরে বসে পঞ্চজন।
প্রফুল্ল অন্তরে করে বাক্য আলাপন॥
কহিতেছে তোরন্তায শুন সব প্রিয়া।
কোন কর্ম্ম কর সভে কহ বিবরিয়া॥
কহিতেছে শকুন্তলা শুন রসময়।
সদত থাকি হে মোরা রাণীর আলয়॥
বড় ভাল বাসে আমাদের পরী রাণী।
তাঁর সহচরী মোরা চারিটী ভগিনী॥
পুনঃ কহে তোরন্তায শুন প্রাণ প্রিয়ে।
সন্তানাদি কিবা তাঁর কহ প্রকাশিয়ে।
কহিতেছে শকুন্তলা নিবেদন করি।
নাহি পুত্র সবে মাত্র একটী কুমারী॥
হীরাজাদ নাম ধরে অত্যন্ত সুন্দরী।
রূপে তার কাছে তুল্য নহে বিদ্যাধরী॥
বয়ক্রম হবে তার ষোড়ষ বৎসর।
রূপ নহে রূপ তার রূপের আকর॥
শকুন্তলা প্রতি তায কহিতেছে তবে।
এথা হতে আজ্মীর কত দূর হবে॥
কহিতেছে শকুন্তলা শুনহ রাজন।
দুই বৎসরের পথ তোমার ভবন॥
কিন্তু মোরা নিমিষেতে যাইবারে পারি।
হেন শক্তি আমাদের আছে দণ্ডধারী॥

এতেক শুনিয়া তায সহাস্য বদনে।
শকুন্তলা প্রতি কহে মধুর বচনে॥
শুন ওহে প্রাণ প্রিয়া আমার বচন।
পরীরাজ রাজ্য দেখ্‌তে হয় মম মন॥
কিন্তু মোরে দেখাইতে হইবে তোমারে।
ইহার উপায় প্রিয়ে কও হে আমারে॥
কহিতেছে শকুন্তলা হাস্য বদনেতে।
দেখাইব সেই রাজ্য অদ্য রজনীতে॥
এইরূপ বাক্যালাপ করে কতক্ষণ।
আহারীয় দ্রব্য সব করে আয়োজন॥
নানা রূপ ফল মূল মিষ্ট আস্বাদন।
তাযের সন্মুখে আনি করিল স্থাপন॥
আহার করিয়া তবে তোরন্তায রায়।
তাম্বুল খাইয়া রায় বসিল শয্যায়॥
ঐ চারি পরী পরে কহে তায প্রতি।
রাণীর নিকটে যাই দেহ অনুমতি॥
কহিতেছে তোরন্তায যাহ প্রাণ প্রিয়ে।
ত্বরিতে আসিবে কিন্তু আপন আলয়ে॥
অনুমতি পেয়ে তারা করিল গমণ।
শয্যাতে শুইয়া রায় করেন চিন্তন॥
যদি বিধি আনিয়াছে আমারে এখানে।
হীরাজাদে হেরে তবে যাইব ভবনে॥
যদি কভু নাহি পাই তার দরশন।
নিশ্চয় ফিরিয়া নাহি যাব নিকেতন॥

এই রূপ তোরন্তায ভাবিতে লাগিল।
নিশির সহিতে শশী উদয় হইল॥
দ্বিজগণে নিজ স্থানে করিল গমন।
মন্দ২ বহিতেছে জগৎজিবন॥
রাণীর নিকট হ'তে পরী চারি জন।
উপনীত হলো আসি নিজ নিকেতন॥
প্রাণ নাথ২ বাক্য উচ্চারিয়ে।
তাযের নিকটে গেল আনন্দিতা হয়ে॥
কহিতেছে পরীগণে চেয়ে তোরন্তাযে।
চল দেখাইব নাথ পরিরাজ রাজ্যে॥
এতেক কহিয়া পরে পরি চারিজন।
আনিলেক দিব্য এক রত্ন সিংহাশন॥
তদুপরে তাযবরে করিয়া স্থাপন।
চারি জনে স্কন্ধে করে করিল গমন॥
ক্রমেতে অম্বর বাহি উড়িয়া চলিল।
সে সময়ে কিবা শোভা গগণে হইল।
যেন পূর্ণ শশধর গগণ উপরি।
উদয় হইল সঙ্গে লয়ে সহচরি॥
কিয়দ্দুর গিয়া কহে শুন নটবর।
ঐ দেখ আমাদের রাজার নগর॥
কহিতেছে তোরন্তায পরীগণ প্রতি।
চল এবে গৃহে চল ওলো রসবতি॥
অনুমতি পেয়ে তবে ঐ চারি পরী।
চলিল আকাশ পথে তাঁযে স্কন্ধে করি॥

কিন্তু সদা রসরাজ জগদীশে স্মরি।
হীরাজাদে ভাবে মনে জপমালা করি॥
বাহিয়া বিমান পথ পরী চারিজনে।
উপনীত হলো আসি নিজ নিকেতনে॥
পরে পঞ্চ জনে মিলে আহারাদি করে।
চপলা সহিতে তায শোয় শয্যাপরে॥
নিশি শেষে তোরন্তায দেখিছে স্বপন।
স্বপ্ন কথন যাহা শুন সর্ব্বজন॥
যেন তায নিকটেতে আসি হীরাজাদ।
কহিতেছে গাত্রোত্থান কর প্রাণনাথ॥
আনিয়াছি বরমাল্য তোমার কারণে।
বরণ করিব তোঁহে সানন্দিত মনে॥
এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়ে তাযরায়।
নিদ্রা তেজি তাযরায় করে হায় হায়॥
ক্ষিপ্ত প্রায় হলো রায় স্বপন দেখিয়া।
মুখে বলে কোথা গেল আমারে তেজিয়া॥
কহিতেছে নবকৃষ্ণ শুন সর্ব্বজন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা কে করে খণ্ডন॥
সেখানেতে হীরাজাদ স্বপন কৌশলে।
দেখিয়াছে তোরন্তাযে আপন মহলে॥
স্বপনে দেখিয়া তাযে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে।
কহিতেছে সখিগণে কাতরা হইয়ে॥
উঠ২ সখিগণ নিদ্রা পরিহর।
ত্বরিতে যাইয়া সবে দ্বাররুদ্ধ কর॥

পলালং ঐ ওরে সখিগণ।
ত্বরিতে উঠিয়া ধর করিয়া যতন॥
এতেক কহিয়া ধনী করিছে রোদন।
মোরে তেজি কোথা নাথ করিলে গমন॥
মন মত পতি আমি পাইয়া ভবনে।
পায়ে করি ঠেলিলাম কিসের কারণে॥
ওরে নিদ্রা প্রাণনাথে কোথা লুকাইলি।
কি দোষ করেছি তোর এ বাদ সাধিলি॥
হায় যদি প্রাণনাথ এই মনে ছিল।
তবে কি কারণে মোরে দেখা দিলে বল॥
এইরূপ হীরাজাদ করিছে রোদন।
সখিরা রোদন শুনি পাইল চেতন।
কে কাঁদেং বলে যত সখিগণে।
দেখে হিরাজাদ কাঁদে পড়ে ধরাসনে॥
ত্বরীতে আসিয়া তবে যত সখিগণ।
ধরা ধরি করে তোলে হীরারে তখন॥
কহিতেছে কোন সখি ওগো ঠাকুরাণি।
কি কারণে কাঁদিতেছ কহ কহ শুনি॥
কার সনে বাক্যালাপ নাহি করে ধনী।
ফুকারিয়া কাঁদে শুদ্ধ ভালে কর হানি॥
এইরূপ হীরাজাদ করিছে রোদন।
অস্থির হইল হেরে যত সখি গণ॥
তার মধ্যে কোন সখি কহিতেছে বানী।
যার জন্য কাঁদ ধনী তাই দিব আনি॥

প্রকাশিয়া কহ আগে সর্ব্ব বিবরণ।
তবেত করিব আমিতার অন্বেষণ ॥
আমরা আছি গো সদা তব আজ্ঞাকারী।
যাহা ইচ্ছাকর মোরা আনির্ণদিতে পারি ॥
বালিকার মত শুদ্ধ করিলে রোদন।
তাহলে বাসনা তব হবেনা পুরণ ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে হীরাজাদ।
মিছা মিছি কেন বিধি সাধে বল বাদ ॥
এখন বিধিরে তোরা বল সখি গণ।
অবিবাদে যেন দেয় মম প্রাণ ধন ॥
এতেক শুনিয়ে বাণী যত সখিগণ।
বুঝিলেক পাইয়াছে ইহারে মদন ॥
এই রূপে সেই নিশি ক্রমে গত হলো।
পুর্ব্ব দিগে নবভানু প্রকাশ পাইল ॥
উঠিলেক যত পরী নিদ্রা পরি হরি।
বদনেতে ইষ্ট নাম উচ্চারণ করি ॥
এখানেতে তোরন্তায গাত্রোত্থান করি ॥
কহিতেছে পরিগণে শুন সহচরি ॥
তোমরা যাইবে প্রিয়ে রাণির আগারে।
একাকী বসিয়া রব কি রূপ প্রকারে ॥
অতঃপরে শকুন্তলা ভগ্নিগণ সাথে।
উপনীত হলো গিয়া রাণীর বাটীতে ॥
এখানেতে তোরন্তায স্নানাদি করিয়া।
মানসেতে হর পুজে নয়ন মুদিয়া ॥

মানসে শিব পূজা।

মনে মনে স্বর্ণকুম্ভে, পূর্ণ কোরে নিরে।
শঙ্করে করায় স্নান, প্রফুল্ল অন্তরে॥
অন্তরে অম্বর আদি নানা অলঙ্কারে।
চিন্তিয়া শঙ্করে তায সঁপে সমাদরে॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি, নানা ফল ফলে।
মানসে মহেশে পূজে, তায কুতূহলে॥
অন্তরে চামরে চিন্তি, ভোরন্তায রায়।
শঙ্করে ব্যজন করে পুলকিত কায়॥
মানসে শ্রীঅবিনাশে, ষোড়শোপচারে।
পূজিয়া জিতেন্দ্রাত্মজ, সানন্দ অন্তরে॥
পরে যুগ্মকরে করে, শঙ্করে স্তবন।
কোথা ওহে উমাপতি অধমতারণ॥
তুমি নিত্য নিরঞ্জন, সংসারের সার।
তুমি দিবা তুমি নিশা, তুমি নির্ব্বিকার॥
জয়২ শম্ভু ঈশ ঈশান শঙ্কর।
জয়২ কপর্দ্দিন, হর স্মরহর॥
জয়২ মৃত্যুঞ্জয়, জয় সিতিকণ্ঠ।
জয় ব্যোমকেশ ভব, ভুতেশ শ্রীকণ্ঠ॥
জয়২ গিরীশ, গিরিশ মহেশ্বর।
শ্রীনীল লোহিত জয়, শ্রীচন্দ্র শেখর॥
শ্রীখণ্ড পরশু জয়, মৃড় বামদেব।
কৃশানুরেতস্ জয়, ভর্গ মহাদেব॥

এরূপ প্রকারে তায, শঙ্করে পুজিল।
অন্তর্যামিনী শিব, সকল জানিল ॥
বৃষভ বাহনে শিব নন্দি ভৃঙ্গি সনে।
উপনীত হলো ভোলা পরীর ভবনে ॥
শঙ্করে হেরে নয়নে গললগ্নি হয়ে।
পড়িলেন তোরস্তায ধরণী লুটায়ে ॥
কিবা সে হরের মূর্ত্তি আহা মরিমরি।
ত্রিনয়ন ঢলু ঢুলু রজতের গিরি ॥
কর্ণেতে ধুস্তুরা ফুল গলে হাড়মাল।
কণ্ঠেতে গরল রেখা পরা বাঘছাল ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভুতি মাখা করে ঝল ঝল।
করেতে ডম্বুর শিঙ্গা জটা সুদীর্ঘল ॥
ভূজঙ্গের উত্তরীয় বাস অনুপম।
মুখপদ্মে বিন্দু বিন্দু বহিতেছে ঘাম ॥
ঈষৎ গলায় দোলে অস্থিকের দাম।
হরের বদনে বাণী জয় জয় রাম ॥
কহিতেছে পঞ্চানন শুন তোরস্তায।
মনবাঞ্ছা বর লয়ে সাধ নিজ কায।
যোড় করে মৃদুস্বরে কহে তায বাণী।
এক্রি মম ভাগ্য নাথ কিছুই না জানি ॥
যোগেন্দ্র ফণিন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্রদেব গণে।
ওপদ পাবার জন্য সদা আছে ধ্যানে ॥
তথাপি না পায় তারা ওপদ দুখানি।
আপনার ইচ্ছা নাথ কিছুই না জানি ॥

দীনহীন আমি নাথ অতি অকিঞ্চণ।
একবার মম শিরে দেহ শ্রীচরণ ॥
তৎক্ষণাৎ ভোলানাথ চরণ দুখানি।
তুলিয়া তাযের শিরে দিলেন অমনি।
কহিছেন পঞ্চানন শুন বাপধন।
শীঘ্র বর লহ বাঞ্ছা যাহা করে মন ॥
এতেক শুনিয়া তায কহিছে শঙ্করে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হকু মম চাহি এই বরে ॥
তথাস্তু বলিয়া ভোলা হাস্য বদনেতে।
শিকড় দিলেন এক তাযের করেতে ॥
শিকড় অর্পিয়া ভোলা কহে তায প্রতি।
শুন বাপ তোরন্তায আমার ভারতী ॥
যদি বাপ বিপদেতে পড় কোথাকারে।
তৎক্ষণাৎ এই দ্রব্য রাখিবে অধরে ॥
সবারে দেখিতে তুমি পাবে বাপধন।
কিন্তু সবাকার তুমি হবে অদর্শন ॥
শিকড়ের এই গুণ রাখ যত্ন করে।
এত কহি সদাশিব গেল নিজাগারে ॥
পাইয়া অমূল্য ধন তোরন্তায রায়।
প্রমানন্দে পুলকিত হইলেন কায় ॥
এখানেতে এই রূপ হইল ঘটন।
তথাকার কথা কিছু শুন সর্ব্বজন ॥
কহিতেছে সখিগণ হীরাজাদ প্রতি।
হইল প্রভাত ধনী স্থির কর মতি ॥

কিরূপ তাহার রূপ কহ বিনোদিনী।
অন্বেষণ করে তারে আনিব এখনি॥

ত্রিপদি॥

কি কব তাহার রূপ, তাহার স্বরূপ রূপ,
নাহি সখি দেখি ভূমণ্ডলে।
যদি বলি স্বর্ণ বর্ণ, তথাপি তাহার বর্ণ,
সম নাহি হয় কোন কালে॥
ধঁর ওগো সহচরি, উথলিল প্রেম বারি,
আর আমি নারি গো কহিতে।
কহিতে তাহার রূপ, উথলয়ে রসকুপ,
এত কহি পড় ধরণীতে॥
তৎক্ষণাৎ সখিগণ, করিয়ে সবে যতন,
তুলিলেক ধরিয়া তাহারে।
সুশীতল জল আনি, মুখে দেয় কোন ধনী,
যতনে ব্যজন কেহ করে॥
তার মধ্যে কোন সখি, তাহারে চতুরা দেখি,
কহিতেছে ডাকিয়া অন্যেরে।
শুন ওলো সহচরি, চল যাই ত্বরা করি,
দর্প করি আনি গো তাহারে॥
নতুবা যে রূপ দেখি, ইহাতে জীবন পাখি,
ওলো সখি উড়ে যেতে পারে।
চল সখি ত্বরা করে, আনি গিয়া মনচোরে,
বান্ধিয়া হীরার প্রেমডোরে॥

কহিতেছে অন্য ধনী, শুন শুন ওলো ধনী,
কেমনেতে ধরিবি চোরেরে।
নাহি দেখিয়াছ তারে, নাহি জান কোথাকারে,
থাকে চোর মন চুরি করে॥
এতেক শুনিয়া ধনী, কহিছে হাসি অমনি
শুন শুন ওলো সহচরি।
নাহি তাহার ভাবনা, চোর সাধু যায় জানা,
যদি তারে দেখিবারে পারি॥
কবি কহে ত্রিপদিতে, যাও নাহি ক্ষতি ইথে,
কিন্তু নাহি পাবে কোন মতে।
যার অন্বেষণ লাগি, হইয়াছ অনুরাগী,
সেই জন আসিবে ত্বরিতে॥
শুনিয়া সখীর বাণী, কহিতেছে কোন ধনী
যা গো, যা গো, যা গো, অন্বেষিতে।
অন্বেষণ করে তারে, বান্ধিয়া প্রেমের ডোরে,
নিজ জোরে আনিবে ত্বরিতে॥
যদি সে নাহিক আসে, ত্বরিতে মোদের পাশে,
দিও সখি সমাচার এসে।
সকলে যাইয়া মোরা, ধরে সেই মনচোরা,
অনায়াসে আনিব গো বাসে॥
এই রূপ পরামর্শ, করে সবে হয়ে হর্ষ,
পাঠাইল ঐ দুই জনে।
অন্বেষিতে মনচোরা, বিমানে উঠিল তারা,
দ্বিজকবি ত্রিপদীতে ভণে॥

পয়ার।

হীরাজাদে লয়ে তবে যত সখীগণ।
দিব্য গন্ধ তৈল লয়ে করায় মর্দ্দন॥
স্বর্ণকলসীতে আনি সুশীতল বন।
হীরারে করায় স্নান যত সখীগণ॥
তদন্তরে আহার করিয়া হীরা ধনী।
অঞ্চল বিছায়ে ধনী লইল ধরণী॥
এখানেতে তোরন্তায শয্যার উপরে।
হর নাম উচ্চারণ করিছে অধরে॥
হেনকালে উপনীত পরি চারি জন।
কোথা নাথ২ করিয়ে নিস্বন॥
কহিতেছে তোরন্তায এসো প্রাণপ্রিয়ে।
যে অবধি গেছ আছি আশা পথ চায়ে॥
হাসিয়া কহিছে তাযে চপলা যুবতি।
কি কারণে আজি নাথ প্রফুল্লিত মতি॥
হাসিয়া কহিছে তায শুনহ স্বপনে।
তুষেছি তোমারে যেন প্রেম আলিঙ্গনে॥
চপল চপলা লাজে পলাইয়া গেল।
এই রূপে চপলারে তায ভুলাইল॥
তদন্তরে পঞ্চজনে করিয়া আহার।
পুন চারিপরি গেল রাণীর আগার॥
এখানেতে হীরাজাদ তাযের কারণে।
সদত কান্দিছে ধনী পড়ে ধরাসনে॥

তৃতীয় প্রহর বেলা হইল গগণে।
পরামর্শ কোরে পরে যত সখীগণে।।
হীরারে লইয়া গেল প্রাসাদ উপরে।
যদি ইথে ক্ষান্ত হয় ভাবিয়া অন্তরে।।
এখানেতে তোরন্তায ভাবিতেছে মনে।
মিছা কেন ঘরে বসে যাইব ভ্রমণে।।
যে বস্তু পেয়েছি আমি শিবের সদনে।
পরীক্ষা করিতে তাহা উচিত এক্ষণে।।
এতেক ভাবিয়া তায শিবৌষধি লয়ে।
যতনে রাখিল তাহা বদনে চাপিয়ে।।
তেজিয়া আপন বেশ তোরন্তায রায়।
ছদ্মবেশ ধরিলেক পুলকিত কায়।।
অতঃপরে তোরন্তায আনন্দ অন্তরে।
উপনীত হলো আসি বাটীর বাহিরে।।
তাযেরে দেখিতে নাহি পায় কোন জন।
কিন্তু তায সবাকারে করে দরশন।।
মনানন্দে তোরন্তায করিছে ভ্রমন।
পরেতে পাইল তায হীরার দর্শন।।
হেরিয়া হীরার রূপ জিতেন্দ্র নন্দন।
বিরহ অর্ণবে অন্নি হইল মগন।।
অনিমিষে দেখে তায ফিরায়ে॰
অস্তাচলে দিবাকর করিল গমন
নিশি আগমন দেখি তোরন্তায রায়।
উপনীত হলো আসি আপন আলয়।।

অতঃপরে শয্যাপরে করিয়া শয়ন।
মনে মনে ভাবে কিসে হইবে মিলন॥
নিশি আগমন দেখি পরি চারিজনে।
উপনীত হলো আসি নির্জ নিকেতনে॥
কহিতেছে পরীগণে তাযেরে তখন।
কহ২ প্রাণনাথ কেন উচাটন॥
কহিতেছে তোরস্তায শুন সহচরী।
সমস্ত দিবস একা বাটীর ভিতরি॥
সেই জন্য সদা মম মন উচাটন।
এতেক শুনিয়া কহে পরী চারিজন॥
কি করিব প্রাণনাথ নাহিক উপায়।
উপায় করিয়া পরে করিব উপায়॥
অতঃপরে পঞ্চজনে করিয়া ভোজন।
যে যাহার গৃহে গিয়া করিল শয়ন॥
প্রত্যুষে উঠিয়া পরে পরী চারিজনে।
উপনীত হলো গিয়া রাণীর ভবনে॥
এখানেতে তোরস্তায ভাবিতেছে মনে।
কি রূপে সাক্ষাৎ করি হীরাজাদ সনে।
তদন্তরে মনে মনে করিয়া চিন্তন।
লিখিলেন পত্র এক করিয়া যতন॥

ত্রিপদি॥

শুন শুন বিধুমুখি, তোমার কারণে দুঃখি,
সদা মম মন ওলো ধনী।

দিবসে আহার নাই, রাত্রে নাহি নিদ্রা যাই,
দেখা দিয়া রাখ মম প্রাণী॥
স্মররাজ পঞ্চবাণে, যাতনা দিতেছে প্রাণে,
বুঝি প্রাণে বাঁচা মস্কভার।
কৃপাবলোকন করি, স্মররাজে নাশ করি,
মোরে প্রিয়ে কর লো উদ্ধার॥
তব মাতৃ সহচরি, আমারে যতন করি,
আনিয়াছে তব এ নগরে।
তব আশা বৃক্ষ ধরি, আছি মাত্র প্রাণ ধরি,
শকুন্তলা সখীর আগারে॥
পত্র লিখি দণ্ডধারী, নিজে গুপ্ত বেশ ধরি,
পত্র লয়ে আপনার করে।
হীরার মহলে যায়, কেহ না দেখিতে পায়,
পত্র রাখে পরি করোপরে॥
তদন্তরে তোরন্তায, সাধিয়া আপন কাজ,
পলায়ণ করিল আগারে।
হীরাজাদ আসি ঘরে, পত্র দেখে শয্যোপরে,
তুলিয়া লইল নিজ করে॥
পত্র খুলে দেখে ধনী, নাথের যত কাহিনী,
ডাকিয়া কহিছে সখীগণে।
শুন ওগো সখীগণ, পত্র দিল কোন জন,
সত্য সত্য কহিবে সদনে॥
কহিতেছে সখিগণ, কে আনিল কোন জন,
নাহি জানি ওগো সহচরি।

পত্রের লিখিত যত, সখীগণ কাছে জ্ঞাত,
করে ধনী সকল বিস্তারি ॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য হলো, হীরা বলে চল চল,
ওগো সখী তাহার আগারে।
নাথেরে যতন করে, আনিগে আপনাগারে,
বিধি নিধি দিল করোপরে ॥

পয়ার।

তৃষিতা হরিণী যেন মূর্দ্ধণ্য কালেতে।
ভ্রমণ করয়ে বনে বন অন্বেষিতে ॥
সেই রূপ হীরা ধনী মূর্দ্ধণ্য কালেতে।
সখীগণ সনে যায় তাসে অন্বেষিতে ॥
ক্রমে উত্তরিল তারা তাজের আগারে।
দেখে তায শুয়ে আছে পরী করোপরে ॥
তাযেরে হেরিয়া ধনী কহে সখিগণে।
ঐ দেখ মনচোরা আছে গো শয়নে ॥
হেরিয়া তাজের রূপ যত সখিগণ।
অবাক হইয়া রহে না কহে বচন ॥
হীরারে হেরিয়া তায কহিছে তখন।
কে তোমরা এথাকারে কিসের কারণ ॥
সখীগণে হাস্যাননে কহিছে তখন।
বান্ধিয়া লইয়া যাব জান না এখন ॥
তায বলে কি দোষ করেছি আমি বল।
বান্ধিতে এসেছ মোরে এ বড় কৌশল ॥

শুনিয়া তাযের বাণী জত সখীগণ।
নয়ন ঠেরিয়া তাযে কহিছে তখন ॥
চুরি করিয়াছ তুমি সখীর জীবন।
সেই জন্য আসিয়াছি করিতে বন্ধন ॥
যত ধনী এত বাণী কহিয়া তখন।
প্রেমডোরে তাযবরে করিল বন্ধন ॥
তদন্তরে হীরাগারে লইয়া যাইল।
নায়ক নায়িকা উভে মূর্চ্ছাগত হলো ॥
কিঞ্চিৎ পরেতে হীরে চৈতন্য পাইয়ে।
তোরন্তাযে দেখিলেক ধরাতে শুইয়ে ॥
সখীগণ প্রতি কন লজ্জিত অধরে।
নাথেরে চৈতন্য কর তোরা ত্বরা করে ॥
যতনে যতেক সখী সুবাসিত নীরে।
সঘনে সিঞ্চয় তারা তাযের অধরে ॥
শুচারু চামর লয়ে পরীন্দ্র নন্দিনী।
ব্যাজন করয়ে নাথে হয়ে পাগলিনী ।
চৈতন্য পাইয়ে তবে তোরন্তায রায়।
ধরা ধোরে উঠি রায় বসিল ধরায় ॥
লজ্জার্ণবে মগ্ন হয়ে হীরাজাদ ধনী।
অপাঙ্গে নাথেরে হেরে কুরঙ্গ নয়নী ॥
কৌতুক করিয়ে তায সখীগণে বলে।
আমার কপালে সুখ নাহি কোন কালে ॥
হাসিয়ে তাজের প্রতি কহে সখীগণ।
তব সুখ নাহি ওহে কিসের কারণ ॥

কহিতেছে তোরস্তায যত সখীগণে।
ভেবেছিনু রক্ষা পাব মহৎ শরণে ॥
এমনি কপাল মম ওহে সখীগণ।
যার হই অনুগত সে করে তাড়ন ॥
ওগো সহচরি আমি স্মররাজ ভয়ে।
শরণ লইনু আসি তয়ার্ত্ত হইয়ে ॥
অনুগত জনে দেখ তোমাদের সখী।
হানিছে নয়নবাণ কিসে নয় দুঃখি ॥
হাসিয়া নাগরে ধনী করে প্রত্যুত্তর।
বলিতে পার হে বটে নবীন নাগর ॥
চোর যদি চুরি কোরে লুকায়িত হয়।
চোরেরে দেখিলে তবু তার ভয় হয় ॥
সেই রূপ উভয়েরি হইল এখন।
অতএব কহ নাথ শুনি বির্বরণ ॥
কি রূপে আইলে হেথা কাহার সহিতে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় হয় মম চিতে ॥
এতেক শুনিয়া বাণী হীরার অধরে।
অন্য রূপ তোরস্তার্য কহিল তাহারে ॥
এই রূপ বাক্যালাপ করিয়ে দুজনে।
আহার করিল উভে সানন্দিন্ত মনে ॥
কেহবা তাম্বুল লয়ে তুরিতে যোগায়।
কেহবা চামর লয়ে ব্যজন করয় ॥

সুধাকর ছন্দ।

দিবাকর লুকাইল, দিবাকর লুকাইল,
ভগ্নি সহ শকুন্তলা গৃহেতে আইল।

দেখে দ্বার উদঘাটন, দেখে দ্বার উদঘাটন,
ত্রাস পেয়ে শকুন্তলা কহিছে তখন ॥
শুন শুন ভগ্নিগণ, শুন শুন ভগ্নিগণ।
আছিল কবাট রুদ্ধ কেন উদঘাটন ॥
ওলো প্রাণ যে কাঁন্দিল, ওলো প্রাণ যে কাঁন্দিল।
বিধি বুঝি আজ নিধি হরিয়া লইল ॥
এত বলি শকুন্তলা, এত বলি শকুন্তলা।
তুরিতে অন্দরে যায় হইয়ে উতলা ॥
দেখে নাথ নাই ঘরে, দেখে নাথ নাই ঘরে।
আছাড় খাইয়া ধনী পড়ে ধরাপরে ॥
পরে সমুজ্জলা ধনী, পরে সমুজ্জলা ধনী।
না হেরিয়ে তোরস্তাযে লইল ধরণি ॥
পরে চঞ্চলা চপলা, পরে চঞ্চলা চপলা।
তোরস্তায শোকে কাঁন্দে হইয়ে বিহ্বলা ॥
কেরে হেন বাদি ছিল, কেরে হেন বাদি ছিল।
চক্ষেতে ফেলিয়ে বালি নিধি কেড়ে নিল ॥
ওরে বিধি দুরাচার, ওরে বিধি দুরাচার,
কি কারণ দেখি মোরা শূন্য এ আগার ॥
কোথা ওহে রসরাজ, কোথা ওহে রসরাজ।
কি দোষে মোদের মাথে হানিতেছ বাজ ॥
যে নিলে তোরস্তায, যে নিলে তোরস্তায।
বিনি মেঘে যেন তার মুণ্ডে পড়ে বাজ ॥
আম্‌রা অতি অভাগিনী, আম্‌রা অতি অভাগিনী।
নহিলে হারাই কভু হেন গুণমণী ॥

করে খেদ দুই জন, করে খেদ দুই জন।
কহিতেছে শকুন্তলা পাইয়ে চেতন ॥
কেরে তোরা দুই জন, কেরে তোরা দুই জন।
এসেছ হরিতে বুঝি নাগর রতন ॥
দূর হও শীঘ্রগতি, দূর হও শীঘ্রগতি।
নহিলে এখনি যাবে যমের বসতি ॥
পরে সমুজ্জলা ধনি, পরে সমুজ্জলা ধনি।
চৈতন্য পাইয়ে ধনি কহিতেছে বাণী ॥
ওগো এ আর কি দেখি, ওগো এ আর কি দেখি।
ঐ দেখ প্রাণনাথ মারিতেছে উকি ॥
চল ধরি গিয়ে ওরে, চল ধরি গিয়ে ওরে।
এত কহি চারি ভগ্নি যায় দ্রুত করে ॥
তথা যাইয়ে সকলে, তথা যাইয়ে সকলে।
নাথেরে না হেরে পুন পড়িল ভূতলে ॥
এই রূপে চারিজন, এই রূপে চারি জন।
তাযের বিরহে কহে প্রলাপ বচন ॥
ওখানেতে তাযরায়, ওখানেতে তাযরায়।
শশী আগমন দেখি কহিছে হীরায় ॥
ওহে মম প্রাণধন, ওহে মম প্রাণধন।
দেখিতেছ কিবা আর নিশি আগমন ॥
এস গন্ধর্ব্ব বিবাহ, এস গন্ধর্ব্ব বিবাহ।
উভয়েতে মিলি তাহা করি হে নির্ব্বাহ ॥
শুনে যত সখীগণ, শুনে যত সখীগণ।
আনিতে পুষ্পের মালা করিল গমন ॥

কেহ চন্দন আনিল, কেহ চন্দন আনিল।
কেহবা আমোদে মাতি হাসে খল খল ॥
পরে যত সখীগণ, পরে যত সখীগণ।
মালা আনি উভয়েরে করিল অর্পণ ॥
পরে হীরাজাদ ধনী, পরে হীরাজাদ ধনী।
নিজমালা তোরস্তাযে অর্পিল আপনি ॥
তবে তোরস্তায রায়, তবে তোরস্তায রায়।
দিলেন আপন মালা হীরার গলায় ॥

পয়ার।

গন্ধর্ব্ব উদ্বাহ উভে হইল যখন।
মনে মনে উলুধ্বণি দেয় সখীগণ ॥
পরে বরে সমাদরে লয়ে সখীগণ।
বাসর গৃহেতে সুখে করিল গমন ॥
বাসরে আসর কিবা করেছে রচনা।
দোষর নাহিক তার দিতে যে উপমা ॥
নীলকান্ত অয়স্কান্ত পদ্মরাগ মণি।
সূর্য্যকান্ত মণি আদি সূর্য্যকান্তী যিনি ॥
রমণীর শীরমণি যত পরি বালা
রচিয়ে এসব মণি সাজায়েছে শালা ॥
দেয়ালে দিয়েছে গাঁথি নানা পুষ্পকলি।
সু সুন্দর মনোহর পাতিয়াছে তুলি ॥
তদুপরে রাখিয়াছে রত্ন সিংহাসন।
তাহার মণির কাজে মুগ্ধ করে মন ॥

বর কন্যা লয়ে পরে যত সখিগণ।
সযতনে সিংহাসনে করিল স্থাপন॥
সে সময়ে অপরূপ হলো সেই রূপ॥
নাহিক এমন রূপ সে রূপ স্বরূপ।
কত রূপ রূপ পায় হেরিলে সে রূপ।
কি রূপে তুলনা দিব কোথা পাব রূপ॥
এই রূপে সখীগণে সানন্দে মাতিয়া।
রহস্য করিছে সবে বরেরে লইয়া॥
বিমান মাঝেতে শশি যখন আইল।
আহার করিতে তায় অন্য গৃহে গেল॥
চারিদিগে সখীগণে করিয়া বেষ্টন।
প্রেমানন্দে তোরস্তায় করিল ভোজন।
আহার করিয়া পুনঃ বাসরে বসিল।
সখীগণে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল॥

গীত।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী, তাল আড়া।

দেখ দেখ ওহে ঘন চাতকিনী তব আশে।
কর বিন্দু বরিষণ পুরাইতে মন আশে॥
আশার আশ্রিত জনে, তোষ ঘন বরি-
ষণে, তাহার সরল প্রাণে, নিরাশ কো-
রোনা আশে।

দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে, তোরন্তাযে কুতূহলে,
সঙ্কেতে সখী দলে, ওহে ভূপ তোমায়
ভাষে ॥

গদ্য।

তোরন্তায এই গীতের মর্ম্মার্থ বুঝিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সখীগণ নৃত্যগীত সম্বরণ করত তোরন্তাযের প্রতি কহিতেছে, " ওহে বর! তুমি একটী গান কর, আমরা শ্রবণ করি"। তোরন্তায মনে মনে বিবেচনা করিলেন এই গীতের প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুধাকর ছন্দ।

এত ভাবিয়ে হিয়ায়, এত ভাবিয়ে হিয়ায়।
যন্ত্রে তন্ত্র মিলাইয়া গাহিলেন রায় ॥

গীত।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী, তাল আড়া।

দেখিনে এমন রীত বিদেশে কিম্বা স্বদেশে।
শশী দেখে কুমদিনী থাকে কোথা অপ্রকাশে ॥
ত্যেজে নিজ দেশ বাসে, ভ্রমিলাম দেশে দেশে,
হেন নাহি কোন দেশে, কিন্তু দেখিলাম
এ দেশে।
কবি কহে কথা রাখ, বসনে ঢেকো না মুখ,
ওলো ধনী তায দুঃখ, পেয়ে তাই
তোমায় ভাষে ॥

পয়ার।

বুঝিয়া তাদের মর্ম্ম যত সখীগণ।
একে একে সকলেতে করিল গমন॥
গাত্রোত্থান করে তবে জিতেন্দ্র নন্দন।
গবাক্ষাদি দ্বার রুদ্ধ করিল তখন॥
লজ্জা ভয়ে সে সময়ে পরীন্দ্র নন্দিনী।
রহিলেন হরি ত্রাসে যেন কুরঙ্গিনী॥
দ্বার রুদ্ধ করে তবে তোরস্তাব রায়।
হীরারে লইয়া ক্রোড়ে বসিল শয্যায়॥
থর থর যুগ্ম উরু কম্পিত রাজার।
কম্প দিয়ে কামজ্বর হইল হীরার॥
কহিতেছে তোরস্তাবে হীরাজাদ ধনী।
ছাড় ছাড় প্রাণনাথ স্থির নহে প্রাণী॥
কামানলে দগ্ধ হইতেছে মম তনু।
পুনঃ কেন দগ্ধ কর হয়ে তুমি ভানু॥
কহিতেছে তোরস্তাব শুন ওলো ধনী।
ত্যজ ছলা যাবে জ্বালা তোমার এখনি॥
অসহ্য হইল উভে অতনু প্রতাপে।
উভয় মিলিত অঙ্গ থরথর কাঁপে॥
ছলা করি পরি বালা কহে তোরস্তাবে।
প্রভাত হইল নাথ নহবৎ বাজে॥
অদ্য হে অধৈর্য্য বাণ কর সম্বরণ।
সবুরেতে মেওয়া ফলে ডাকের বচন॥

গীত।

রাগিনী গারা.ভৈরবী, তাল জত।

কেন ওলো প্রাণ, দহ প্রাণ, রাখ আমার প্রাণ। আমার প্রাণ বধোনা প্রাণ, দহিলে আমার প্রাণ, সুখ নাহি পাবে প্রাণ, সহিতে নারিবে পঞ্চবাণ, তোমার যাবে প্রাণ রাখ মান ॥

তোটক ছন্দ।

কহিছে তোরন্তায পাইয়ে যুবতী।
ত্যজ ছলা পরিবালা মোর প্রতি ॥
রজনী সজনী যদি লো যাইবে।
গৌরবে কুমুদী তবে কেন রবে ॥
বিহঙ্গ গণেতে তবে কেন ধনী।
প্রভাত জানিয়ে নাহি করে ধ্বনি ॥
ললনা করোনা ছলনা আমারে।
তূষিতে তোষ লো প্রিয়ে ধরি করে ॥
বহু দিনাবধি তব প্রেম লাগি।
প্রিয়ে কামজ্বরে আমি সদা ভুগি ॥
ভুলাবে কাহারে করিয়া ছলনা।
ছলনা কোরোনা আমারে ললনা ॥
আশার আশ্রিতে ছলনা করিলে।
প্রিয়ে ভাল নাহি হবে কোন কালে ॥

একালে প্রিয়ে লো যদি নাহি তোষ।
কালের নগরে যেন মম বাস॥
এতেক শুনিয়ে তাযের বচন।
কহিছে ললনা শুনহ রাজন॥
আজ ক্ষান্ত রহি নাথ ক্ষান্ত রহ।
কালি শান্ত কোরো দুরন্ত বিরহ॥

গীত।

রাগিনী সিন্ধুকাফী, তাল মধ্যমান।

নাথ ক্ষান্ত হও আজিকার নিশি।
কাল পুরাইব সাধ উদয় হইলে শশী॥
চাহিয়ে দেখ গগণে, শশী গেছে নিজ স্থানে,
অনুমান হয় মনে, জাগিতেছে প্রতিবাসি।
জানিলে জননী মোর, এই রূপ ব্যাভার,
উভয়েরি যাবে শির, তাই আমি ভয় বাসি

তোটক ছন্দ।

এতেক শুনিয়ে জিতেন্দ্র নন্দন।
কহিছে হীরারে সুমিষ্ট বচন॥

গীত।

রাগিনী বসন্ত বাহার তাল আড়া।

আর কি মানে হে ক্ষান্ত অসান্ত প্রাণে।
দহিছে দুরন্ত মার প্রসন্ন হও এ জনে॥

কহিছ প্রভাত হল, প্রতিবাসি জাগিল,
ত্রাসেতে জেন সকল, রজনী আছে গগণে।
রাখ রাখ কথা রাখ, শরণ্যের প্রাণ রাখ,
অনুগত জনে দেখ, ও বিধুমুখী। আসি-
লাম তব পাশে, প্রাণ বাঁচাবার আশে,
নিরাশা কুরো না আশে, আশ্রিত জনে॥

তোটক ছন্দ।

তাযেরে তুষিয়া পরিন্দ্র নন্দিনী।
কহিছে কাতরে সুরসাল বাণী॥
নাগর শুনহে শুন হে নাগর।
উৎকণ্ঠিত কেন নাথ ধৈর্য্য ধর॥

গীত।

তাল আঁড়া।

অসময়ে কেন নাথ কর আকিঞ্চন।
সময়ে পাইবে নিধি শুনহ বচন॥
ক্ষীরদ সমুদ্র নীরে, দেখ যত দেবাসুরে,
সময়ে মন্থন করে, লভিল রতন॥

তোটক ছন্দ।

কহিছে হীরারে জিতেন্দ্র নন্দন।
মন নাহি মানে প্রবোধ বচন॥
সহিতে নারি হে প্রিয়ে পঞ্চবাণ।
রতিদান কর প্রিয়ে রতিদান॥

প্রিয়ে নাহি সহে আর প্রেম জ্বালা।
এতেক শুনিয়ে ভাবে পরিবালা॥

গীত।

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

মন কি করিরে এখন।
কান্ত ক্ষান্ত নহে চাহে সদত সঙ্গম॥
লাজেতে খেয়েছে মাথা প্রথম মিলন,
পাছে নাথ মান করে, বিনে রে রঞ্জন।
লজ্জালয়ে কি করিবে ওরে আমার মন,
লজ্জা ত্যাগ করে তার তোষ মন মন॥

তোটক ছন্দ।

তাযের বিনয় শুনিয়া রূপসী।
কহিতেছে তাযে মৃদু মন্দ হাসি॥
রসিক নাগর উৎকণ্ঠিত কেন।
আমি তো তোমারি মনেতে হে জান॥
কহিছ প্রিয়সী দেহ আলিঙ্গন।
কি ছার তাহার সোঁপেছি হে প্রাণ॥
চতুর নাগর তাযবর মনে।
বুঝিলেক ধনী সম্মত এক্ষণে॥

গীত।

রাগিনী মূলতান, তাল আড়া।

কেন রে চঞ্চল মন চিন্তা কর অন্তরে।
অন্তরেরি যত চিন্তা সকল গেছে অন্তরে॥
অন্তর তেজিয়ে চিন্তা প্রফুল্ল হও অন্তরে, এবে
মধুপান করি তোষ রে নিজ অন্তরে।
অন্তর প্রিয়া অন্তর, আছিল বহু অন্তর,
এখন্ নহে সতন্তর, অন্তর আমার। সা-
নন্দ হয়ে অন্তরে, কহে দ্বিজ কবিবরে,
অন্তর ছিল অন্তরে, অন্তর এবে অন্তরে॥

তোটক্ ছন্দ।

সম্মত জানিয়ে তবে তাজবর।
ধনীরে ছাঁদিল দিয়ে যুগ্ম কর॥
কামেরে পরাস্ত করিয়ে উভয়ে।
কহিছে তোরস্তাষ প্রিয়ারে চায়ে।
দেখ লো রূপসী দেখ লো প্রিয়সী।
আনায়াসে মারে মারিলাম হাসি॥
লাজেতে রূপসী কহে না বচন।
রণ সাঙ্গ কোরে ঢাকিল বদন॥
পরেতে উভয়ে সুখ শয্যাপরি।
সুখে নিদ্রা গেল মারেরে প্রহারি॥

বিভাবরি পরে করিল গমন।
উদিত গগণে তরুণ তপন॥
তরুণি লইয়ে তোরণ শুইয়ে।
সুখে নিদ্রা যায় রজনী জাগিয়ে॥

পয়ার।

বিভাকর লুকাইল প্রভাকরোদয়ে।
প্রভাত হইল নিশি প্রভাত সময়ে॥
প্রস্ফুটিত নানা পুষ্প মকরন্দ আশে।
গুণ২ শব্দে কিবা অলিবৃন্দ আসে॥
মন্দ২ বেগে বহিতেছে সমীরণ।
সোহাগেতে শিখিগণ করিছে নর্ত্তন॥
কুহু কুহু স্বরে পিক করিতেছে গান।
কাক ত্রাসে পেঁচকেতে করিছে পয়ান॥
কান্ত বিনে কুমুদিনী কাতর অন্তরে।
মলিনা হইয়া ভাসে দুঃখ সরোবরে॥
হংস হংসী চক্রবাক আদি জলচর।
সুখে জলক্রীড়া করে সলিল উপর॥
অম্বরে নয়নে হেরে নব প্রভাকরে।
কমলে কমল ভাসে প্রফুল্ল অন্তরে॥
তদুপরে ষট্‌পদ মধুপান করে।
ভেকের ফাটিছে বক্ষ হেরে মধুকরে॥
শিশিরেতে শোভিতেছে কিবা দুর্ব্বাদল।
শিশিরেতে জীবন হয়েছে সুশীতল॥

সে সময়ে অনুমান করে এই মন।
যেন মহী পুনরায় হইল সৃজন॥
পরিকুলাঙ্গনা সব গাত্রোত্থান করি।
প্রভাতে স্মরিছে মুখে ইষ্ট নাম ধরি॥
নিদ্রা ত্যেজি সখিগণ দেখিছে কৌতুকে।
ভোরন্তায হীরাজাদ নিদ্রা যায় সুখে॥
কেহ বা কৌতুক করি কহিছে হীরারে।
কত নিদ্রা যাও সখী লইয়া নাথেরে॥
এই রূপ কৌতুক করিছে সখীগণ।
নিদ্রা তেজি উভয়েতে করে গাত্রোত্থান॥

ত্রিপদী।

উভয়ের গাত্রোত্থান, দেখে যত সখীগণ,
কহিতেছে হীরারে সকলে।
বল বল বল ধনি, লইয়া রসিক মণি,
রজনী কি রূপে পোহাইলে॥
লজ্জা পায়ে হীরা ধনী, অম্বরে অধর খানি,
ঢাকিয়া বসিল পরিকরে।
কহে জিতেন্দ্র নন্দন, শুন শুন সখীগণ,
বিবরিয়া কহি সবাকারে॥
গত কল্য নিশিযোগে, চাতকের সনে মেঘে
বহু কষ্টে হয়েছে মিলন।
যে রূপে হলো মিলন, কব সে সব বচন,
শ্রবণেতে শুন সখীগণ॥

তৃষিত চাতক ঘন, বারি আসে ঘন ঘন,
ঘন প্রতি কহে ঘন বাণী।
চাতক কহিছে ঘন, তুষিব কি দিয়ে ধন,
সুস্থির হে নহে মম প্রাণী॥
লজ্জা রূপ সে পবন, অস্থির করেছে মন,
অনুক্ষণ চঞ্চল সঘনে।
অনিলে বন্ধন করি, তুষিব হে দিয়ে বারি,
ক্ষমা কর কিঞ্চিৎ এক্ষেণে॥
পরে সখী জলধর, বায়ু বান্ধি দৃঢ়তর,
চাতকে তুষিল বারি দানে।
পরে নিদ্রা গ্রাস করে, আমাদের কলেবরে,
এই মাত্র জানি সখীগণে।
শুনিয়া রহস্য বাণী, হাঁসে যতেক কামিনী,
নিলাম্বরী অধরে ঢাকিয়া॥
রসময় অতঃপরে, ত্যজ্য করি পরিকরে,
সারিলেক সুখ প্রাতঃক্রিয়া।
আহারাদি করে পরে, মার্ত্তণ্ডে প্রচণ্ড হেরে,
প্রিয়াসনে করিল শয়ন।
সখীগণ সুখান্ত র, চামর ব্যজন করে,
করে সবে সুখ আলাপন॥

শুধাকর ছন্দ।

এথা ভগ্নি চারি জন, এথা ভগ্নি চারি জন।
উভরায় নাথ শোকে করিছে রোদন॥

পুরে শকুন্তলা ধনী, পুরে শকুন্তলা ধনী।
ক্রন্দনে হইয়ে ক্ষান্ত কহিতেছে বাণী॥
শুন শুন ভগ্নিগণ, শুন শুন ভগ্নিগণ।
সম্বরি ক্রন্দন, সবে শুনহ বচন॥
নাথে কর অন্বেষণ, নাথে কর অন্বেষণ।
অবশ্য মিলিবে নিধি করিলে যতন॥
যে লইয়াছে হরি, যে লইয়াছে হরি।
পাইলে তাহার তত্ত্ব বুঝিতে যে পারি॥
এই করিলাম পণ, এই করিলাম পণ।
কে চোর পাইলে তত্ত্ব করিব নিধন॥
আমরা কার সহচরি, আমরা কার সহচরি।
না জেনে করেছে চোর মোর ঘরে চুরি॥
শুন ওলো ভগ্নিগণ, শুন ওলো ভগ্নিগণ।
তোরা সবে নিজ কর্ম্মে করহ গমন॥
আমি থাকি নিকেতনে, আমি থাকি নিকেতনে
ইহার কারনে কহি শুন সাবধানে॥
হল উত্তীর্ণ সময়, হল উত্তীর্ণ সময়।
চারি জনে গেলে পাছে রাণী কটু কয়॥
যদি জিজ্ঞাসে তোদের, যদি জিজ্ঞাসে তোদের
প্রত্যুত্তর দিবি যেন নাই পায় টের॥
তবে ভগ্নি তিনজনে, তবে ভগ্নি তিনজনে।
উপনীত হল গিয়া রাণীর ভবনে॥
হেরে পরিন্দ্র মহিষী, হেরে পরিন্দ্র মহিষী।
কোপ ভরে কহিতেছে রুষ্টং ভাষি॥

এতক্ষণ কোথা ছিলে, এতক্ষণ কোথা ছিলে।
এখন কি বর সেজে দেখাদিতে এলে॥
ভয়ে ভগ্নি তিন জন, ভয়ে ভগ্নি তিন জন।
কর যোড়ে রাণী প্রতি করে নিবেদন॥
ওগো ছিল প্রয়োজন, ওগো ছিল প্রয়োজন।
হয়েছে এতেক বেলা করহ মার্জ্জন॥
পরে ভগ্নি তিনজন, পরে ভগ্নি তিনজন।
নিজ নিজ কর্ম্মে সবে হল নিয়োজন॥

পয়ার।

নিদ্রাতে ছিলেন তায নিদ্রা পরিহরি।
প্রিয়াসনে বসিলেন খট্টাঙ্গ উপরি॥
কহিতেছে হীরাজাদ তোরোন্তায প্রতি।
শুন শুন প্রাননাথ আছে এক যুক্তি॥
উপযুক্ত নহে তব থাকিতে ভবনে।
অনিবার মাতা মম আসিছে এখানে॥
অতএব প্রাণনাথ শুন নিবেদন।
উত্তম আছয়ে এক রম্য উপবন॥
তথা গিয়া কর বাস নিঃশঙ্ক জীবনে।
কেহ নাহি যায় তথা মম আজ্ঞা বিনে॥
নিশিযোগে যোগ হবে তোমার সহিতে।
গোপন বিষয় কেহ নারিবে জানিতে॥
সম্মত হইল তায হীরার বচনে।
নিশিযোগে উভয়েতে গেল উপবনে॥

মনোহর সুসুন্দর কিবা উপবন॥
নানা জাতি পুষ্প তাহে করে সুশোভন॥
বেল জুঁই জবা সেঁউতি পলাস মালতী।
চম্পক কলিকা পদ্ম কদম্ব কেতকী॥
তরুলতা অপ্‌রাজিতা করবীর বক।
গোলঞ্চ গোলাব্র জাঁতী অশোক কিংশুক॥
গন্ধরাজ গন্ধকালী গাঁদা তিলফল।
মল্লিকা মাধবীলতা কোকিলা বকুল॥
পারিজাত শিরীশ টগর সেফালিকা।
কৃষ্ণকালী কৃষ্ণচূড়া শশাঙ্ক মল্লিকা॥
নিশিগন্ধা নারকেশ কুমদ দোপাটী।
রক্তপুষ্প রক্তাম্বল অতি পরিপাটী॥
গাহিছে বিহঙ্গ কুল অলিকুল আসে।
গুণ২ স্বরে ফেরে মকরন্দ আশে॥
মনোহর বহুতর সরোবর কত।
স্থানে স্থানে মারবেলে সোপান নির্ম্মিত।
হংস হংসী চক্রবাক জলচর যত॥
প্রেমানন্দে সন্তরণ দেয় অবিরত।
উপবন অট্টালিকা কিবা শোভা পায়।
শোভা হেরে শোভা কত লাজেতে পলায়॥
হেমময়ী পুরী সেই অতি মনোহর।
হীরকে খচিত স্তম্ভ দীপ্তি সুপ্রখর॥
সূর্য্যকান্ত অয়স্কান্ত পদ্মরাগ মণি।
হেরিলে সে সব মণি মুগ্ধ হয় মুনি॥

সেই সব মণি দিয়ে কারীকর যত।
রচিয়াছে গৃহ তার কোরে সুশোভিত॥
মনোহর কি প্রকার হয় সে ভবন।
মনে অনুমানি দেখ ওহে বন্ধুগণ॥
অনুমান করি মনে সেরূপ উদ্যান।
ত্রিভুবন মাঝে নাহি তাহার সমান॥
প্রমান দেখহ তার অনুমান করি।
নন্দনকানন লাজে অব্যায় উপরি॥
সুগন্ধ সহিতে মন্দ বহিতেছে বায়।
বারমাস ঋতুরাজ বঞ্চেন তথায়॥
যবে সেই উপবন হইল গঠন।
হীরাবন নাম তার রাখিল রাজন॥
পরে হীরাজাদ ধনী তাঙ্গেরে লইয়ে।
উপনীতা হলো গিয়ে উপবনালয়ে॥
বাটীর মধ্যের গৃহ অতি মনোহর।
চারিদিগে শোভে কিবা মুক্তার ঝালর॥
স্বর্ণময় কড়ি হয় মণিময় কায।
বিস্ময় হইয়া হেরে তাহা তোরন্তায॥
গৃহযোড়া জোড়া জোড়া বহুরূপ সাল।
পাতিয়া রেখেছে তাহা মানাইয়া সাল॥
উপবনে একাসনে বসিয়ে দুজনে।
করিতেছে রসালাপ আনন্দিত মনে।
প্রভাত জানিয়ে ধনী আপন আলয়ে।
উপনীতা হলো আসি সখীগণ লয়ে॥

এই রূপ নিত্যং অতি কুতুহলে।
মধুপান করে ভৃঙ্গ বসিয়া কমলে॥

ত্রিপদী।

এখানেতে শকুন্তলা, অন্তরে হয়ে চঞ্চলা,
কহিতেছে ভগ্নিগণ প্রতি।
শুন শুন সমুজ্জলা, চঞ্চলা ওলো চপলা,
আকুল হতেছে মম মতি॥
কোথা ওহে প্রাণকান্ত, ঝোরে আঁখি অবিশ্রান্ত,
রক্ষা কর মার মোরে মারে।
তব অদর্শন বিনে, দহে প্রাণ নিশি দিনে,
নাহি সুখ কিঞ্চিৎ অন্তরে॥
কোথা যাব কি করিব, কোথা গেলে দেখা পাব,
কহ কহ ওলো ভগ্নিগণ।
তাহার বিরহানলে, সদা মম অঙ্গ জ্বলে,
জীবনে না জুড়ায় জীবন॥
এমন জানিলে পরে, তবে কি আনি তাহারে,
এ নগরে ওলো সমুজ্জলা।
যতন করিয়া পরে, আনিয়া আপন ঘরে,
শেষেতে ঘটিল এই জ্বালা॥
আমারে করে নিরাশ, পুরাতে কাহার আশ,
সে নাগর গেল কার বাসে।
সে ধন হরিবে চোরে, আগেতে জানিলে পরে,
রাখিতাম হৃদয় নিবাসে॥

এই রূপে শকুন্তলা, অন্তরে হয়ে বিহ্বলা,
নাথ শোকে করয়ে রোদন।
সমুজ্জ্বলা অতঃপরে, অসহ্য হয়ে অন্তরে,
নাথ শোকে করয়ে ক্রন্দন ॥
হায় হায় কব কায়, ওহে নাথ প্রাণ যায়,
রাখ রাখ বিরহ সাগরে।
আমার যৌবন তরি, বিনে হে তুমি কাণ্ডারি,
মগ্ন হয় অকুল পাথারে ॥
ভেঙ্গে গেছে ধৈর্য্য হাল, ছিঁড়ে গেছে আশা পাল,
অধৈর্য্য তুফাণে প্রাণাকুল।
পড়িয়ে অকুল মাঝে, ডবিলাম কাযে কাযে,
আশা নাই পাইবারে কুল ॥
রক্ষ২ গুণাকর, জগত্প্রাণ যোগেশ্বর,
অবলা সরলা আমি বালা।
অগাধ বিরহার্ণব, পড়ে শুষ্ক প্রাণভব,
সহে না সহে না আর জ্বালা ॥
চঞ্চলা চঞ্চল মনে, দুঃখ মনে নাথ বিনে,
উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন।
কোথা ওহে প্রাণনাথ, আমারে করে অনাথ,
গেলে নাথ কাহার ভবন ॥
মনেতে যে ছিল সাধ, সে সাধে করে বিষাদ,
কার সাধ পুরাইতে গেলে।
আমার মনের সাধ, হইল সীতার সাধ,
এবিষাদ যাবে না হে মলে ॥

চপলা তাযের শোকে, করাঘাত করে বুকে,
উচ্চৈঃস্বরে করিছে বিলাপ।
ওরে মন দেহ মাঝে, থাক আর কিবা কাজে,
পলায়ন কর মন পাপ।।
ওগো দিদি কান্ত বিনে, শান্ত নাহি মানে মনে,
ক্ষান্ত হই কিরূপ প্রকারে।
মনে করি হব ক্ষান্ত, মন নাহি হয় সান্ত,
অবিশ্রান্ত দুনয়ন ঝোরে।।
পঞ্চবাণ পঞ্চবাণে, পঞ্চত্ব করিবে প্রাণে,
মনে মনে করিয়াছে পণ।
অনুমান করি মনে, যদি পাই পঞ্চাণনে,
পঞ্চত্ব করিতে পারি পণ।।

পয়ার।

তাযের বিরহে সদা হইয়ে ব্যাকুলা।।
দিবানিশি কাঁদে দুঃখে ঐ চারি বালা।
উপবনে সুখমনে ভাবে তোরন্তায।
এখন তো সাধিলাম আপনার কায।।
প্রকাশ্যেতে পারি যদি বিবাহ করিতে।
তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় শিবের বরেতে।।
গোপনেতে কত কাল রব এপ্রকারে।
গোপনে জাপন করা সহেনা অন্তরে।।
এইরূপে তোরন্তায ভাবে উভরায়।
কিরূপে প্রকাশ পাবে উপায় না পায়।।

কিছু দিন পরে ভায উপায় পাইয়ে।
ধরিলেক গুপ্ত ভাব শিবৌষধি লয়ে॥
একেতে মুর্দ্ধণ্যকাল প্রখর তপণ।
রাণীর ভবনে ভায করিল গমন॥
সহচরী সহিতে বসিয়ে পরি রাণী।
অলক্ষিতে তোরস্তায কহিতেছে বাণী॥
ওগো রাণী শুন বাণী আপন শ্রবণে।
পাঠালেন বিধি মোরে তব নিকেতনে॥
তব উপবনে আজ রজনী যোগেতে।
আসিবে পুরুষ এক মদন রূপেতে॥
হীরাজাদে বিভা দিবে তাহার সহিতে।
কুত্রাপি অন্যথা যেন কোরো না ইহাতে
এইরূপ তোরস্তায কৌশল করিয়ে।
উপনীত হল আসি উদ্যান আলয়ে॥
শুনিয়া এরূপ বাণী মানি চমৎকার।
কহে রাণী সখীগণে একি চমৎকার॥
নানান্যে নহে গো সখী দুহিতা আমার।
বিধাতা ঘটক হলো বিবাহেতে যার॥
চল চল সহচরী চলগো ত্বরিতে।
উদ্যানে যাইয়া থাকি দুহিতা সহিতে॥
আসিবে জামাতা মম অদ্য রজনীতে।
এতদিনে সহচরী সুখ হলো চিতে॥
কন্যার কারনে মম নাহি ছিল সুখ।
কন্যার হেরিয়ে দুঃখ পাইতাম দুঃখ॥

সে দুঃখ ঘুচিয়া এবে সুখের উদয়।
চল গো ত্বরিতে সখী উপবনালয়॥
সখীগণে লয়ে রাণী অতি কুতূহলে।
উপনীতা হলো গিয়া কন্যার মহলে॥
শয্যায় শয়নে ছিল হিরাজাদ ধণী।
জননী হেরিয়ে ধণী উঠিল অমনি॥
কহিতেছে পরীরাণী চাহিয়ে কন্যারে।
এত দিনে মম দুঃখ গেল গো মা দূরে॥
দিবানিশি তব দুঃখ ভাবিতাম মনে।
সে দুঃখ ঘুচাল বিধি চাহিয়ে নয়নে॥
বিদরিয়া যেত বুক দেখে তব মুখ।
সে দুঃখ নাশিল বিধি ঘুচিল অসুখ॥
কহিতেছে হীরাজাদ বুঝিতে না পারি।
কহ কহ ওগো মাতা বচন বিস্তারি॥
কহে রাণী শুন বাণী কহি প্রকাশেতে।
আসিবে তোমার বর অদ্য রজনীতে॥
শুনিয়া মায়ের মুখে এতেক কাহিনী।
অন্তরে অন্তর দগ্ধ হইল অমনি॥
ছলছল করে আঁখি কমল বয়ানে।
ঘনঘন অপাঙ্গেতে হেরে সখীগণে॥
প্রকাশি মায়ের কাছে কাঁদিতে নারিল
অন্তরে কাঁদিয়ে ধণী অন্তর ভিজাল॥
শশীমুখ শুখাইল মাতৃ রাণী শুনি।
অন্তরে উন্মত্ত প্রায় হইলেক ধণী॥

বসনে ঢাকিয়া মুখ বসিল যখন।
কন্যারে চাহিয়া রাণী কহিছে তখন॥
বসনে ঢাকিলে মখ কেন গো মা কহ।
লজ্জা বুঝি হইয়াছে শুনিয়া বিবাহ॥
সখীগণ সঙ্গে লয়ে চল উপবনে।
আসিবে তোমার বর দেখিবে নয়নে॥
অতঃপরে সবাকারে সঙ্গেতে লইয়ে।
উপনীতা হলো রাণী উপবনালয়ে॥
তিমির বরণী নিশি নামে নিশাচরী।
তপনে গ্রাসিল আসি বদন বিস্তারি।
নক্ষত্র সহিত শশী উদয় হইল।
কমলিনী ম্লান মুখি কুমুদী প্রফুল্ল॥

একাবলি ছন্দ।

শশী আগমন হেরিয়া তায।
হার প্রতি কহে সাধিতে কায॥
শুন স্বর্ণহার বচন ওরে।
শীঘ্র এক যুবা দিবে হে মোরে॥
অবয়ব হবে আমার প্রায়।
অধিক কিবা কহিব তোমায়॥
তাযের বদনে শুনিয়া সব।
তৎক্ষণাৎ হার করে প্রসব॥
কিবা রূপ তার মরিয়া যাই।
ঠিক তোরন্তায় অনুষ্ঠান নাই॥

কহিতেছে তায় তাহার প্রতি।
শুন শুন যুবা মম ভারতী ॥
রাণীর উদ্যানে যাহ তুরিতে।
ঠেকনা ঠেকনা যেন কথাতে ॥
যদি কেহ তোঁহে জিজ্ঞাসা করে।
পাঠাইলেন বিধি কহিবে তারে ॥
প্রণাম করিয়ে তাযের পায়।
হরিষেতে যুবা উদ্যানে যায় ॥
যখন সে যুবা গেল উদ্যানে।
কহে সব পরি হেরি নয়নে ॥
কে এলো কে এলো আমরি মরি।
আহামরি কিবা রূপ মাধুরি ॥
শশধর ছানি বদন খানি।
গঠেছে বিধি মনে অনুমানি ॥
সুবর্ণ জিনিয়া কিবা সুবর্ণ।
দেখি নাই চক্ষে এমন বর্ণ ॥
এইরূপে রূপ বর্ণিছে কিবা।
উপনীত তথা হইল যুবা ॥
জামতা লইয়া রাণী সত্বরে।
বসালেন রত্ন আসনোপরে ॥

পয়ার।

এখানেতে তোরন্তায ভাবিতেছে মনে।
গুপ্ত ভাবে যাই আমি রাণীর উদ্যানে ॥

শিরোযষ্টি লয়ে তায় রাখিয়া বদনে।
উপনীত হলো রায় রাণীর বাগানে॥
যেই স্থানে রামাগণে সে যুবারে লয়ে।
সেই স্থানে রহে তায় লুক্কাইত হয়ে॥
কহিতেছে পরি রাণী সে যুবার প্রতি।
কিবা নাম ধর তুমি কোথায় বসতি॥
কি কারনে এথা এলে কাহার সহিতে।
সত্য সত্য কহ ভয় নাহি কর চিতে॥
কর যোড়ে কহে যুবা করহ শ্রবণ।
আজমীর দেশেতে হয় মম নিকেতন॥
তোরস্তায নাম মম রাজার নন্দন।
বিধি পাঠাইলেন এথা বিবাহ কারণ॥
কহিতেছে পরি রাণী আশ্চর্য্য হইয়া।
দুই বৎসরের পথ এলে কি করিয়া॥
কহিতেছে সেই যুবা করি নিবেদন।
অদ্যই এসেছি এথা বিধির ঘটন॥
অদ্য বৈকালেতে আমি আপন উদ্যানে।
ভ্রমিতেছিলাম বন্ধু বান্ধবের সনে॥
আচম্বিতে শূন্য বাণী হইল সেখানে।
শুন শুন তোরস্তায শুনহ শ্রবণে॥
তব নিকটেতে বিধি পাঠালেন মোরে।
অদ্য তোঁহে যেতে হবে খিলান সহরে॥
হীরাজাদ নামে আছে পরীন্দ্র নন্দিনী।
তোমারে অর্পণ রাণী করিবে আপনি॥

এতেক কহিয়া মরে লয়ে স্কন্ধোপরে।
নিমিষেতে রেখে গেল তোমার নগরে ॥
এ সকল সপ্নবৎ হতেছে আমার।
বিধাতার ভবিতব্য বুঝে উঠা ভার।
পরিচয় পেয়ে রাণী করে কাণাকাণি।
কিরূপে মনুষ্যে আমি সঁপিব নন্দিনী ॥
কিরূপ ঘটালে বিধি বুঝিতে না পারি।
দিব কি না দিব বিভা ওগো সহচরী ॥
রাণীর বুঝিয়ে ভাব জিতেন্দ্র নন্দন।
মৃদুস্বরে ধিরে ধিরে কহিছে তখন ॥
যদ্যপি বিবাহ নাহি দেহ এই জনে।
প্রজার সহিত যাবে শমন সদনে ॥
শুনিয়া এতেক বাণী পরী রাজরাণী।
ত্রাসেতে কম্পিতা হয়ে কহিতেছে বাণী ॥
অবশ্য অবশ্য কন্যা দিব এই বরে।
কার সাধ্য বিধি বাক্য লঙ্ঘিবারে পারে ॥
চণ্ডালে অর্পিতে কন্যা যদি কন তিনি।
অবশ্য দিতাম কন্যা শিরধার্য্য মানি ॥
এইরূপ পরীরাণী করিতেছে স্তুতি।
উপনীত হল তায যথা হীরাসতী ॥
গুপ্ত ভাবে গুপ্ত কথা শুনিতে সবার।
সখীগণে কহে হীরা কোরে হাহাকার ॥
ওগো সখী একি দেখি বুঝিতে না পারি।
কে এলো ছলিতে মোরে তাঁর রূপ ধরি ॥

প্রাণনাথ সম রূপ নাহি ভেদাভেদ।
হেরিয়া উহারে প্রাণ হইতেছে ভেদ॥
ওগো সখী প্রাণ পাখি কহিছে আমারে।
সুধামখি কর সুধা এবে দিবে মোরে॥
ওগো সখী মম আঁখি কহিছে আমারে।
প্রাণনাথ বলে এবে হেরিবে কাহারে॥
ওগো সখী জিহ্বা মম কহিছে আমারে।
প্রাণনাথ বলে এবে ডাকিবে কাহারে॥
ওগো সখী কর্ণ মম কহিছে আমারে।
শুনিবে কাহার গুণ এবে যত্নকরে॥
ওগো সখী মম কর কহিছে আমারে।
প্রাণকান্ত বলে এবে সেবিবে কাহারে॥
ওগো সখী মম পদ কহিছে আমারে।
এবে ধনী কোন্নুদ্যানে যাবে কার তরে॥
বুঝিতে না পারি আমি কিরূপ ঘটনা।
একবার করি মনে নাথের মন্ত্রনা॥
পুনঃ ভাবি নাথ যদি এরূপ করিবে।
শূণ্যবাণী গৃহে তবে কিরূপে হইবে॥
ওগো তোরা যা গো ত্বরা আমার উদ্যানে।
দেখে আয় প্রাণনাথ আছে কি সে খানে॥
তিনি হন যার পুত্র ইনিও তাহার।
ত্বরিতে যা ওগো সখী দেখ এক বার॥
এত্তেক শুনিয়া বাণী হীরার বদনে।
পলায়ন করে তায় আপনার স্থানে॥

ধনীর শুনিয়া বাণী কোন ধনী কয়।
দেখে আসি আছে কি না আছে রসময়।
এত বাণী কহি ধনী হীরার সদনে।
উপনীতা হলো আসি হীরা উপবনে॥
শর্য্যাতে শয়নে ছিল তোরস্তায রায়।
হেরিয়া সখীরে কহে পুলকিত কায়॥
এস সহচরী তব কোথা সহচরী।
বুঝিতে না পারি কেন একাকিনী হেরি॥
মঙ্গলায় স্মরি শীঘ্র জানাও মঙ্গল।
একাকী হেরিয়া তোঁহে জীবন চঞ্চল॥
কহিতেছে সহচরী শুন রসময়।
আসিবেন সহচরী বুঝিয়া সময়॥
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি তোমার সদনে।
বিলম্ব হইবে আজ আসিতে এখানে॥
এই রূপ কোরে ধনী কথোপকথন।
হীরার নিকটে আসি দিল দরশন॥
কহিতেছে হীরাজাদ কহ সহচরী।
আছে কি না আছে কান্ত উদ্যান ভিতরি॥
শুনিয়া এতেক বাণী কহে সহচরী।
তথায় আছেন সখা দেখে লাজে মরি॥
এতেক বচন শুনি সখীর বদনে।
অধীরা হইয়ে হীরা পড়ে ধরাসনে॥
সখীগণে যতনে তুলিয়া বসায়।
হেনকালে রাণী আসি কহিছে হীরায়॥

দেখ২ ওগো হীরা চায়ে বর পানে।
পূর্ণ শশধর যেন উদয় উদ্যানে॥
তব উপযুক্ত বর মিলায়েছে বিধি।
কিঞ্চিৎ হয়েছে মাত্র ইহাতে অবিধি॥
সুবিধি এ বিধি যবে করেছে আপনি।
অবিধি বলিয়া তাহা নাহি আর মানি॥
সুলগ্নে এখন উভে হইলে মিলন।
সুস্থ হয় ওগো মাতা আমার জীবন॥
যত্ন করে জামাতারে রাখিয়া উদ্যানে।
কন্যার সহিতে রাণী যাইল ভবনে॥

ত্রিপদী।

হীরা আসিয়া ভবনে, কহিতেছে সখীগণে,
শুন২ ওগো সখীগণ।
আমার কপালে ছাই, সদা মনে ভাবি তাই,
এই ভালে ছিল কি লিখন॥
হায় রে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
যদি পাই তব দরশন।
পোড়া কাষ্ঠ লয়ে করে, পোড়াই তব অধরে,
তবু ক্রোধ না হয় মোচন॥
কি করিব ওগো সখী, সকল আঁধার দেখি,
উপায় কি কহ গো এখন।
কোথা গেলে ত্রাণ পাই, সদা মনে ভাবি তাই,
কেন বিধি ঘটালে এমন॥

মনে হয়েছি অধৈর্য্য, দেখিনে হেন আশ্চর্য্য,
এক রূপ একই ঘটন।
মনে এই অনুমানি, মজাতে এই অধিনী,
কোন দেব করিল এমন॥
শুন ওগো সহচরী, আন বিষ ত্বরা করি,
মম দেহ করিব পতন।
না হইলে ও যুবারে, বরিতে হইবে মোরে,
হইয়াছে মাতার মনন॥
নহিলে ত্যজিয়া বাস, বনেতে করিব বাস,
বনেং করিব ভ্রমণ।
যদি গৃহে ধরে আনে, জীবনে মম জীবনে,
ত্যজিব গো এই মম পণ॥
ওহে বিধি মোরে বাজ, হানিয়াছ সাধি কায,
তাহে দুঃখ নাহি করে মন।
কিন্তু মম প্রাণনাথে, রেখ সদা আঁখি পথে,
ওহে বিধি করিয়া যতন॥
হায় হায় ওরে প্রাণ, কার কাছে অভিমান,
এবার করিবে তুমি বল।
যদি তুমি চাহ মান, এই বেলা ওরে প্রাণ,
পলায়ন কর হবে ভাল॥
নহিলে লোকের মাঝে, অপমান কাযে কাযে,
হইতে হইবে তোহে প্রাণ।
মানে মানে ওরে প্রাণ, লইয়ে আপন প্রাণ,
এই বেলা করহ প্রস্থান॥

পয়ার।

কহিতেছে সখীগণ অতি দুঃখাবেশে।
অদৃষ্টে যা আছে সখী তাই হবে শেষে ॥
এখন নাথের কাছে করহ গমন।
সব দুঃখ যাবে দূরে হেরে সে আনন ॥
কি হবে ভাবিলে সখী ভাবিলে যাতনা।
যাতনা যাবে না সখী যাবে না যাতনা ॥
প্রবোধে প্রবোধ নাহি মানে হীরা ধনী।
নাথের নিকটে গেল যেন পাগলিনী ॥
সঙ্গেতে যাইল তার যত সখীগণ।
হেরিয়া হীরারে তায় কহিছে তখন ॥
একি শুনি ওলো ধনী কহ প্রকাশেতে।
পরিণয় হবে তব কাহার সহিতে ॥
হীরা—কি কহিলে প্রাণনাথ জুড়াল জীবন।
এমন সুখের দিন হবে কি কখন ॥
তায—ভেব না ললনা প্রাণ শুন লো বচন।
কপাল গুণেতে তব হবে উদ্দীপণ ॥
হীরা—আমার কপালে যদি ভাল না হইবে।
তবে কেন প্রাণনাথ এখানে আসিবে ॥
তায—শুনিয়া যুড়াল হিয়া ভাল প্রিয়ে ভাল।
বিবাহের দিন স্থির কবে তবে হলো ॥
হীরা—অবলা সরলা আমি কি বলিব বল।
গণৎকার আছ তুমি খড়ি পেতে বল ॥

তায—ভাল ভাল শিখেছিলে যা হোক চাতুরি।
কত ছাঁদে কথা কহ বুঝিতে না পারি॥
হীরা—ভাল বলিয়াছ ভাল ওহে রসময়।
তস্করের মন কভু ভাল নাহি হয়॥
এতেক কহিয়া হীরা দুঃখিত অন্তরে।
বসিলেক ধরাপরে নত শির করে॥
কামিনী মানিনী হলো দেখে তায়রায়।
কর যোড়ে মধুস্বরে কহিছে প্রিয়ায়॥
প্রেয়সী ও শশিমুখে হাসি কহ বাণী।
যাতনা সহে না মানা তাই করি ধনী॥
যে মুখ অমৃত দানে করিয়াছ সুখী।
সে অধর ধরা পানে কি রূপেতে দেখি॥
যে আস্যেতে করিয়াছ মিষ্ট আলাপন।
সে আস্য মলিন হেরে বাঁচে কি জীবন॥
যে আননে প্রাণনাথ বলেছ আমারে।
সে মুখে বিমুখ প্রিয়ে কেন লো আমারে॥
ওলো ধনী শুন বাণী সুকাহিনী কই।
নিশ্চয় জানিবে আমি তোমা ছাড়া নই॥
আগেতে করিয়া প্রিয়ে সুধা বিতরণ।
এখন করিছ কেন বিষ বরিষণ॥
আমারে করিয়া দুঃখি তুমি সুখি হবে।
মনে যা ভেবেছ প্রিয়ে তাহা না হইবে॥
কি দোষে করিয়া দোষী আমারে চাহ না।
ললনা ছলনা আর কর না কর না॥

তোমারে ত্যজিতে মন করে না বাসনা।
ললনা ছলনা আর কর না কর না।।
কেমনে রহিব আমি ত্যজিয়ে বল না।
ললনা ছলনা আর কর না কর না।।
অনুগত জনে প্রাণ দিও না যাতনা।
ললনা ছলনা আর কর না কর না।।
সদত তোমারে মন করে উপাসনা।
ললনা ছলনা আর কর না কর না।।
বিচ্ছেদ হেরিয়া গাত্রে দংশে প্রেম ফণা।
ললনা ছলনা আর কর না কর না।।
একান্ত আমারে প্রিয়ে যদি নাহি বাস।
যাহারে করেছ মন তারে ভাল বাস।।

ত্রিপদী।

শুনিয়া নাথের বাণী, কহিতেছে হীরা ধনী,
ভাল ভাল শিখিয়াছ ঠাট।
নির্দোষীরে দোষী করা, মাথা কেটে পায়ে ধরা,
কোথায় পড়েছ হেন পাঠ।।
শশীমুখে সুধা বাণী, শুনি তায় নৃপমণি,
স্বীকরে প্রেয়সীরে তুলে।
বৃত্তান্ত কহিল সব, শুনে ধনী অসম্ভব,
নাথেরে কহিছে কুতুহলে।।
এত যদি ছিল মনে, তবে নাথ কি কারনে,
অধিনীরে কাঁদাইলে বল।

কাঁদালে নাহিক ক্ষতি, প্রকাশে হইলে পতি,
উভয়ের পক্ষে হয় ভাল ॥
কিন্তু এক আছে বাণী, শুন হে রসিক মণি,
নিবেদন করি হে তোমারে।
বিশ্বাস মম অন্তরে, মানে না কোন প্রকারে,
দেখাও সে ধন কৃপা করে ॥
এতেক শুনিয়া বাণী, হার প্রতি কহে বাণী,
শুন শুন ওহে স্বর্ণ হার।
প্রেয়সী দেখিবে তোরে, দেহ এক যুবা মোরে,
আমা সম হইবে আকার ॥
আজ্ঞা পেয়ে স্বর্ণ হার, তৎক্ষণাৎ সে প্রকার,
যুবা এক করে উৎপাদন।
দেখে ধনী এ প্রকার, মনে মানি চমৎকার,
কহিতেছে নাথেরে তখন ॥
রক্ষ হে মম বচন, কি রূপে হও গোপন,
দেখাও সে রূপ এক বার।
প্রিয়ার শুনি বচন, তায় হইল গোপন,
হীরা হেরে হৈল চমৎকার ॥
যতেক সখী তথায়, চিত্তপুত্তলির প্রায়,
হইলেক হেরিয়া এ রূপ।
তোরস্তাযে হীরা ধনী, কহে শুন গুণমণি,
কহি যাহা কর সেই রূপ ॥

পঞ্চদশাক্ষরি-পয়ার।

শুন শুন রসরাজ নিবেদি তোমায় হে।
আপনি যাইয়া তুমি থাকহ তথায় হে॥
নকুলে আকুল প্রাণ সদা মম হয় হে।
আসলে কুশল যেন আপন হিয়ায় হে॥
প্রয়োজন নাহি তব থাকিতে হেথায় হে।
নিশিতে গোপনে আমি যাইব তথায় হে॥
কহিতেছে তোরস্তাব চাহিয়ে প্রিয়ায় হে॥
নিশি শেষে যাব তথা তোমার কথায় হে॥
আপনি শঙ্কর যার আছেন সহায় হে।
সে কি কভু করে ভয় আপন হিয়ায় হে॥
অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি করিব প্রেয়সী হে।
কি ভয় অভয় জানি থাক ঘরে বসি হে॥
যদি বিবাহের কথা তব মাতা কয় হে।
ইঙ্গিতে জানাও মত করনাক ভয় হে॥

পয়ার।

নিশি শেষে তোরস্তায় সে উদ্যানে গেল।
সখীসহ হীরাজাদ গৃহেতে যাইল॥
পূর্ব্বদিগে নব ভানু নব কিরণেতে।
প্রকাশ করিছে দিগ অরুণ সহিতে॥
প্রস্ফুটিত নানা পুষ্প ষট্পদ গণে।
মধুলোভে মধুস্বরে যাইছে কাননে॥
কোকিল কিসল পরে কোকিলার সনে।
কুহু কুহু রবে কিবা গাহিছে সঘনে॥

পতি বিনে নিকেতনে বিরহিনী গণে।
করিতেছে দুঃখালাপ সখীগণ সনে॥
এখানেতে চমৎকার তাঁযের বিরহে।
সখীগণে দুঃখ মনে মৃদুস্বরে কহে॥
যাতনা সহে না সখী আমার অন্তরে।
বল না ললনা বাঁচে কি রূপ প্রকারে॥
এ অদৃষ্ট দুরাদৃষ্ট কষ্ট পাই তাই।
মিষ্ট ভাবে পষ্ট ভাব কার নাহি পাই॥
প্রাণেতে বধিতে মোরে সবার মন্ত্রণা।
অবলা সরলা একা কি করি বল না॥
দুরন্ত বসন্ত সদা করিছে তাড়না।
পঞ্চবাণ পঞ্চবাণে দিতেছে যাতনা॥
কোকিল দুরন্ত দান্ত করে দিবানিশি।
পাপিয়া লাফিয়া ধায় করে লয়ে অসি॥
যন্ত্রণা মন্ত্রনা কোরে দিতেছে আমারে।
পাপ ভয় নাহি হয় তাদের অন্তরে॥
সুধাকর শশিরে কে বলে সখী বল।
সুধাকর কিরণেতে কেন টুটে বল॥
মন লয় হেন নয় সেই শশধর।
সুধাকর নহে সখী হবে বিষাকর॥
পরম সুজন নহে কুজন সে বড়।
বিরহী বধিতে তার সম নাই দড়॥
কুসুম বিষম সখী সম নাই তার।
জ্বালাতন্ন হয় মন সৌরভে তাহার॥

চমৎকার হীরাজাদ।

মর মর কত কহি ভ্রমরে কাতরে।
তবু সেটা নাহি মরে জ্বালাতন করে॥
অবিরত কব কত আমার যন্ত্রণা।
মমাঙ্গ ভূষণ মোরে দিতেছে যাতনা॥
ভুজঙ্গিনী হয়ে বেণী দংশিছে আমারে।
সে জ্বালায় প্রাণ যায় ওঝা নাই ঘরে॥
কপালে বিপুল জ্বালা দিতেছে যে সিঁথি।
নাসার বেসর মুখে মারিতেছে লাথি॥
মুক্তাদাম অবিরাম উত্তপ্ত হইয়ে।
অন্তর দহিছে সদা অনাথিনী পায়ে॥
কহিতে দুঃখের কথা ব্যথা হয় প্রাণে।
যে রূপ পেতেছি কষ্ট ধর্ম্ম তা সে জানে॥
এসব যন্ত্রণা সখী প্রাণেতে সহে না।
অবলা সরলা বাঁচে কি রূপে বলনা॥
কালেতে আপন হয় অকালেতে নয়।
বস্ত্র ফেলে বনে যাই হেন মনে লয়॥
মনে মনে দেখি যদি মনে খড়ি পাতি।
কৃতান্ত আলয়ে মম জ্বলিতেছে বাতি॥
সখীগণে দুঃখ মনে কহে যুবতীরে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ কর পাবে শ্রীকান্তেরে॥

ষোড়সাক্ষরি পয়ার।

" ওরে, এখানেতে পরীরাগী কন্যার মহলে।
[illegible]য়, সখীগণ সমিভ্যারে অতি কুতুহলে॥

চমৎকার হীরাজাদ।

হীরা, মায়েরে দেখিয়া তবে প্রণাম করিয়া।
ধনী, বসিতে আসন দিল আনন্দিত হৈয়া॥
রাণী, কহিতেছে হীরাজাদে শুন গো দুহিতা।
ওগো, যদি বিভা নাহি কর খাও মম মাথা॥
তবে, শুনিয়া এতেক বাণী হীরাজাদ সতী।
ধনী, ইঙ্গিতে জানায় মায়ে আপন সম্মতি॥
তবে, সম্মতা জানিয়া রাণী কহিছে সখীরে।
ত্বরা, যাহ গো তোমরা সখী উদ্যান আগারে॥
তবে, শকুন্তলা সমুজ্জ্বলা চঞ্চলা চপলা।
তারা, অনুমতি পায়ে ধায় হইয়ে চঞ্চলা॥
এথা, উদ্যানে আনন্দ মনে নাগর তখন।
সদা, হীরাজাদ অনুরাগে করিছে ভ্রমণ॥
আহা, হেন কালে শকুন্তলা ভগ্নিগণ সনে।
ত্বরা, উপনীত হলো তারা তাযের সদনে॥
ভয়ে, উহাদের হেরে তায ভাবিতেছে মনে।
এরা, না জানি কি বলে আজ আমার সদনে॥

ভঙ্গ চৌপদী।

কহিতেছে শকুন্তলা, অন্তরে হয়ে বিহ্বলা,
কহ কহ হে নাগর আছত হে ভাল।
পিরীতি শিখেছ ভাল, কলেতে রমণী ছল,
নটবর নটবর, ভাল বটে ভাল॥
এখানে এনেছে বিধি, কে শিখালে এই বিধি,
সত্য সত্য গুণাকর, বল ওহে বল।

যে শিখালে এই বিধি, তারে মানি বলে বিধি,
দেখা হলো নটবর, ভাল তবু ভাল॥
পুরুষ পরুষ বড়, রমণী মজাতে দড়,
তাহে নাহি করি দুঃখ, এমন সময়।
ভালয় আছ যে ভাল, সেই ভাল মোর ভাল,
ঘচিল মন অসুখ, দ্বিজ নব কয়॥

পয়ার।

মিছে কেন ওলো ধনী কহ কুবচন।
বিধির ঘটনা বিনে হয় কি এমন॥
পুরুষের দশদশা কি হয় কখন।
অবশ্য প্রেয়সী পুনঃ হইবে মিলন॥
কোথায় আগার মম কিবা ছিল আশা।
বিধির নির্বন্ধে প্রিয়ে এথা মম আসা॥
বিধি বিনে বিধি নাই জানিবে নিশ্চয়।
বিধির নির্বন্ধ জান এই পরিণয়॥
কহিতে জানহ ভাল বাণী সুধামাখা॥
বিধিরে সিখাই বিধি যদি পাই দেখা॥
তদন্তরে পরীরাণী আনন্দ অন্তরে।
কন্যা সহ উপনীতা উদ্যান আগারে॥
অপাঙ্গতে হীরাধনী তাঁয পানে চায়।
দেখিয়া হরিষে রাণী পুলকিত কায়॥
পরে, এথা সুখ মনে পরীন্দ্র রমণী।
য়, সখীগণ স ধাজিনি সুধামাখা বাণী॥

সত্বরা হইয়া তোরা লয়ে জামাতারে।
ত্বরিতে করাও স্নান বিলম্ব না করে॥
অনুমতি পেয়ে ধায় যত সখী গণ।
সুশিতল জলে স্নান করায় তখন॥
অতঃপরে জামাতারে আনন্দ অন্তরে।
আহার করায় রাণী বিবিধ প্রকারে॥
ক্রমেতে তপণ তেজ তেজশূন্য হলো।
নিশি জানি পরীরাণী গৃহেতে আইল॥
এই রূপে কিছু দিন ক্রমে গত হলো।
সুদিন দেখিয়া রাণী সুবিবাহ দিল॥
মনসুখে তোরস্তাব হীরাজাদ লয়ে।
নিত্য রসরাজ নব রস প্রকাশয়ে॥
একদিন তোরস্তাব আছিল শয়নে।
নিশি শেষে চমৎকারে দেখিল স্বপনে॥
উচাটন হলো মন তাযের তখন।
প্রিয়ভাষে প্রিয়প্রিতি করে নিবেদন॥
দেখিলাম ওহে প্রিয়ে আজ কুস্বপন।
বাসনা অন্তরে মম যাইতে ভবন॥
কহিতেছে হীবাজাদ ওহে রসরাজ।
তোমার বচন মম হলো যেন বাজ॥
একাকি বিবেকী প্রায় থাকিব কেমনে।
অবিলম্বে যাবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
কহিতেছে তোরস্তাব হাসিতে হাসি
যাইব বটে কিন্তু আসিব ত্বরিতে

চমৎকার হীরাজাদ।

চিন্তা নাহি কর ধনী আমার কারণ।
তব প্রেম ডোরে বাঁধা আছে এই জন॥
যখনি করিবে বাঞ্ছা তখনি আনিবে।
নিমিষের পথ তব চিন্তা কেন তবে॥
এই রূপ উভয়ের কথোপকথন।
পূর্ব্বদিগে প্রকাশিত তরুণ তপণ॥
স্বনস্বন সমীরণ সঘনে বহিছে।
কিশলে কুশল কবি কোকিলে গাইছে॥
সকলেতে গাত্রোত্থান করিয়ে তখন।
নিজ নিজ ইষ্ট নাম করে উচ্চারণ॥
সভাকরি বসিলেন পরীন্দ্র ঘরণী।
উপনীত হলো তথা তায নরমণি॥
গৃহেতে যাইব বলে পরিচয় দিল।
বহুক্ষণ পরে রাণী সম্মতা হইল॥
চারিজন প্রতি রাণী কহিতেছে পরে।
জামাতায় রেখে এসো আজমির নগরে॥
অনুমতি পায়ে তারা সিংহাসনোপরে।
তাযেরে বসায়ে সবে লয়ে স্কন্ধোপরে॥
পাখা বিস্তারিযা তারা উঠিল বিমানে।
এখানেতে চমৎকার কহে সখী গণে॥

চৌপদী॥

শুনিয়া হ ।

পরে, এখা সুখ মনোজ্ঞ, কোকিলে করিছে ব্যঙ্গ,
য়, সখীগণ স ধাজিনি,ঙ্গ, কবে সখী হবে ।।

অনঙ্গের রঙ্গভঙ্গ, সব হয়ে যাবে ভঙ্গ,
যুড়াবে তাপিত অঙ্গ, এ ভালে কি হবে গো॥
একে গৃহে নাহি কান্ত, প্রাণ হতেছে প্রাণান্ত,
স্মরের কি মনভ্রান্ত, দেখেও তা দেখে না।
পুরুষের কাছে শান্ত, হয়ে দিবা রাত্রি দান্ত,
নারীর করে প্রাণান্ত, এ জ্বালা যে সহে না॥
দহিছে প্রাণ অনন্ত, সই গো যেন কৃতান্ত,
যদি হতো মূর্ত্তিমন্ত, না জানি কি করিত।
অকায়ে এত অশান্ত, স্বকায়ে কি হতো শান্ত,
রমণীর প্রাণ অন্ত, একেবারে করিত॥

পয়ার।

চমৎকারে কহিতেছে যত সখীগণ।
অদ্য শুভ দিন হেন হতেছে মনন॥
বিমল কমল মুখ আজ যায় দেখা।
অদ্যই আসিবে সখী বুঝি তব সখা॥
এখানেতে তোরস্তাব পরীর সহিতে।
উপনীত হলো আসি রাজার সভাতে॥
পুত্র আগমন দেখি জিতেন্দ্র রাজন।
আনন্দ অর্ণবে রায় হইল মগন॥
সভাসদগণে করে মঙ্গলাচরণ।
অন্তপুরে অরুন্ধতি করিল শ্রবণ।
অধীরা হুইয়ে রাণী আসি ত্বরা
...যরে লইল ক্রোড়ে

নাথ আগমন শুনি চমৎকার ধুনী।
প্রেমার্ণবে মগ্ন ধনী হইল অমনী॥
আনন্দের নাহি সীমা কি দিব উপমা।
উপমা দিতে যে মুখে আসে না উপমা॥
একদিন মহারাজ কহে মন্ত্রীগণে।
কি করি উপায় তোমরা কহ মম স্থানে॥
নিত্য যায় তোরস্তান্য যথায় তথায়।
কি রূপে আটক করি কহ সে উপায়॥
রাজারে কহিছে পরে যত মন্ত্রিগণ।
তাযেরে করুণ রায় রাজ্য সমার্পণ॥
তা হইলে কোন স্থানে যাবে নাকো আর।
এই তো বিচার হয় কি আজ্ঞা তোমার॥
ইহাই উত্তম রায় ভাবিয়ে অন্তরে।
তোরস্তাযে রাজ্য দিল প্রজা পালিবারে॥
দ্বিজ নবকৃষ্ণ বলে শুন ওরে মন।
হরি হরি বল মুখে মুক্তির কারণ॥

সমাপ্তঃ।